মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত

দণ্ডিপর্ব্ব

বাঙ্গালা গদ্যে

শ্রীরোহিণীনন্দন সরকার সঙ্কলিত।

শ্যামপুকুর—২ নং অভয়চরণ ঘোষের লেন হইতে

চৌধুরী কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

শ্যামপুকুর— ২নং অভয়চরণ ঘোষের লেন,

কুমুদবন্ধু যন্ত্রে

শ্রীহরিদাস মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯২ সাল।

দণ্ডিপর্ব্ব

১
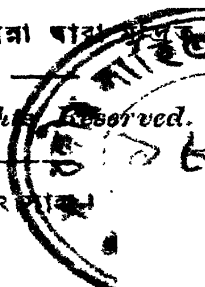
মঙ্গলাচরণ

যাঁহাকে জানিলে, আর কিছুই জানিতে হয় না, যাঁহাকে দেখিলে, আর কিছুই দেখিতে হয় না, যাঁহাকে ভাবিলে, আর কিছুই ভাবিতে হয় না এবং যাঁহাকে পাইলে আর কিছুই পাইবার অপেক্ষা বা প্রয়োজন হয় না, সেই সত্যস্বরূপ আনন্দস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যান করি।

গ্রন্থপ্রশংসা।

হে মনুষ্য! তুমি বহুপুণ্যে এই সুদুর্লভ মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়াছ। বিফল বিষয়ামোদে মত্ত হইয়া, পরমার্থতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া, ইহা ভ্রষ্ট করিও না। ঐ দেখ, মৃত্যু তোমার অপেক্ষা করিতেছে। কোন্ দিন কোন্ সময় ধূর্ত্ত জম্বুকের ন্যায়, তোমাকে অসহায় ছাগবৎ কোথায় লইয়া যাইবে, জানিতে বা নিষেধ করিতে পারিবে না! তখন তোমার কি হইবে। সে ভয়ঙ্কর দিন স্মরণ কর, যে দিন কেহই তোমার সহায় হইবে না! পিতামাতা, পুত্র কলত্র, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সকলেই সে দিন তোমাকে ত্যাগ করিবেন। তবে তুমি কি ভাবিয়া ও কি

বুঝিয়া, কি আশয়ে ও কি বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত বসিয়া আছ? এবং কি রূপে অসার সংসারের অসার স্নেহমমতায় মত্ত ও বিস্মৃত হইয়া, পাপজীবনকে আরও কলুষিত ও ভারাক্রান্ত করিতেছ! ফলতঃ, সংসারে ধর্ম্মব্যতিরেকে কেহই প্রকৃত বন্ধু বা সহায় নাই। ধর্ম্মই সকলের মধু। উহা কোন কালেই ত্যাগ করে না।

এই দণ্ডিপর্ব্বে সেই চিরসুহৃৎ ধর্ম্মের সবিস্তার বর্ণনা আছে। কিরূপে দেহশুদ্ধি, আত্মশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হইয়া, চরমে পরম পদ মোক্ষপদ লাভ হয়; কিরূপে সংসারে অসার জ্ঞান জন্মিয়া, স্ত্রীপুত্রাদিকে বিষম বন্ধন বোধ করিয়া, বিষ্ণুর পরম পদে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে; কিরূপে তুমি আমি বা তোমার আমার, এইপ্রকার ভেদজ্ঞানের পরিহার হইয়া, প্রকৃত জ্ঞানোদয়ে পরমাত্মসাক্ষাৎকার সংঘটিত হইয়া থাকে। ইত্যাদি বাস্তব বিষয় সকল এই পর্ব্বে বিশিষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ইহাতে বিবিধ যোগের কথা আছে, বিবিধ তত্ত্বের বর্ণনা আছে, দেহতত্ত্বের অতি সূক্ষ্ম মীমাংসা আছে, স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের উপায় বিবৃত আছে, সৌভাগ্যের সাধন ও দুর্ভাগ্যের দমনবিধি যথাবিধি কীর্ত্তিত আছে এবং ইহলোকের ও পরলোকের যথাযথ মীমাংসা আছে; যাহা শুনিলেও শোক হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হইয়া থাকে।

বাস্তবিক সংসারে সুখ নাই। উদরের চিন্তায় একতঃ সকল সুখ দূর হইয়াছে। তাহার উপর ইন্দ্রিয়গণের দারুণ

উপদ্রব, কামের দুঃসহ তাড়না, তৃষ্ণার গুরুতর আঘাত, ক্রোধের বিষম শাসন ও লোভের অবিষহ্য পরাক্রম ইত্যাদি বিবিধ উপদ্রবেও গৃহীর সুখ স্বপ্নবৎ অলীক ও অসার হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই সুখের জন্য ব্যস্ত এবং তজ্জন্য দিবারাত্র যত্নবান্; কিন্তু কাহারই ভাগ্যে সুখ প্রসন্ন নহে। দৈবাৎ প্রসন্ন হইলে, কিয়ৎকালের জন্য তাহাকে মত্ত, প্রমত্ত ও উন্মত্ত করিয়া থাকে মাত্র। এই সকলের কারণ কি? এবং কিজন্য ও কি রূপে সংসারে রোগ, শোক, পরিতাপ, বধ, বন্ধন, ভয়, শঙ্কা, সন্দেহ, মোহ ও ব্যামোহ ইত্যাদি দুঃখগণের সৃষ্টি ও বিস্তার হইল; ইত্যাদি সারতত্ত্ব সকলও এই দণ্ডিপর্ব্বে বর্ণিত আছে।

বিশেষতঃ আদিদেব বাসুদেবের পরমপুণ্যজননী, ত্রিলোকসাধনী ও ত্রিতাপদমনী পবিত্র চরিত্রকথা ইহাতে সবিস্তরে বিবৃত আছে; যাহা শুনিলেও পাপমোচন ও দুঃখরেচন হইয়া থাকে।

এই দণ্ডিপর্ব্বই মহাভারতের আদি। ইহা পাঠ ও শ্রবণ না করিলে, ভারতপাঠের সম্পূর্ণতা বা সার্থকতা হয় না। মহামনা ব্যাসদেব ইহাকে সকল শাস্ত্রের সংগ্রহরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কলিযুগে মানুষ অল্পায়ু ও অল্পবীর্য্য হইবে ভাবিয়া, তিনি তাহাদের সুখবোধনিমিত্ত সংক্ষেপে সমুদায় বেদ ও উপনিষদের এবং অন্যান্য মোক্ষশাস্ত্রের সারসংগ্রহপূর্ব্বক ইহার রচনা করিয়াছেন। অতএব হে ভক্তিরসিকগণ! যাবৎ মুক্তি না হয়, তাবৎ অনুরক্তিসহকারে এই শক্তিশাস্ত্রের আলোচনা কর।

প্রথম অধ্যায়।

—–*—–

যে ভাল কথা বলিতে না জানে, সেই মূক।

সমস্ত গুণের মধ্যে বিনয় যেমন, সমস্ত আশ্রমের মধ্যে নৈমিষ তেমন, মনোহর ও প্রীতিকর এবং সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে দান যেমন প্রধান, সমস্ত মহর্ষির মধ্যে কুলপতি শৌনক তেমন শ্রেষ্ঠ। আবার, সমস্ত যোগের মধ্যে বৈরাগ্যযোগ যেমন উৎকৃষ্ট, সমস্ত প্রিয় পদার্থের মধ্যে আত্মা যেমন শ্রেষ্ঠ, সমস্ত দেবতার মধ্যে বাসুদেব যেমন গরিষ্ঠ এবং সমস্ত ক্রিয়াযোগের মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ যেমন বরিষ্ঠ, সমস্ত বক্তার মধ্যে সূত তেমনি শ্রেষ্ঠ। যেখানে এইরূপ শ্রেষ্ঠ আশ্রম, শ্রেষ্ঠ শ্রোতা ও শ্রেষ্ঠ বক্তার সমাগম, সেই স্থানই প্রকৃত স্বর্গ বা প্রকৃত তীর্থ এবং সেই স্থানই শান্তির নিকেতন ও নির্ব্বাণের জন্মভূমি। ঈদৃশ স্বর্গসম সুখময় স্থানে বাস করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? এইজন্য জ্ঞানবিজ্ঞান-পারদর্শী ঋষিগণ তথায় দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠানপ্রসঙ্গে একত্র সমবেত হইয়াছেন।

আহা! দেবতুল্য ঋষিগণের পবিত্র সমাগমে আশ্রমের স্বর্গাতিশায়িনী শোভার আবির্ভাব হইয়াছে! এইজন্য ইন্দ্র-প্রমুখ অমরবর্গ স্বর্গ পরিহার করিয়া, তথায় সমবেত হইয়াছেন। আহা, তপস্যার কি প্রভাব! তপোবলে বিষও অমৃত হয় এবং অমৃতও বিষ হইয়া থাকে। দেখ, ঋষিগণ

যজ্ঞানুষ্ঠানপ্রসঙ্গে যে হবিঃ দান করিতেছেন, ইন্দ্রাদি দেব-সমাজ অমৃতকে বিষ ভাবিয়া যেন, উহাই অমৃতবোধে ভক্ষণ করিতেছেন !

ঈদৃশ সুখময়, শান্তিময়, ধর্ম্মময় ও সত্যময় তপোবনে অদ্য সর্ব্বলোকবিরামদায়িনী সুখময়ী সন্ধ্যা উপস্থিত। প্রিয়-তম পুত্রকে ক্রোড়ে করিলে, পতিব্রতা কান্তাকে আলিঙ্গন করিলে, অথবা অভীষ্ট বস্তুকে স্পর্শ করিলে, শরীর যেরূপ শীতল হয়, তদ্‌বৎ শীতল সন্ধ্যাসমীর ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া, একান্ত বশংবদ ভৃত্যের ন্যায়, পরমপ্রভুপদবিশিষ্ট মহর্ষিগণের সেবা করিতেছে। তদীয় হৃদয়রঞ্জন হিল্লোল-লীলাসুখে সমস্ত তপোবন যেন নবীভূত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

ঋষিগণের যজ্ঞবেদীর অপর পার্শ্বে সুপ্রশস্ত কুশাসনে মহাভাগ সূত, সাক্ষাৎ বিনয়গুণের ন্যায়, অথবা মূর্ত্তিমতী শিষ্টতার ন্যায়, কিংবা প্রত্যক্ষ শ্রদ্ধার ন্যায়, উপবেশন, পূর্ব্বক মহামতি শৌনকের আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার মন ভগবদ্‌ধ্যানে সংসক্ত, চিত্ত ভাগবতরসে দ্রবী-ভূত এবং হৃদয় ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত। তাঁহার আর মনু-ষ্যত্ব নাই। সর্ব্বদা পরমতত্ত্বের আলোচনা ও পরিচর্য্যা করিলে, মানুষের দেবত্ব উপস্থিত হয়। এবিষয়ে উচ্চ নীচ, প্রধান নিকৃষ্ট অথবা উত্তম অধম প্রভেদ নাই। নিকৃষ্ট-যোনিতে সমুৎপন্ন অধমজাতীয় সূত আজি এই কারণে উৎ-কৃষ্টেরও উৎকৃষ্ট ও উত্তমেরও উত্তম হইয়াছেন। 'সৎসঙ্গে থাকিলে, অতি নীচেরও পরমপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

কীট অপেক্ষা অতিনীচ বা অতিতুচ্ছ কেহ নাই; কিন্তু সেই কীটও পুষ্পসংসর্গে দেবমস্তকে উঠিয়া থাকে! নীচ-যোনি সূত আজি এই কারণে ঋষিগণের মধ্যে উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কুলপতি শৌনক যথাবিধি সায়ন্তনবিধি সমাধা করিয়া, সাক্ষাৎ বেদবাক্যের ন্যায়, দৈববাণীর ন্যায়, অথবা অভীষ্ট বরের ন্যায়, মধুরোদার মনোহারী সুখাবহ বাক্যে সূতকে অনুগৃহীত ও চরিতার্থ করিয়া কহিলেন, মহাভাগ! সতীত্বই যেমন স্ত্রীজাতির সার্থকতা, পিতৃমাতৃভক্তিই যেমন পুত্রের সার্থকতা এবং ভগবদ্‌ভক্তিই যেমন আত্মার সার্থকতা ও সরলতাই যেমন হৃদয়ের সার্থকতা, একমাত্র সৎ-কথাই তেমন জিহ্বার সাক্ষাৎ সার্থকতা। যে জিহ্বায় সৎকথা বহির্গত না হয়, পশুজিহ্বার সহিত সে জিহ্বার প্রভেদ কি? যে কথা বলিলে, আত্মা ও মন পবিত্র না হয়, ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেম উদ্দীপিত না হয়, তাহা আবার কথা কি? যে ব্যক্তি সেই কথা বলে ও যে ব্যক্তি তাহা শুনে, তাহারা দুই জনেই আবার মানুষ কি? যে স্থলে সৎ-কথার অনুশীলন না হয়, তাহা ভূতাদি উপদেবতার স্থান। সেখানে বুদ্ধিমান্ কখন অবস্থান করিবে না। যদি সেখান হইতে উঠিয়া যাইবার ক্ষমতা না থাকে, কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বসিয়া থাকিবে, অথবা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, একমনে হরিধ্যান করিবে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত পন্থা।

মনীষিগণ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সৎকথা না জানে ও বলিতে না পারে, সেই মূক অর্থাৎ বোবা। তাহার কথা

কহা আর না কহা উভয়ই সমান। সে যদি কোন কথা বলে, তাহা পশুপক্ষ্যাদির অব্যক্ত ধ্বনিবৎ সর্ব্বথা অর্থশূন্য জ্ঞান করিয়া, কদাচ কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতে দিবে না। খাওয়া পরা, এই দুই শব্দ ভিন্ন মানুষের মুখে আর কোন কথা নাই। সে অষ্টপ্রহর এই দুই কথা লইয়াই আছে। সে জন্মিয়া অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত এই কথা লইয়াই থাকে। সুতরাং, পুনরায় খাইবার ও পরিবার জন্য এই সংসারে আগমন করে, তাহার মুক্তি হয় না।

তাত! ভগবৎকথা ভিন্ন যে ক্ষণ যায়, তাহাই বৃথা। হায়, মানুষ তাহা জানে না! সেইজন্য, সে আপনার কথা এবং আপনার স্ত্রীপুত্রের কথা লইয়া, সমস্ত জীবন বৃথা করিয়া থাকে! সেই সকলের আদি ভগবান্ ব্যতিরেকে আর কিছুই থাকিবে না। মহাপ্রলয়ে সকলেরই ধ্বংস হইবে। সুতরাং, স্ত্রীপুত্রাদির কথা লইয়া থাকিলে, কিরূপে মানুষের মুক্তি হইবে? ঐ দেখ, ঘোর কলিযুগের সমাগমে সকলই যেন ঘোরায়িত ও অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে! তুমি পুনরায় ভগবৎকথা কীর্ত্তন কর। ঋষিগণ সকলেই তোমার অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের সায়ংকৃত্যসমাধা হইয়াছে। সকলেই ভগবৎকথাশ্রবণে উৎসুক হইয়াছেন। তুমি এই সুযোগ্য অবসরে সর্ব্বযোগেশ্বর হরির পরমযোগ্য কথার অবতারণা কর। সূত! তুমিই ধন্য। যেহেতু, তুমি সর্ব্বদা ভগবৎকথায় যাপন করিয়া থাক। যাঁহার কথা কহিলে, হৃদয় পবিত্র হয়, আত্মা প্রসন্ন হয় এবং সকল পুরুষার্থ ফল প্রাপ্তি হয়, সেই ভগবানের চরিতকথা কাহার

না মনোহরণ করে? যাঁহার আত্মা নাই, তজ্জন্য লগুড়াদির সহিত যাহার বিশেষ নাই, সেই কেবল ভগবৎকথাশ্রবণে বীতরাগ ও বীতচিত্ত!

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কথারম্ভ।

মহাভাগবত সূত মহর্ষি শৌনকের এই কথায় সবিশেষ অনুগৃহীত বোধ করিয়া, ভক্তিগদ্গদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন,——

যিনি আমাদিগকে বুঝিবার ও বলিবার শক্তি দিয়াছেন এবং তজ্জন্য আমরা সকল জীবের শ্রেষ্ঠ হইয়াছি, সেই জ্ঞানময় জ্যোতির্ম্ময় পরম শক্তিকে নমস্কার।

যাঁহাদের জীবন পরোপকারের জন্য, যাঁহাদের কথাই বেদ, যাঁহাদের সঙ্গই স্বর্গ এবং যাঁহাদের উপদেশই প্রত্যাদেশ, ভবাদৃশ সেই সাধুদিগকে নমস্কার।

যিনি জ্ঞানাঞ্জন শলাকাসহায়ে অজ্ঞানতিমিরে অন্ধীভূত অবোধ আমাদের দৃষ্টি বিকসিত করিয়াছেন, সেই গুরুদেব ব্যাসদেবকে নমস্কার।

হে ঋষিগণ! সংসাররূপ বিষবৃক্ষ অবিদ্যাকর্ত্তৃক আরোপিত হইয়াছে। ইহার আশ্রয় করিলে, সন্তাপের নিবৃত্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। পরিতাপ এই বৃক্ষের মূলভাগ। ইহার ছায়া নাই। পাপরূপ দিবাকর কিরণে

ইহার আপাদমস্তক অনবরত দগ্ধ হইতেছে। বিধাতা ইহাতে দুইটীমাত্র অমৃত ফল যোজনা করিয়াছেন, প্রথম সাধুসঙ্গ এবং দ্বিতীয় সৎকথার আলোচনা। সৌভাগ্যক্রমে আমার দ্বিবিধ ফলই হস্তগত হইয়াছে। আপনারা যেমন পরম সাধু, সেইরূপ সৎকথার অনুশীলনার্থ আমায় নিয়োগ করিতেছেন। নিতান্ত মূঢ় না হইলে, এই শুভ সুযোগ পরিত্যাগ করে না। হে পরমভাগবতগণ! শ্রবণ করুন; আমি সর্ব্বলোকসাধনী পরমপাবনী ভগবৎকথার পুনরায় অবতারণা করি।

পাপ করিলে অন্তরাত্মা যেমন বিনা অগ্নিতে অহরহ দগ্ধ হয়,এমন আর কিছুতেই নহে। অনুতাপ এই পাপের সাক্ষাৎ প্রায়শ্চিত্ত। যদি এই প্রত্যক্ষ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা না থাকিত, তাহা হইলে, মনুষ্যমাত্রেই পাপ করিত; কেহই আর পুণ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইত না পরের দুঃখ দূর করিতে পারিলে, মনে যেমন আনন্দ জন্মে, পরের দুঃখ উৎপাদন ও সুখ নাশ করিলে সেইরূপ অপ্রীতিসঞ্চার হয়। অনবরত পাপ করিয়া, যাহাদের হৃদয় পশুবৎ স্তব্ধ ও পাষাণভাবে পূর্ণ হইয়াছে, তাহাদের এইপ্রকার অপ্রীতি ও অনুতাপের সঞ্চার না হইতে পারে; কিন্তু পাছে কেহ দেখিয়া থাকিবে, এইপ্রকার সম্ভাবনায় অন্তরে অন্তরে যে ভয় সঞ্চরিত হয়, তাহা ঐ অপ্রীতি অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশজনক, সন্দেহ নাই। রাজা পরীক্ষিৎ পরীক্ষা না করিয়া, কোন কার্য্যই করিতেন না। কিন্তু সংসার অতি বিষম স্থান। এখানে যাহা করিব না, মনে করা যায়, তাহাই যেন অগ্রে করা

হইয়া থাকে। ইহারই নাম দৈবদুর্ব্বিপাক বা গ্রহবৈগুণ্য। পরীক্ষিৎ এই দুষ্পরিহর গ্রহবৈগুণ্যে ছন্নমতি ও সন্নহৃদয় হইয়া, অকৃতাপরাধে ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া, যে গুরুতর পাপ করিয়াছেন, অদ্য তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ঐপ্রকার অনুতাপ ও অপ্রীতি যুগপৎ উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে দাবদগ্ধ মৃগের ন্যায়, ব্যাধবাগুরা-নিপতিত অসহায় হরিণের ন্যায়, নিতান্ত ব্যাকুল ও বিপন্ন করিয়াছে। আমোদে আর আমোদ নাই, সুখে আর সুখ নাই, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও, সামান্য দীনদুঃখীর ন্যায়, তাঁহার শোচনীয় দশার শেষদশা উপস্থিত হইয়াছে! অথবা, পাপ করিলে, এইপ্রকারই বিষম দশার আবির্ভাব হয় এবং হৃদয়, মন, আত্মা, দেহ, সকলই মলিন হইয়া উঠে। ভুবনভূষণ রোহিণীরমণ চন্দ্রমা ইহার দৃষ্টান্ত। তিনি পাপ করিয়াই ঐরূপ সুপ্রসিদ্ধ কলঙ্কী হইয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

যে যেরূপ কার্য্য করে, তাহার সেইরূপ ফল হয়।

শৌনক কহিলেন, সূত! পরীক্ষিত জ্ঞানবিজ্ঞানপারদর্শী রাজর্ষি ছিলেন। বিশেষতঃ, তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, ভগবদ্‌ভক্তিপ্রভৃতি পারমার্থিক গুণগরিমার জন্য সেই পাণ্ডববংশ সকল ভুবনে বিখ্যাত ও স্মরণীয় হইয়াছে। পাপ হইতে দূরে রাখিয়া সর্ব্বথা পুণ্যানুষ্ঠানে প্রব-

র্ত্তিত করাই জ্ঞানের স্বভাব এবং হিংসাদ্বেষাদিপরিহার-পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে সমদর্শী ও বৈরাগ্যের অনুসারী হইয়া, পরমার্থপথের পথিক করাই বিজ্ঞানের কার্য্য। তথাহি, লৌকিক বিষয় সমুদায় সাক্ষাৎ অনর্থ বা মূর্ত্তিমান্ সর্ব্বনাশ। তাহার উপর হিংসাদ্বেষের বশবর্ত্তী হইলে, কোন রূপেই ভদ্রস্থতা নাই, ইহা কি আর বলিতে হয়? এই কারণে জ্ঞানকোবিদ পুরুষগণ পাপের ছন্দাংশেও পদার্পণ করেন না। অতএব মহামতি পরীক্ষিৎ জানিয়া শুনিয়াও কিজন্য গুরুতর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, জানিবার জন্য সাতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। দেখ, লোকের উপকার জন্যই আমাদের এই যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি। যাঁহারা স্বার্থ-পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ লোকহিতকামনায় কার্য্য করেন, তাঁহারাই সার্থকজন্মা মহাপুরুষ। কেননা, স্বার্থের জন্য কার্য্য করা কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। সংসারীমাত্রেই স্বার্থের দাস। তাহারা নিজের উদরপূরণজন্য পরের উদর শূন্য করিবার যত্ন করে এবং নিজের শোণিতবর্দ্ধনজন্য পরের শোণিত শোষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব স্বার্থ অপেক্ষা মহাপাপ আর কি আছে?

সূত কহিলেন, ভগবন্! যে যেরূপ কার্য্য করে, তাহার তদনুরূপ ফল লাভ হয়; বিধাতৃবিহিত নিয়তির এই প্রকার দুষ্পরিহর বিধির বিসংবাদ বা ব্যভিচারঘটনা কোন মতেই সম্ভব নহে। মেঘ হইলেই বৃষ্টি হইবে, বৃষ্টি হইলেই রস-সঞ্চার হইবে এবং রসসঞ্চার হইলেই, উৎপাদিকা শক্তি জন্মিবে; ইহার অন্যথা নাই। এই রূপ, পাপ করিলে,

দুঃখ ও পুণ্য করিলে, সুখ হইবে এবং পাপ পুণ্য উভয়ের অনুষ্ঠান করিলে, সুখদুঃখের সমবায়রূপ মিশ্রদশা উপস্থিত হইবে, তাহাতেও কোনরূপ অন্যথা নাই। যে কারণের যে কার্য্য, বিলম্বে বা সত্বরে অবশ্যই হইবে। ইহারই নাম নিয়তি। কেহই এ পর্য্যন্ত নিয়তিপরিহারে সমর্থ হয় নাই ও হইবেও না। মৃত্যু এই নিয়তির অধীন, জন্মও এই নিয়তির অধীন। প্রবোধ বা বিশিষ্টরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে, এই নিয়তি পরিহারে সমর্থ হওয়া যায়। কেননা, জ্ঞানবলে ব্রহ্মস্বরূপলাভ হয়। ব্রহ্মস্বরূপের আবার নিয়তি কি? বন্ধন কি?

সত্য বটে, রাজা পরীক্ষিৎ জ্ঞানবিজ্ঞানপারদর্শী রাজর্ষি ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সেই জ্ঞানবিজ্ঞানপরিপাকদশা প্রাপ্ত হয় নাই। মহর্ষি পর্ব্বতের অভিশাপ এবিষয়ের কারণ। তিনি যে কারণে শাপ দেন, অবধান করুন।

চতুর্থ অধ্যায়।

পাপের পরিণাম নারকী গতি।

সূত কহিলেন, পরীক্ষিৎ পূর্ব্বজন্মে বিদ্যাধরনামা সুপ্রসিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় প্রতিদিন গান করিতেন। তানলয়মিলিত সুমধুর সঙ্গীতে তাহার সবিশেষ পারদর্শিতা এবং চতুঃষষ্টি কলায় বিশিষ্টরূপ অভিজ্ঞতা ছিল। । অমরসমাজ তাহার অনন্যসাধারণ সুস্বর

কণ্ঠের একান্ত পক্ষপাতী ও তজ্জন্য তাহার অহংকার অতি-মাত্র বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে সেই অভিমানে ও অহংকারে ক্রমে ক্রমে এপ্রকার উদ্ধত ও উদ্দাম হইয়া উঠে যে, গুরু-লঘু গণনা এক বারেই পরিহার করিয়াছিল। ক্ষুদ্র মনের স্বভাবই এই, উহা আপনা আপনি বড় জ্ঞান করিয়া,মত্তপ্রায় ও গুরুলঘুগণনাপরিশূন্য হয়। ইহারই নাম মতিচ্ছন্নতা। এইপ্রকার মতিচ্ছন্নতায় রাবণের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে এবং বলির বন্ধনদশা উপস্থিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত, আরও কত লোকের কত কি হইয়াছে, বলিবার নহে। পুনশ্চ, এই মতিচ্ছন্নতাই নরকের মূল এবং দুর্দ্দশার জন্মভূমি। বিদ্যা-ধরের অবিকল তাহাই ঘটিয়াছিল।

এক দিন বসন্ত কাল। পৃথিবীর যেন নবযৌবন উপ-স্থিত এবং যেদিকে চাও, সেই দিক্ই শোভাময়, বিকাশ-ময়, বিচিত্রতাময়, মহোৎসবময় ও শান্তিময়। উপবন ও উদ্যান সকল কুসুমময়, সুষমাময়, আলোকময়, আমোদময় ও সুগন্ধময়। সরোবর সকল বিবিধ জলজ পুষ্পে পুষ্পময়, শৈত্যময় ও প্রীতিময়। দিক্‌সকল কাকলীময়, গুঞ্জনময় ও হিল্লোললীলাময়। যুবক যুবতী বা প্রণয়ী প্রণয়িনীসকল আনন্দময়, বিহারময় ও বিবিধ অপূর্ব্ব কল্পনাময়। এ সময় ভগবদ্‌রসিকের মন বিপুল শান্তিসুখ অনুভব করে। কিন্তু যাহাদের বিষয়পিপাসা বলবতী, যাহারা লৌকিক স্বভাবে হতবুদ্ধি ও হতজ্ঞান, তাহারা বিপরীত বোধ করিয়া, বৃথা বিষাদ অনুভব করে। তথাহি, বিরহবিধুর কামুকের নিকট এই সুখময় শান্তিময় বসন্তকাল সাক্ষাৎ কালস্বরূপ প্রতীয়-

মান হয়। সে সুধাময় চন্দ্রকে বিষময়, প্রাণময় বায়ুকে মৃত্যুময়, আমোদময় কুসুমরাশিকে বিষাদময় এবং শৈত্যময় চন্দনকে অগ্নিময় জ্ঞান করে। জিহ্বা রোগাক্রান্ত হইলে, যেমন মিষ্টকেও কটু বোধ হয়, মন কামাদিবিকারে আচ্ছন্ন হইলে, তেমন হিতকেও অহিত জ্ঞান হইয়া থাকে।

বিদ্যাধরের নবীন বয়স ও নবীন প্রণয়। তাহাতে বসন্তকাল, সংসারীর পক্ষে নিতান্ত উন্মাদকর ও অবসাদকর। যৌবনসময়ে মনের গতি স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। মদমত্ত মাতঙ্গ যেমন বন্ধনস্তম্ভ ভগ্ন করে, যৌবনে মন তেমনি মর্য্যাদাভঙ্গে প্রবৃত্ত হয়। এই বসন্তকাল যৌবনের উত্তেজক ও উদ্দীপক সহায়। অশিক্ষিত যে যুবা পুরুষ কামিনীকেই স্বর্গ ও অপবর্গ ভাবিয়া, কায়মনে তাহার সেবা করে, কামিনীর সহবাসকেই স্বর্গবাস ভাবিয়া, স্বতঃপরতঃ তাহার অধিকারের চেষ্টা করে, কামিনীর কলকণ্ঠবিনিঃসৃত সুমধুর বাক্যই বাস্তবিক বেদ বা দৈববাণী ভাবিয়া, তাহা শুনিবার জন্য সতত ইচ্ছা প্রকাশ করে, কামিনীর সপ্রণয় দৃষ্টি বা আলিঙ্গনকেই অভীষ্টসিদ্ধি বা সাক্ষাৎ বর ভাবিয়া, তাহার লাভে যত্ন করে,অথবা যে যুবা পুরুষ কামিনীর কুপিত বাক্যকেই মূর্ত্তিমান্ অভিশাপ ভাবিয়া, প্রাণপণে তাহাকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করে, তাদৃশ অজ্ঞানী ব্যক্তি ঈদৃশ বসন্তকালে যে অতিমাত্র উদ্দাম, উদ্ধত ও উৎপথপ্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ, সৎ শিক্ষায় মনের বেগ উপশমিত ও শান্তি সমাহিত করে। যাহার সৎ শিক্ষা নাই, সেই পশু।

স্বভাবতঃ অশিক্ষিত বিদ্যাধর যৌবনে বসন্তসমাগম প্রাপ্ত হইয়া, ঘৃতাহুত হুতাশনবৎ কামরাগে সহসা যেন প্রদীপিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে নবপ্রণয়িনী ভার্য্যা, রূপের সীমা নাই, সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই, হাবভাববিলাসমাধুর্য্যের উপমা নাই। তাহার শ্রোত্র, নেত্র, নাসিকা, ফলতঃ সকল অঙ্গই সাক্ষাৎ বশীকরণ, মারণ বা উচ্চাটনস্বরূপ; তাহার কথা-সকল কুহকস্বরূপ; তাহার হাস্য যুগপৎ অমৃত ও বিষময়; তাহার দৃষ্টি পূর্ণকলায় ভূষিত ও হৃদয়হরণের মহামন্ত্র। নিতান্ত ধৈর্য্যবল সহায় না হইলে, আর পরিহার নাই। অজ্ঞানচিত্তে এপ্রকার ধৈর্য্যবল সম্ভব নহে। তজ্জন্য উহা সহজেই বিকৃত ও বশীকৃত হইয়া থাকে। বাস্তবিক, মাংস-পিণ্ড রমণীশরীরে কোন সৌন্দর্য্যই নাই। অজ্ঞানই কাম-রাগে মিলিত হইয়া, ঐপ্রকার অলীক সৌন্দর্য্য কল্পনা করে এবং তাহাতে মোহিত ও বশীভূত হইয়া থাকে। জ্ঞানীর বিশুদ্ধ চক্ষু রমণীশরীরে কেবল কুৎসা, বিষ ও উপ-দ্রবই অবলোকন করে এবং উহাকে প্রজ্বলিত বহ্নি বা জ্বলন্ত চিতা ভাবিয়া, দূর হইতে পরিহার করে। অথবা, জ্ঞানের স্বভাবই এই। উহা যথার্থ গুণদোষের বিচার করিয়া, মানু-ষকে সৎপথে প্রচালিত করে। অজ্ঞানের স্বভাব ইহার বিপরীত।

এইজন্য অজ্ঞানী বিদ্যাধর আপনার স্ত্রীর প্রতি পরম-প্রীতিমান্ ও তাহার সৌন্দর্য্যে একান্ত মুগ্ধ। এবং এইজন্য সে তাহার ক্রীড়ামৃগ হইয়াছিল। তথাহি, স্ত্রীর বশীভূত হওয়া মূর্খের অন্যতর স্বভাব ও লক্ষণ। মূর্খ বিদ্যাধর জানিত

না, যে, নবযৌবনের সহায় কুসুমশর ও কুসুমশরের সহায় বসন্তকাল। যেখানে এই তিন একত্র, সেখানে মহাপ্রলয় উপস্থিত, ইহা বিদ্যাধরের বিদিত ছিল না। সে অজ্ঞান-বশতঃ যৌবন ও বসন্তকে পরম সুখের সময় এবং কামকে পরমসুহৃৎ জ্ঞান করিত। সে স্ত্রীসহায় হইয়া, বিহারমানসে নন্দনবনোদ্দেশে গমন করিল। একে স্বভাবতঃ মদমত্ত, তাহার উপর মধুপান করিয়া আরও মত্ত হইল। গমনসময়ে পদে পদেই তাহার পদদ্বয় স্খলিত হইতে লাগিল। অনু-রূপা স্ত্রীগণ তাহার অনুগামিনী হইল। সে করিণীসহস্রের মধ্যবর্ত্তী মত্তমাতঙ্গের ন্যায়, উদ্দাম গতিতে নন্দনকাননে প্রবেশ করিল। নন্দনে শোভার সীমা নাই। উহাতে যুগ-পৎ শান্তি ও অশান্তি, বিষাদ ও হর্ষ এবং উন্মাদ ও অবসা-দাদি যেন মূর্ত্তিমান্ রহিয়াছে। তন্মধ্যে জ্ঞানীরা শান্তি লাভ করেন এবং অজ্ঞানীরা উন্মাদ ও প্রমাদগ্রস্ত হয়। নন্দনে প্রবেশ করিবামাত্র বিদ্যাধর আরও মত্ত, উন্মত্ত ও প্রমত্ত হইয়া উঠিল। পণ্ডিতেরা ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করেন, যেখানে থাকিলে মন বিকৃত হয়, সে স্থান ত্যাগ করিবে। ফলতঃ, বিকারের কারণমাত্রেই অবশ্য পরিত্যাজ্য। এইজন্য যৌবনে অতি সাবধানে স্ত্রীসঙ্গাদি করা কর্ত্তব্য। স্ত্রী ও মদ্য বিকারের প্রধান কারণ। বিদ্যাধর ইহা গণনা না করিয়া, নন্দনে প্রবেশ করিল এবং দুর্নিবার মনোবেগের বশবর্ত্তী হইয়া, তানলয়মিলিত বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে সুমধুর কাম-সঙ্গীত আরম্ভ করিল। প্রজ্বলিত-পাবক-পতনোন্মুখ পত-ঙ্গের ন্যায়, তাহার মৃত্যু আসন্ন হইয়াছিল। সেইজন্য সে

দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া, যুবক যুবতীর বিরহবিষয়ক কুৎসিত গান আরম্ভ করিল।

দেবর্ষি নারদের সহচর মহাভাগ মহর্ষি পর্ব্বত তৎকালে নন্দনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। দুর্ব্বুদ্ধি বিদ্যাধর কালপ্রেরিত হইয়া, তাহারই অত্যাসন্ন প্রদেশ আশ্রয়পূর্ব্বক তার স্বরে স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে উল্লিখিত প্রকারে সংগীতে প্রবৃত্ত হইল। ঋষি শিষ্যদিগের সহিত পরমার্থবিষয়ক কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইপ্রকার জঘন্যব্যাঘাতযোগবশতঃ চলিতমনস্কের ন্যায়, গাত্রোত্থান করিলেন এবং সঙ্গীতধ্বনির অনুসরণক্রমে বিদ্যাধরের সমীপস্থ হইয়া, প্রিয়বাক্যে কহিলেন, তাত! মনকে প্রকৃতিস্থ কর। সকল বিষয়েরই নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমানেরা সেই সীমা লঙ্ঘনে লজ্জাবোধ করে এবং আনুষঙ্গিক ক্লেশও অনুভব করিয়া থাকে। আমরা শান্তিপ্রিয় ঋষি। তুমি না জানিয়াই বোধ হয়, আমাদের শান্তিভঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অতএব সাবধান করিতেছি, পুনরায় এপ্রকার অনুষ্ঠান করিও না। মিছা তর্ক বিতর্কে বিবাদের বৃদ্ধি ও মিষ্ট বাক্যে জয়সমৃদ্ধি লাভ হয়। এইজন্য মিষ্ট কথায় বলিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও। শান্তি অপেক্ষা সুখ নাই। ইচ্ছা করি, তুমি সেই শান্তি অবলম্বন কর।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! মৃত্যু আসন্ন হইলে, আলোককেও অন্ধকার ও হিতকেও অহিত বোধ হয় এবং পরম মিত্রকেও পরমশত্রু জ্ঞান হইয়া থাকে। সেইজন্য, বিশ্বসুহৃৎ মহর্ষির হিতবাক্য বিদ্যাধরের কশাঘাতবৎ কোন

মতেই সহ্য হইল না। সে নিতান্ত অসহমান হইয়া, একান্ত উদ্ধত বাক্যে কহিল, ঋষে! এই নন্দনকানন আমাদেরই ন্যায়, বিলাসী জনের বিহারক্ষেত্র। ইহা আপনার ন্যায়, ফলমূলাশী অরণ্যবাসী ঋষির বাসযোগ্য নহে। এখানে আমরা নিত্য আসিয়া এই রূপে গান করি এবং আমাদের প্রভু দেবরাজ তাহা শুনিয়া থাকেন। অতএব সহ্য না হইলে, আপনি অন্য স্থানে গমন করিতে পারেন।

সূত কহিলেন, হে দ্বিজোত্তমবর্গ! ঋষির মন স্বভাবতঃ ক্ষমাপরায়ণ ও শান্তির আধার এবং অনুকম্পার ও দয়ার উদ্ভবক্ষেত্র। সহসা উহাতে ক্রোধ হিংসার সঞ্চার হয় না। এইজন্য, মহাভাগ পর্ব্বত বিদ্যাধরের ঈদৃশ সমুদ্ধত বাক্যে ইতর জনের ন্যায়, কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। প্রত্যুত, অনুকম্পাবশংবদ হইয়া, ধীরোদার মধুর বাক্যে কহিলেন, বৎস! তুমি যদি মধুপানে মত্ত না হইতে, তাহা হইলে, কখনই এরূপ কথা মুখে আনিতে না। কোন্ সময়ে কিরূপ কথা বলিতে হয়, তাহা না জানা অতীব দুঃখের বিষয়। সঙ্গে তোমার কেহ উপদেষ্টা নাই। অতএব আমার কথায় কর্ণপাত কর। বাস্তবিকই তুমি অত্যাচার করিতেছ। মত্ত হইয়াছ বলিয়া ইহা বুঝিতে পারিতেছ না। পশ্চাৎ যেন অনুতাপ করিতে না হয়।

বিদ্যাধর কহিল, আপনার ন্যায় শত সহস্র মহাভাগ মহর্ষি যাঁহার নিত্য উপাসনা করেন, সেই দেবরাজ ইন্দ্রের পারিপার্শ্বিক আমরা সেই দেবরাজ ব্যতিরেকে আর কাহা-

রই রোষতোষের অপেক্ষী বা আয়ত্ত নহি। অতএব আপনি যথেচ্ছ অনুষ্ঠান করুন।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! দুরাচার বিদ্যাধর এই কথা বলিয়া, আর ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, পূর্ব্ববৎ আপনমনে অতি জঘন্য কামসংগীত আরম্ভ করিল। স্ত্রীগণও তাহার সহিত যোগদান করিয়া, মহর্ষির অবমাননায় প্রবৃত্ত হইল। সাক্ষাৎ অগ্নিকল্প মহর্ষি তদ্দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এখন কি করি? যদি শাপ দি, তপঃক্ষয়-জনিত দারুণ অত্যাহিত ঘটিবে। যদি শাপ না দি, তাহা হইলে, দুর্বৃত্তকে প্রশ্রয় দান জন্য অতিমাত্র অধর্ম্ম সঞ্চিত হইবে। অতএব কোন্ পক্ষ অবলম্বন করা শ্রেয়?

সূত কহিলেন, তিনি এইপ্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তদীয় প্রিয়তম শিষ্য মহামতি শতপাদ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! অধর্ম্মের উন্মূলন ও ধর্ম্মের সংস্থাপনপূর্ব্বক সংসারের স্থিতিবিধানজন্যই ভবাদৃশ মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব দুরাত্মার সমুচিত শাস্তিবিধানে কিজন্য দোলায়মান হইতেছেন? তপস্যা আপনাদেরই সৃষ্ট বিষয়। মনে করিলেই, পুনরায় তাহার বৃদ্ধিসাধন করিবেন।

সূত কহিলেন, মহাভাগ পর্ব্বত শিষ্যের এই বাক্যে ঈষৎ ক্ষুভিতের ন্যায় কহিলেন, বৎস! যথার্থ বলিয়াছ। ধর্ম্মের রক্ষা করাই বিধি। ধর্ম্ম না থাকিলে, কিছুই থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম সাক্ষাৎ মহেশ্বর। তাহার রক্ষা করিলে, তপস্যার রক্ষা করা হয়। এই বলিয়াই তিনি কুপিতের

ন্যায়, কষায়িত লোচনে বিদ্যাধরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রে পাপ! যে যেরূপ কার্য্য করে, তাহার তদ্রূপ ফলপ্রাপ্তি সমুচিত। অতএব তুমি যেমন আমার অবমাননা করিলে, তেমনি তোমাকে মনুষ্যযোনিতে অবতরণপূর্ব্বক ব্রহ্মশাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। আমার বাক্য কোন মতেই মিথ্যা হইবে না।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! বলিতে বলিতে, সর্পদষ্টবৎ বিদ্যাধরের দারুণ অবসাদ উপস্থিত ও তৎক্ষণাৎ কান্তি মলিন হইয়া আসিল। দুরাত্মা তখন আপনার অপরাধ বুঝিতে পারিয়া, ভয়ে, মোহে ও সন্দেহে জড়ীভূত হইয়া, ঋষির পদতলে সহসা পতিত হইল এবং ভয়জড়িত-স্খলিত বাক্যে কহিতে লাগিল, ভগবন্! পাপ করিলে, তাহার নারকী গতি হয়, ইহার অন্যথা নাই। তথাপি, আর্ত্তের রক্ষা করাই ভবাদৃশ মহাত্মাগণের ধর্ম্ম। অপরাধই মূর্খের স্বভাব এবং ক্ষমাই জ্ঞানীর প্রকৃতি। অতএব আমা অপেক্ষা যেমন অপরাধী নাই, তেমনি আমা অপেক্ষাও ক্ষমার পাত্র নাই। যাহা হউক, যদি একান্তই ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে, অনুগ্রহপূর্ব্বক অন্য কোন দণ্ড প্রয়োগ করুন। আমি কোন মতেই পাপ মনুষ্যযোনিতে গমন করিতে অভিলাষী নহি।

পঞ্চম অধ্যায়।

—•—

মনুষ্যের কিছুই ভাল নহে।

শৌনক কহিলেন, সূত! বিদ্যাধর কিজন্য মনুষ্য-যোনিতে গমন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল? মনুষ্য কি এতই হেয় ও ঘৃণ্য পদার্থ?

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! বিদ্যাধর যেজন্য ঐরূপ বলিয়াছিল, শ্রবণ করুন। বিদ্যাধর কহিল, ভগবন্! মনুষ্যের কিছুই ভাল নহে। সে অল্পায়ু, অল্পভাগ্য, অল্পাহারী ও অল্পবুদ্ধি। তাহার জ্ঞানসত্ত্বেও জ্ঞান নাই, বুদ্ধিসত্ত্বেও বুদ্ধি নাই, বিদ্যাসত্ত্বেও বিদ্যা নাই এবং বিবেকসত্ত্বেও বিবেক নাই। সে পূর্ব্বাপর ভাবিয়া কার্য্য করিতে পারে না। কেননা, তাহার ভবিষ্যদ্‌জ্ঞান নাই। এইজন্য সে পশু অপেক্ষাও অধম। দেখুন, পিপীলিকারা অতি-ক্ষুদ্র প্রাণী! তাহারাও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, কার্য্য ও তজ্জন্য স্ত্রীপুত্র লইয়া পরম সুখসচ্ছন্দে কাল যাপন করে। হতভাগ্য মানুষের সেপ্রকার সুখসচ্ছন্দতার সম্ভাবনা কোথায়? সে স্ত্রীপুত্র লইয়া, সর্ব্বদাই যেন শশব্যস্ত। কি হইবে, কি করিব, কিরূপে দিন যাইবে, এইপ্রকার ভাবনায় মনুষ্যলোক দিবারাত্র বিব্রত। দিবসে যেমন এক দণ্ড বিশ্রাম নাই, রাত্রিতেও তেমনি নানাপ্রকার দুর্ভাবনায় মানুষের সুখ-নিদ্রা নাই। বিবিধ দুঃস্বপ্ন তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত

করিয়া থাকে। সে ঘুমাইয়াও চমকিয়া ও অনেক সময় কান্দিয়া উঠে। এই সকলকে মহাপাপের কার্য্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

এতদ্ভিন্ন, নানাপ্রকার রোগ, শোক, ভয়, সংশয়, সন্দেহ, মোহ, ব্যামোহ, শঙ্কা, বধ, বন্ধন, পরিতাপ, অনুতাপ, সন্তাপ, তাপ, বিষাদ, অবসাদ, প্রমাদ, হাহাকার, অহঙ্কার, অভিমান, অতিমান, শ্লাঘা, আত্মম্মন্যতা ইত্যাদি উপদ্রব ও অত্যাচার মানুষের সুখের পথ ও সন্তোষের দ্বার রোধ করিয়াছে। সে অর্থ অর্থ করিয়া, পরমার্থ ভ্রষ্ট করিয়াছে এবং স্বার্থ স্বার্থ করিয়া, পুরুষার্থ নষ্ট করিয়াছে। এই কারণে তাহার মুক্তিমার্গ সুদূরপরাহত হইয়াছে। কোন কালেই তাহার উদ্ধার নাই।

তাহার মন অতি সঙ্কুচিত ও হৃদয় অতি অপ্রশস্ত। এই-জন্য ধর্ম্মাদি সৎপ্রবৃত্তি তাহাতে বাস করিতে পারে না। দুই এক জনকে ধার্ম্মিক দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহারা বক-ধার্ম্মিকের মধ্যেই পরিগণিত। কেননা, তাহারা স্বার্থানু-রোধে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। যে ধর্ম্ম নিঃস্বার্থ অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা অধর্ম্মের নামান্তরমাত্র। মনুষ্য অনেক সময় দান করে বটে, কিন্তু সে দানেও কোন ফল নাই। কেননা, সে পরজন্মে অধিক পাইব বলিয়াই দান করে। এইজন্য তাহার দান ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। অথবা, যাহাতে কামনা আছে, তাদৃশ কর্ম্মমাত্রেই পণ্ড। এ কথা আপনাকে বলা আমার বাচালতামাত্র। আপনি সকলই জানেন।

ঐ দেখুন, মর্ত্ত্যলোকে চাহিয়া দেখুন, কাহারও গৃহে সুখ

নাই। সকলেই সুখের জন্য লালায়িত। কিন্তু সুখ কাহারেই প্রসন্ন নহে।

মহর্ষি পর্ব্বত কহিলেন, বিদ্যাধর! কিজন্য প্রসন্ন নহে?

বিদ্যাধর বিনয়গর্ভ মধুর বাক্যে কহিল, ভগবন্! বিষ যেমন সর্ব্বশরীরে সঞ্চরিত হইয়া, অভিভূত করে, আপনার অভিশাপ তেমনি আমাকে বিহ্বল ও অবসন্ন করিয়া তুলিতেছে। বোধ হইতেছে,আমি যেন গভীর অন্ধকারগর্ত্তে নীয়মান হইতেছি। আমার দৃষ্টি ও বাক্‌শক্তি সমকালেই রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। তজ্জন্য দেখিবার ও বলিবার আর শক্তি নাই। হায়! পাপ করিলে, কি অধম গতি ও দুর্দ্দশার শেষ দশা উপস্থিত হয়! লোকে যেন আমার দৃষ্টান্তে আর কখন পাপ না করে। পাপ মূর্ত্তিমান্ বন্ধন ও মূর্ত্তিমান্ সান্নিপাতিক বিকার এবং মূর্ত্তিমান্ জ্বলন্ত হুতাশন। হায়, আমার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইতেছে! অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠিতেছে! প্রাণের ভিতর পুড়িয়া যাইতেছে! হৃদয় দহ্যমান হইতেছে! হায়, আমি বিনা অনলে দগ্ধ হইলাম! ভগবন্! আমারে রক্ষা করুন। আর্ত্ত বলিয়া, অনুগত বলিয়া, কাতর ভাবিয়া ও অসহায় ভাবিয়া আমারে পদতলে স্থান প্রদান করুন! হায়, কি বিষম বিকার উপস্থিত! আর আমি দেখিতে বা শুনিতে পাইতেছি না! ভগবন্! মনুষ্যলোকে যাইতে হইবে বলিয়া আমার আরও ভয়, মোহ ও অবসাদ উপস্থিত হইতেছে। মনুষ্যলোকের প্রধান দোষ এই, অন্যকে সুখী না করিলে, সুখী হওয়া যায় না; এই সনাতন সিদ্ধান্ত বা আপ্তবাক্য মনুষ্যের বিদিত নাই। এইজন্য সে কোন কালেই সুখী হয়

না। বলিতে কি, মানুষ অন্যের সুখ হরণ করিয়া, আপনি সুখী হইতে চেষ্টা করে। সেইজন্য তাহার সুখ হয় না। ভগবন্! আমায় ক্ষমা করুন। আমি মনুষ্যলোকে যাইতে পারিব না। লঘু পাপে গুরুদণ্ড বিধান করিবেন না। অন্যের দুঃখ দূর করাই দয়ার কার্য্য। আপনারা সেই দয়ার সাগর। আমি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি। মদে লোককে বিহ্বল করে। হায়, মদ্যপানে ধিক্! দুঃসাহসে ধিক্! না বুঝিয়া কার্য্য করাকে ধিক্! আমার ন্যায় লঘুচিত্তকে ধিক্! সর্ব্বথা আমি অনাথ হইলাম! নষ্ট হইলাম! হত হইলাম! হায়, আমার কি হইল! ভগবন্! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। এই বলিয়া দৃঢ়করে ঋষির পদদ্বয় ধারণ করিল।

সূত কহিলেন, তদীয় সহচারিণী রমণীরা এই ব্যাপার দর্শনে প্রভো! রোষ সংবরণ করুন, সংবরণ করুন, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বামাকণ্ঠবিনিঃসৃত করুণধ্বনির প্রতি-ধ্বনি চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিয়া, পরমপ্রশস্ত নন্দনকাননের যেন অপবিত্রতা সাধন করিল। ইন্দ্রের বজ্রধ্বনিতেও যাহা হয় নাই, অদ্য বামাকণ্ঠধ্বনিতে তাহা সংঘটিত হইল! ঋষির মন স্বভাবতঃ পেলব। অথবা, জলের স্বভাব শীতলতা। উহা কোন কারণে উষ্ণ হইলে, পুনরায় শীতল হইয়া থাকে, এবিষয়ে আর সন্দেহ কি? ঋষি সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া, কিয়ৎক্ষণ মৌনী হইয়া রহিলেন। দুরত্যয় ব্রহ্মদণ্ডের কোন-রূপ প্রতিক্রিয়া নাই। তথাপি, প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, বৎস বিদ্যাধর! মৃতের উপর খড়্গাঘাত কাপুরুষের কর্ম্ম। তোমার ন্যায় ক্ষীণপ্রাণ ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ অনুগ্রহের

পাত্র। কিন্তু স্বর্গের অপবিত্রতা সাধন হয়,ইহা আমাদের একান্ত অবিসহ্য। পিতামহ পুণ্যশীল পুরুষগণের সুখবাস নিমিত্তই স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেখানে পাপ, সেইখানেই নানাপ্রকার পরিতাপ। স্বর্গে পাপ নাই, এইজন্য পরিতাপ নাই। তোমার ন্যায় অপবিত্রস্বভাব পাপপ্রবৃত্তি পুরুষের সংসর্গে স্বর্গে পরিতাপসংঘটনসম্ভাবনা এবং তোমার স্বভাবের সংশোধন হওয়াও বিধেয়। অতএব তুমি অবিশঙ্কিত চিত্তে মর্ত্ত্যে গমন কর। পুনরায় স্বর্গে প্রত্যাগমন করিবে। পৃথিবীতে পাণ্ডববংশ অতীবপবিত্র ও প্রশস্তভাবাপন্ন এবং তজ্জন্য অতিশয়খ্যাতাপন্ন। তুমি সেই বংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মহাভাগ শৃঙ্গীর শাপানলে দগ্ধ ও সর্ব্বথা নিষ্কলুষ হইয়া, পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কোন মতেই ইহার অন্যথা হইবে না।এবিষয়ে আর কোন উত্তর করিও না।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! সর্ব্বথা ধর্ম্মপথে থাকিয়া, পুণ্যানুষ্ঠান করিলে, শরীরে অভূতপূর্ব্ব দুরত্যয় তেজের সঞ্চার হয়; যে তেজ ইন্দ্রের বজ্রেও কুণ্ঠিত হয় না, এই তেজেরই নাম ব্রহ্মতেজ। মহর্ষি পর্ব্বত এবংবিধ ব্রহ্মতেজে আবিষ্ট ও তজ্জন্য ঋষিসমাজের বরিষ্ঠ। এইরূপ বরিষ্ঠ পুরুষেরা যাহা বলেন, তাহাই ঘটিয়া থাকে। কোন কালেই কোন রূপে তাহার অন্যথা হয় না। দেবরাজের পার্ষদ বিদ্যাধর তাহা জানিত। এইজন্য আর কোন উচ্চবাচ্যই করিল না। মহামনা পর্ব্বতও আর কোন কথা না বলিয়াই, সে স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। যেহেতু, শোকস্থান, ভয়স্থান ও তৎসদৃশ অন্যান্য স্থান সকল ঝটিতি

পরিত্যাগ করিবে। হে দ্বিজোত্তমবর্গ! আঘাত করিলেই প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইতে হয়; ইহা প্রকৃতির সিদ্ধ নিয়ম,কোন মতেই ব্যতিক্রান্ত বা ব্যাহত হয় না। বিদ্যাধরকে শাপ দিয়া, ঋষির মন প্রতিশপ্তের ন্যায়, কিয়ৎপরিমাণে পরিতপ্ত হইয়া উঠিল। তপস্যার ক্ষয় হইল, ভাবিয়াও অনুতপ্ত হইলেন। অনন্তর দিব্যজ্ঞানযোগসহায়ে আপতিত মনোবেগ কথঞ্চিৎ বিনিবৃত্ত করিয়া, স্বর্গলোকপ্রবাহিণী তাপত্রয়বিনাশিনী জহ্নু-নন্দিনীর পবিত্র সলিলে যথাবিধি অবগাহন ও অঘমর্ষণ জপ সমাধান পুরঃসর আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ তপস্যায় বিনিবিষ্ট হইলেন। এদিকে, বিদ্যাধরও অবশ্য-ম্ভাবিনী তত্তৎ ঘটনাবশে অনায়ত্ত হইয়া, পরীক্ষিতরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেন। এই আমি আপনাদের নিকট পরীক্ষিতের জন্মকথা কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর যাহা শুনিতে অভিলাষ, আজ্ঞা করুন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(পরীক্ষিতের রাজ্য।)

শৌনক কহিলেন, সূত! ভগবদ্ভক্তি অপেক্ষা সংসারে যেমন মুক্তির সহজ উপায় নাই, সেইরূপ যাহারা ভগবানের ভক্ত, তাঁহাদেরও চরিতকথাশ্রবণ অপেক্ষা সুখজনক পবিত্র বিষয় আর কি আছে? অতএব তুমি পরীক্ষিতের রাজ্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তার কীর্ত্তন কর। উহা শুনিবার জন্য আমাদের সাতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। সৎসঙ্গে ও সৎ-

কথাপ্রসঙ্গে সময় যেমন সুখে অতিবাহিত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। ভগবৎপ্রসাদে তোমার হৃদয়ভাণ্ডার সদ্‌ভাবরূপ অমূল্য রত্নে পরিপূর্ণ। তোমার জিহ্বাও অমৃতরসনিস্যন্দিনী কথা সকলের জন্মভূমি। অতএব তুমিই সার্থকজন্মা মহাপুরুষ, সন্দেহ কি ? প্রার্থনা করি, তোমার ন্যায় মহাপুরুষ সকলের নিত্য আবির্ভাব হইয়া, মর্ত্ত্যলোকের পবিত্রতা সম্পাদন করুক।

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! অদ্য আমার সূতরূপ নীচকুলে জন্ম সার্থক হইল! যেহেতু, আমি ভবাদৃশ মহাত্মাগণের আদর ও অনুগ্রহভাজন হইলাম। আপনারা স্ব স্ব অলৌকিক গুণগ্রামে ও দিব্য তপোযোগপ্রভাবে সকলের অভীষ্ট দেবতাস্বরূপ। অতএব যাহাকে অনুগ্রহ করেন, সেই ব্যক্তিই ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য। সাধুগণের অনুগ্রহই সাক্ষাৎ বর। আমি মদীয় অভীষ্টগুরু আপনাদের অনুমতি অনুসারে যথাজ্ঞানসাধ্য পরীক্ষিত চরিত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

শুভ ক্ষণে ও শুভ নক্ষত্রে রাজর্ষি পরীক্ষিত জন্মগ্রহণ করিয়া,সুনির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র যেমন রজনীর শোভা বর্দ্ধিত করেন, বিকসিত পদ্মষণ্ড যেমন সরসীর সুষমা সমুদ্ভাবিত করে, সকললোকমনোহর বসন্ত যেমন পৃথিবীর শোভা সাধন করে; তদ্রূপ জননীর ক্রোড়দেশ অলঙ্কৃত করিলেন। প্রিয়পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া, পতিবিয়োগবিধুরা উত্তরার সুদুঃসহ স্বামিশোক তৎক্ষণে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানের ন্যায়, বিনষ্ট হইল। তিনি অতিমাত্র পিপা-

সিত নয়নে পুত্রের শরদিন্দুবিনিন্দিত মুখসুধা নির্ভর পান করিয়াও, তৃপ্তির শেষ লাভে সমর্থ হইলেন না। অথবা, জননীর স্নেহের সীমা নাই। পৌর্ণমাসী-শশধরদর্শী সরিৎপতি যেমন সবেগে সমুচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে, জননীর হৃদয়ে অপার স্নেহরসও তদ্রূপ সর্ব্বদাই সমুচ্ছলিত। দেখুন, পিপীলিকারাও স্বীয় অণ্ড নির্ভেদ না করিয়া, অতিযত্নে রক্ষা করে। পক্ষীরা স্বয়ং না খাইয়াও, শাবকদিগকে খাওয়াইয়া থাকে। অতিহিংস্রপ্রকৃতি ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদগণও স্ব স্ব সন্তানাদিকে সমধিক স্নেহে পালন করে। বিড়ালের অপত্য-স্নেহ গৃহিমাত্রেরই বিদিত আছে।

ঋষিগণ! এই রূপে অপার সন্তানস্নেহ দিক্ বিদিক্ যেন পূর্ণ করিয়া, সমস্ত সংসারে ধাবমান হইতেছে এবং তাহাতেই যেন সংসারের স্থিতি বিহিত হইয়াছে। ইহারই নাম ভগবন্মায়াপাশ, যে পাশ ছেদন করা সামান্য জ্ঞানের সাধ্য নহে। এই পাশ সংসারের আমূলতঃ বিস্তৃত থাকিয়া, জীবমাত্রকেই সমান ভাবে বদ্ধ রাখিয়াছে। এইজন্য, তাহাদের পদমাত্রও চলিবার ক্ষমতা নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, সকলেই ইহা অবগত আছে; কিন্তু কেহই ইহা ছিন্ন করিতে অভিমুখ বা অভিলাষী হয় না। ইহার কারণ কি? পুত্রস্নেহে বদ্ধ নহে, এরূপ ব্যক্তি নাই। এইজন্য, তাহাদের মুক্তি নাই। ঋষিগণ! এই স্নেহ হইতে মমতার সঞ্চার হয়; মমতা হইতে অজ্ঞানের আবির্ভাব হয় এবং অজ্ঞান হইতে সাক্ষাৎ বন্ধন সংঘটিত হয়। এই কারণে পণ্ডিতেরা ভূয়োভূয়ঃ স্নেহপরিহারের উপদেশ করিয়াছেন। স্নেহ

থাকিতে, মনুষ্যের ভদ্রস্থতা নাই। সে স্নেহে অন্ধ হইয়া, অনেক সময় যে কুকর্ম্ম করে, তাহার পরিণাম অতীব ভীষণ হইয়া থাকে।

যাহা হউক, পরীক্ষিতজননী উত্তরা পুত্ররত্নকে ক্রোড়ে করিয়া, স্বামীর ছায়াবোধে বারংবার স্নেহভরে ও প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে দরদরিত ধারায় প্রেমাশ্রু বিনির্গলিত হইয়া, সর্ব্বশরীর প্লাবিত করিল। তিনি প্রীতিপূর্ণ পূর্ণ হৃদয়ে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, বৎস! চিরজীবী হও; বংশগৌরব রক্ষা কর; সহস্র-পোষী হও; জননীর আনন্দ বর্দ্ধন কর; পৃথিবীর সৌভাগ্য সাধন কর; প্রজালোকের প্রীতিবিধান কর; দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন কর; দানধর্ম্মে রত থাকিয়া নিত্য পুণ্য-সঞ্চয় কর এবং পিতৃসম অসীম বীর্য্যে শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া, অজাতশত্রু ও নিঃসপত্ন হও।

এদিকে অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির, উত্তরা সুকুমার কুমার প্রসব করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন এবং স্বীয় বংশমর্য্যাদা ও পদমর্য্যাদার অনুরূপে তদীয় জাত কর্ম্ম সমাধা করিলেন। অনন্তর তিনি প্রধান প্রধান দ্বিজাতিবর্গ, মন্ত্রিবর্গ ও আত্মীয়বর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, এই সুবিশ্রুত পাণ্ডববংশ ক্ষয় পাইতেছিল, এমন সময়ে এই পুত্রের জন্ম হইল। অতএব ইহার নাম পরীক্ষিত রাখা হউক। তদনুসারে পুত্রের নাম পরীক্ষিত হইল। কেহ কেহ বলেন, তিনি যে কোন ব্যক্তিকে অব-লোকন করিতেন, তাহাকেই বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতেন,

এইজন্য তাঁহার নাম পরীক্ষিত। ভগবন্! সুনীতির সংযোগে লোকের সমৃদ্ধি যেমন দিন দিন বর্দ্ধিত হয়, মহাভাগ পরীক্ষিত তদ্রূপ পিতৃবর্গ ও মাতৃবর্গের আনন্দ ও আহ্লাদ সহকারে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। হেমন্তের অবসানে যেমন বসন্তের উদয় হয়, বাল্যাবস্থার পর্য্যবসানে তাঁহারও তদ্রূপ যৌবন সমাগত হইল। রজনীরমণ শশলাঞ্ছন ষোল কলায় পূর্ণ হইলে, যেমন নিতরাং শোভমান হয়েন; যৌবনের সমাগমে তাঁহারও তদ্রূপ অসীম শোভাবিভবের আবির্ভাব হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন-দিবাকরের ন্যায়, তাঁহার অপার তেজঃসমৃদ্ধিরও আবিষ্কার হইল। তিনি মদমত্ত বারণের ন্যায়, উদ্দাম ও উদ্ধত এবং সযৌবন সিংহের ন্যায়,সমুদ্দৃপ্ত ও উদ্রিক্ত হইয়া উঠিলেও, বিনয়গুণে বেতসীলতার ন্যায়, অতিমাত্র নম্রপ্রকৃতি, বসন্তকালীন-প্রভাতসমীরসদৃশ মৃদুলস্বভাব ও ধৈর্য্যাদি অন্যান্য বিবিধ সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিলেন। যাহার যেরূপ অংশে জন্ম ও যেরূপ সহবাসে অবস্থিতি, তাহার প্রকৃতি তদনুরূপেই গঠিত হইয়া থাকে। কোন মতেই ইহার ব্যভিচার নাই। পরীক্ষিতের মাতৃকুল ও পিতৃকুল, উভয়ই ধন, মান, কুল, শীল, রূপ, গুণ, বীর্য্য, বিভব, প্রভাব, পরাক্রম, যশ, কীর্ত্তি, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, দান, ধর্ম্ম, সত্য, শান্তি, ব্রহ্মণ্যতা, ইত্যাদি সর্ব্বাংশেই সুসম্পন্ন। তিনিও তদনুরূপ গুণবৈশিষ্ট্যে অলঙ্কৃত হইবেন। আশ্চর্য্য বা সন্দেহ কি?

রাজা যুধিষ্ঠির পরীক্ষিৎকে এবংবিধ বহুবিধ গুণসম্পন্ন

দর্শন করিয়া, ইন্দ্র যেমন জয়ন্তকে, তদ্রূপ তাঁহারে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দেবাদিদেব বাসুদেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহার এই অভিষেককার্য্য যথাবিধি সমাহিত করিলেন। হে ঋষিগণ! এইরূপ প্রথিতি আছে, ইন্দ্রপ্রমুখ অমরবর্গ তৎকালে সমাগত হইয়া, পরীক্ষিতের আভ্যুদয়িক বিধি সম্পাদন করিয়াছিলেন। অথবা, যেখানে সর্ব্বদেবেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ উপস্থিত, সেখানে অন্যান্য দেববর্গের পদার্পণ কখন অসম্ভব ঘটনা নহে। ভগবান্ কেশব পাণ্ডবগণের গুণের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। অথবা, ভক্তের প্রতি ভগবানের দশা ও অনুকম্পা স্বভাবসিদ্ধ। প্রহ্লাদ ও ধ্রুব এবং নারদ ও অম্বরীষ প্রভৃতি ভক্তবর্গ এবিষয়ে দৃষ্টান্ত।

সে যাহা হউক, পরীক্ষিত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, যথাধর্ম্ম প্রজাপালনরূপ স্বকর্ত্তব্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং গুণের পুরস্কার ও দোষের তিরস্কার পুরঃসর এরূপ বিহিত বিধানে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন যে, অল্পকালমধ্যেই ভূতপূর্ব্ব প্রজাপাল রাজর্ষিগণের কীর্ত্তি বিলোপিতপ্রায় করিয়া, সকলভুবন-ভূষণ চন্দ্রমার ন্যায়, সকল লোকের নয়নমন হরণ করিলেন। পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিলে, লোকের যেমন প্রীতি সঞ্চরিত হয়, তাঁহাকে অবলোকন করিয়া, প্রজালোকের তদ্বৎ আহ্লাদ উপজাত হইল। তিনি সমুদায় রাজগুণে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। এইজন্য সমুদায় লোকের প্রীতিভাজন হইলেন। তাঁহার বিপক্ষপক্ষের এককালীন ক্ষয় ও মিত্রপক্ষের অতিমাত্র বৃদ্ধি হইল। প্রজারা তাঁহাকে স্ব স্ব

পিতার ন্যায়, জ্ঞান করিয়া, আন্তরিক ভক্তি ও অকৃত্রিম অনু-রাগ প্রদর্শন করিতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার এই সৎকার্য্যের সমুচিতপুরস্কারবিধানবাসনাবশংবদ হইয়া, তাঁহার রাজ্যে যাবৎপ্রয়োজন-বারিবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তজ্জন্য, তদীয় অধিকার হইতে দুর্ভিক্ষ, দিবাকর-পরিতাড়িত অন্ধকারের ন্যায়, একবারেই দূর হইল। রোগ, শোক, পরিতাপ ও অন্যান্য তদ্বিধ উপদ্রব সকলও তাহার সহিত অন্তর্দ্ধান করিল। আর কেহ অকালে বা কৃচ্ছ্র রোগে কিংবা অপঘাতে বা তৎসদৃশ অন্য বিধানে প্রাণত্যাগ করে না। স্ত্রীগণও অকালে প্রসব করে না। জনপদমাত্রেই সুখী, সুভিক্ষ ও সচ্ছন্দ; লোকমাত্রেই সন্তুষ্ট ও সমৃদ্ধিমান্, গৃহ-মাত্রেই ধনধান্যাদিতে পূর্ণ; স্ত্রীপুরুষমাত্রেই এই প্রফুল্লস্বভাব; বর্ণমাত্রেই স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালনে প্রবৃত্ত ও তজ্জন্য নিত্য সুখ-সম্পদে অলঙ্কৃত; বিদ্বান্‌মাত্রেই জ্ঞানবিশিষ্ট; ধনীমাত্রেই দাননিষ্ঠ; শক্তিশালীমাত্রেই রক্ষাকার্য্যে অভিনিবিষ্ট এবং প্রজামাত্রেই ইষ্টনিষ্ঠ ও বংহিষ্ঠ কীর্ত্তিবিশিষ্ট। শিষ্টগণের প্রভাববৃদ্ধি ও দুষ্টগণের অতিমাত্র অসমৃদ্ধি সংঘটিত হইল। নষ্টলোকের নিরতি কষ্ট উপস্থিত ও ভ্রষ্টবর্গের নিকৃষ্ট দশার শেষদশা সংঘটিত হইল। ধর্ম্ম ও সত্যের পরস্পর ঘনিষ্ঠ-ভাবে লোকের অভীষ্টসিদ্ধির আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। ইত্যাদি বিবিধ কারণে তদীয় রাজ্যের পার্থিব ভাব বিনষ্ট ও স্বর্গীয় ভাব সংনিবিষ্ট হইল। এবং তিনি কীর্ত্তিভূয়িষ্ঠ রাজশ্রেষ্ঠগণের মধ্যে বরিষ্ঠ পদে অধিবিষ্ট হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়

(ধর্ম্মনীতি রাজ-ধর্ম্মসমুচ্চয়

শৌনক কহিলেন, সূত ! তুমি চিরজীবী হও। যেহেতু, তোমার কথাসকল শুনিলে, সকল সময়েই আমাদের মনঃ-প্রীতি সমুদ্‌ভূত হয়। তাত ! মহাভাগ ধৌম্য ও যুধিষ্ঠির-প্রমুখ মহাত্মা ব্যক্তিবর্গ পরীক্ষিতকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, যে সকল ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন, অধুনা তৎসমস্ত কীর্ত্তন করুন। শুনিয়াছি, ঐ সকল উপদেশের তুল্য নাই, মূল্য নাই, এবং সুখোদ্‌ভাবকতারও সীমা নাই।

সূত কহিলেন, পরীক্ষিৎ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, পাণ্ডবগণের প্রিয়-পুরোহিত মহামতি ধৌম্য তাঁহাকে সমুচিত আশীঃপ্রয়োগপুরঃসর মধুরোদার মনোহারী বাক্যে কহিলেন, তাত ! তুমি যতই কেন বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ হও না, আমরা তোমাকে সেই বালক বলিয়াই জানি, এইজন্য, যাহা বলিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। ভগবৎপ্রসাদে তুমি যে পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছ, ইহাতে পদে পদেই অপদস্থ হইবার সম্ভাবনা। অতএব সর্ব্বদা সাবধানে অবস্থিতি করিবে। উদ্যোগই লক্ষীর ও উন্নতির মূল, জানিয়া সতত অবলম্বন করিবে। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, গুরু বা পুত্র অপরাধী হইলে, তাহাদেরও প্রতি যথাযথ দণ্ডপ্রয়োগ

করিবে। আবার, নিরপরাধ শক্রকেও পরিহার করিবে। রাজাদের ইহাই পরম ধর্ম্ম। বলবানের সহিত সন্ধি ও দুর্ব্বলের বিপক্ষে অভ্যুত্থান করিবে। দেব ও দ্বিজগণের প্রীতিবিধান করিবে। পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যসাধন করিবে। দৈবনির্ভরতা পরিহার করিবে। যেহেতু, দৈব অপেক্ষাও পুরুষকার বলবান্ ও প্রত্যক্ষফল বিধান করে। একবার কোন কার্য্য সিদ্ধ না হইলে, তাহাতে পশ্চাৎপদ হইবে না। পুনঃপুনঃ তাহার সাধনে যত্ন করিবে। কেননা, সংসার অতিবিষম স্থান। ইহাতে মানুষের সংকল্প সকল সহজে বা সহসা সিদ্ধ হয় না। তজ্জন্য পুনঃপুনঃ যত্ন করা কর্ত্তব্য। বিড়াল জাগরিত থাকিয়াই, ইন্দুর শীকার করে। এই দৃষ্টান্তে অনুদ্যোগ ত্যাগ করিবে। যেহেতু, অনুদ্যোগে অলক্ষ্মীর নিত্য অধিষ্ঠান।

বৎস! সকল কার্য্যেই সত্য ও সরলতা আশ্রয় করিবে; মিথ্যা ও ক্রূরতা ত্যাগ করিবে। ইন্দ্রিয়দিগকে সর্ব্বতোভাবে বশীকৃত করিবে; তাহাতে অক্ষয় শ্রী ও উভয় লোকেই আনন্দ লাভ করিবে। অত্যন্ত মৃদুতা বা অত্যন্ত উগ্রতা ত্যাগ করিবে। ধার্ম্মিক নরপতিই প্রজারঞ্জনে সমর্থ; ইহা অবগত হইয়া,ধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক লোকদিগের রঞ্জন করিবে। ক্ষমা ও ক্রোধ এবং মার্দ্দব ও উগ্রতা এই উভয়ের যাবৎপ্রয়োজন সেবা করিবে। কেননা, ক্ষমাশীল যেমন শক্ররও নিকট পরাজিত ও ক্রোধপরায়ণ তেমনি উদ্বেগের কারণ হইয়া থাকে। বাসনা বিসর্জ্জন ও অপরিমিত ব্যবহার বর্জ্জন করিবে।

ধৈর্য্য অবলম্বন ও চতুরঙ্গবল রক্ষা করিবে। সতত গাম্ভীর্য্যসহকারে ভৃত্যাদির সহিত ব্যবহার করিবে। তাহাদের সহিত হাস্য পরিহাস করিলে, তাহারা তোমাকে আপনাদের ক্রীড়ামৃগ করিবে। আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিয়া, প্রজালোকের সুখসাচ্ছন্দ বিধান করিবে। অনর্থক আমোদ আহ্লাদ পরিত্যাগ করিবে। যাহাকে যাহা দিতে হইবে, যথাকালেই তাহা প্রদান করিবে। বৃত্তিচ্ছেদ পরিহার করিবে।

প্রজারক্ষায় পরাঙ্মুখ রাজার নরকপাত অবশ্যম্ভাবী, ইহা অবধারণপূর্ব্বক স্বতঃপরতঃ বিহিত বিধানে প্রজালোকের রক্ষা করিবে। রাজ্যের আয়ব্যয় নিজ চক্ষে দর্শন করিবে। উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে তদ্‌ভার ন্যস্ত করিবে। রাজশাস্ত্রে মন্ত্রীর যে যে গুণ লিখিত হইয়াছে, তাদৃশ-গুণোপেত ব্যক্তিকেই মন্ত্রিপদে পরীক্ষাপূর্ব্বক বিনিয়োগ করিবে। সাবধানে বিনাশ নাই,জানিয়া, সতত অবধানসহকারে রাজ্যরক্ষা করিবে। বায়ুর ন্যায় সকল অংশে বিচরণ করিবে। ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করিবে। কুবেরের ন্যায়, কোষ সঞ্চয় করিবে। যমের ন্যায় দণ্ড প্রয়োগ করিবে। ধর্ম্মের ন্যায়, শাস্তিবিধান করিবে। মেঘের ন্যায় অজস্র দান করিবে ও সূর্য্যের ন্যায় অজস্র আদান করিবে। ন্যায়ানুসারে কর গ্রহণ করিবে। প্রজালোকের অব্যাঘাতে আত্মসুখে নির্ভর করিবে। পিতার ন্যায় পালন করিবে। মাতার ন্যায় ধারণ করিবে। ভ্রাতার ন্যায় আদর করিবে। পুত্রের ন্যায় মমতা করিবে এবং বন্ধুর ন্যায়, বিশ্বাস বন্ধন করিবে।

প্রজার সহিত উল্লিখিত বিধানে ব্যবহার করিলেই, রাজপদে চিরকাল অধিষ্ঠান করিবে।

লোভ পরিহার করিবে। তাহা না করিলে, স্বজনেরা অচিরাৎ বিনাশ করিবে। প্রজার ধন প্রাণ উভয়ই রক্ষা করিবে। স্বকীয় পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিলে, কেহই পরাস্ত বা পর্য্যুদস্ত করিতে পারে না। সূর্য্য স্বপদে অধিষ্ঠান করেন। এইজন্য, কোন কালেই তাঁহার ক্ষয় নাই। ইহাই চিন্তা করিয়া, স্বকীয় পদমর্য্যাদা রক্ষা করিবে। যথাসময়ে শস্যাদি সংগ্রহ করিবে। পণ্ডিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের সহিত সতত অবস্থান করিবে। যাহাদিগকে লইয়া রাজ্য করিতে হয়, সেই সৈন্যাদির হর্ষ সমুৎপাদন করিবে। সৎকার্য্যের পুরস্কার ও অসৎকার্য্যের তিরস্কার করিবে। মিষ্ট কথায় কার্য্যসাধনের চেষ্টা করিবে। কটুবাদিতা ও জিহ্মভাষিতা ত্যাগ করিবে। পরপক্ষের ভেদসাধন করিবে। পুরুষকার প্রদর্শন করিবে। কোষ বৃদ্ধি করিবে। নগররক্ষা করিবে।

পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করাই রাজার পরম ধর্ম্ম। যে রাজা ঐরূপে প্রজাপালন করেন, তাঁহার অক্ষয় লোকসকল লাভ হইয়া থাকে। তথাহি, পৃথিবী অরাজক হইলে, যেমন বহুবিধ দোষ ও উপদ্রবের আবির্ভাব হয়, রাজা অত্যাচারী হইলে, তদ্রূপ মহাপ্রলয় ঘটিয়া থাকে। অধর্ম্মপরায়ণ দুরাচার রাজা বেণ ইহার দৃষ্টান্ত। তাঁহার অধিকারে প্রজালোকের দুর্গতির একশেষ উপস্থিত হইয়াছিল। ফলতঃ, নরপতিগণ প্রধান দেবতা বিষ্ণুর অংশ। রাজার

দণ্ডেই নীতি ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। বৎস! বিধাতা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য ও শূদ্র প্রধানতঃ এই বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের অনন্যসাধারণ কতিপয় বিশেষ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তদনুসারে ইন্দ্রিয়সংযম ও বেদাধ্যয়ন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, সৎপথে অর্থোপার্জ্জন ও পশুপালন বৈশ্যের ধর্ম্ম; বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা শূদ্রের ধর্ম্ম; আর দান, অধ্যয়ন, যজন ও প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। এইরূপ, রাগদ্বেষাদি-পরিবর্জ্জন, সত্য বাক্য, ন্যায়ানুসারে ধনবিভাগ, ক্ষমা, সারল্য, পোষ্যবর্গের পোষণ, পবিত্রতা ও বিবাহিতা স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন, এই কয়টী বর্ণসাধারণ ধর্ম্ম।

এইপ্রকার নিয়মানুসারে পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া, প্রজাপালন ও শত্রু দমন করেন, তিনিই রাজপদের উপযুক্ত ও ক্ষত্রিয় শব্দের যোগ্যপাত্র। পুনশ্চ, বানপ্রস্থবিধানে ব্রহ্মসাধন করিলে, ব্রাহ্মণের, স্ব স্ব ধর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিলে বৈশ্য ও শূদ্রের এবং যুদ্ধে শত্রুজয় ও তদ্দ্বারা প্রজালোকের রক্ষা করিলে, ক্ষত্রিয়ের মুক্তিলাভ ও স্বর্গপ্রাপ্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব বর্ণমাত্রেরই স্বধর্ম্মপরিপালন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। না করিলে, অবশ্যম্ভাবী প্রত্যবায় সংঘটিত ও নরকদ্বার উদ্ঘাটিত হয়, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিধাতা প্রথমেই ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন। এই কারণে ক্ষাত্রধর্ম্মের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। দেখ, রাজা যদি না থাকেন, অথবা যথাবিধানে শাসন না করেন, তাহা হইলে, দস্যুতস্করাদির উপদ্রবে সমস্ত জনপদ রসাতলগামী হইবার

উপক্রম হয়। রাজার দণ্ডভয়েই পাপ প্রবেশ করিতে পারে না। বলিতে কি, রাজা সাক্ষাৎ মহেশ্বরের ন্যায়, লোকমর্য্যাদা রক্ষা ও ধর্ম্মস্থিতি বিধান করেন। তাঁহার অর্জ্জিত অর্থে বিবিধ কল্যাণ সমুদ্ভূত ও পৃথিবী সুরক্ষিত হইয়া থাকে। যাহার ধন নাই, সে জীবন্মৃত; যাহার ধন আছে, সেই জীবিত। রাজারা ধনশালী, তদ্দ্বারা ধর্ম্মলাভ করেন, অতএব তাঁহারাই জীবিত। পুনশ্চ, যাহার ধন নাই, তাহার কিছুই নাই; যাহার ধন আছে, তাহার বলবুদ্ধি সকলই আছে। রাজারা ঐ কারণেই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ ও বুদ্ধিমান্। তাঁহাদের কোন বিপদ্ নাই। তাঁহাদের মুক্তিদ্বারও প্রশস্ত।

বৎস! যাহা বলিলাম, সংক্ষিপ্ত হইলেও, পর্য্যাপ্ত। অতএব মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া, তদনুসারে রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হও। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান্‌কে অধিক উপদেশ করা বাহুল্য। তথাপি, একদেশমাত্র প্রদর্শন করিলাম।

অষ্টম অধ্যায়।

আপদ্ধর্ম্ম সমুচ্চয়।

সূত কহিলেন, ধৌম্য এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে, মহাভাগ দেবর্ষি নারদ সহাস্য আস্যে সুমিষ্ট বাক্যে পরী-ক্ষিতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তাত! তুমি দেবাদি-

দেব বাসুদেবের ভাগিনেয় মহাত্মা অভিমন্যুর সুযোগ্য ও সুজাত পুত্র। এই কারণে আমাদের বিশেষ প্রীতি ও ও মমতার পাত্র। বিশেষতঃ, আমরা সত্য ও ধর্ম্মের সর্ব্ব-কাল বন্ধু। সেই সত্য ও ধর্ম্ম তোমাতে প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে তুমি আমার সবিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগের আধার। ইত্যাদি বহুবিধ হেতুযোগ বশতঃ তোমারে স্বপদসমুচিত কতি-পয় উপদেশ কথা বলিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে, এই সকল উপদেশ বিশেষ-কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

তাত! যাহারা কৃতঘ্ন, যাহারা পাপাত্মা ও যাহারা মিত্র-দ্রোহী, তাহাদিগকে সর্ব্বথা ত্যাগ করিবে। আপৎকাল উপস্থিত হইলে, সর্ব্বপ্রকার অপকর্ম্ম করিয়াও, আত্মার রক্ষা করিবে। কেননা, আত্মা রক্ষিত হইলে, সমুদায় সুর-ক্ষিত হয়। এক দেশ ত্যাগ করিলে, যদি অন্যান্য দেশ সমস্ত রক্ষিত হয়, তাহা হইলে, তাহাই করিবে। দেশ, কাল ও পাত্র এবং আপনার বলাবল বিবেচনা করিয়া, কার্য্য করিবে। প্রবল শত্রুর প্রতি বিশ্বাস না করিয়া, সর্ব্বদা সাবধানে তাহার সহিত ব্যবহার করিবে। দীর্ঘসূত্রিতা ত্যাগ করিয়া, সকল কার্য্যেই সত্বরতা অবলম্বন করিবে। সর্ব্বতো-ভাবে সত্যধর্ম্মের রক্ষা করিবে। একাকী ভোগ না করিয়া, বিভাগপূর্ব্বক ধনভোগ করিবে। সংসারে আপদ্‌ঘটনা একান্ত সুলভ ও অসহজ ভাবিয়া, বিশেষতঃ, রাজপদ বিপ-দের আস্পদ চিন্তা করিয়া, সতত স্বতঃপরতঃ সাবধানে অব-স্থান করিবে। প্রজার ধনপ্রাণের প্রভু হইয়াছি; ইহা বিধা-

তার সাক্ষাৎ অনুগ্রহ, ভাবিয়া; যাহাতে সেই অনুগ্রহ চির-কাল ভোগ হয়, তৎপ্রতি সর্ব্বদা মনোযোগ বিধান করিবে। প্রজার সুখসাচ্ছন্দ্যের অব্যাঘাতে করগ্রহণপুরঃসর চিরকাল নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবে। ধনহীন রাজার শ্রী ও বল উভয়ই বিনষ্ট ও ভ্রষ্ট হইয়া থাকে; ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়া, কোষ, বল ও মিত্রপক্ষের বর্দ্ধন করিবে। প্রজা ধনহীন হইলে, রাজাকে বিপন্ন হইতে হয়; ইহা স্নিদ্ধ বাক্য ভাবিয়া, সতত প্রজার ধনরক্ষণের চেষ্টা করিবে। স্বরাজ্য ও পররাষ্ট্র হইতে অর্থ আহরণ করিবে। কোষসংগ্রহসময়ে দয়াপর বা নৃশংসবৃত্তি না হইয়া, মধ্যমভাব অবলম্বন করিবে। আপনার প্রশংসা ও পরের নিন্দা ত্যাগ করিবে। নির্দ্দোষীকে পরিহার ও দণ্ডার্হের দণ্ডবিধান করিবে। ব্রহ্মস্বহরণপ্রবৃত্তি বিসর্জ্জন ও দণ্ডার্হের দণ্ড করিয়া, ধনসঞ্চয় করিবে। আপ-নাকে দুর্ব্বল বোধ হইলে, বেতসলতার ন্যায়, নম্রভাব ধারণ করিয়া, বলবান্ শত্রুকে বশ করিবে। এবং বলবান্ বোধ হইলে, তেজঃপ্রকাশপুরঃসর শত্রুজয়ে চেষ্টা করিবে। গ্রামাদিপ্রদানপূর্ব্বক লুব্ধপ্রকৃতি রাজার সহিত সন্ধি ও মিত্রতা করিবে। শত্রু প্রবলকক্ষ ও শুদ্ধমতি হইলে, তাহার সহিত তৎক্ষণাৎ সন্ধি করিয়া, আপনারে রক্ষা করিবে। আপৎকাল উপস্থিত হইলে, কোন রূপেই ব্যাকুল না হইয়া, উপস্থিত বুদ্ধি ও ধৈর্য্য সহকারে তাহার পরিহার চেষ্টা করিবে।

নবম অধ্যায়

মোক্ষধর্ম্মসমুচ্চয়।

সূত কহিলেন, দেবর্ষি নারদ এইপ্রকার উপদেশ প্রদান-পূর্ব্বক বিনিবৃত্ত হইলে, মহাতপা লোমপাদ পিতৃনির্ব্বিশেষ-প্রীতিপ্রদর্শনপূর্ব্বক পরীক্ষিতকে কহিলেন, তাত! রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্মের ন্যায়, মোক্ষধর্ম্মেও অভিজ্ঞতা লাভ করা তোমার ন্যায়, সাধারণ-লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য পরম ধর্ম্ম; না করিলে, প্রত্যবায়লাভের সম্ভাবনা। তুমি যে পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, ইহাতে প্রলোভন অনেক। সেই প্রলোভন অতিক্রম করা সহজ বুদ্ধির কর্ম্ম নহে। এইজন্য, নিবৃত্তিধর্ম্মের সেবা করা কর্ত্তব্য।

তাত! সংসারের কিছুই কিছু নহে। কালে সকলই লয় পাইবে। কিছুই থাকিবে না। তুমি আমি, রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, দুর্ব্বল সবল, উচ্চ নীচ, সকলই নামমাত্র। একজন দীন দরিদ্রের অতিতুচ্ছ জঘন্য পদ ও অতীবহীনাবস্থ পর্ণকুটীর যেমন, তোমার এই অত্যুন্নত রাজপদ ও এই অত্যুচ্চ রাজপ্রাসাদও তেমন, ক্ষণভঙ্গুর। তোমার এই অগণিত হয় হস্তী ক্ষণমধ্যেই লয় পাইতে পারে। তোমার এই অতুলিত দাস দাসী নিমেষমধ্যেই ক্ষয় পাইতে পারে।

তোমার এই অগণ্য যান বাহন মুহূর্ত্তমধ্যেই বিনাশ পাইতে পারে। অথবা তোমার এই অসীম বিষয়বিভব ক্ষণমধ্যেই ক্ষয় পাইতে পারে। এই রূপে তুমিও এই মুহূর্ত্তে বিনাশ পাইতে পার। তুমি মরিবে, অবশ্য মরিবে; ইহা যেমন স্থির নিশ্চয়, এমন আর কিছুই নহে।

পুনশ্চ, সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ; রাজা বল, বল, প্রজা বল, কোন অবস্থারই স্থিরতা নাই। অস্থির সংসারে সকলই অস্থির; বাল্যের পর যৌবন, যৌবনের পর বার্দ্ধক্য এবং বার্দ্ধক্যের পর মৃত্যু; এই নিয়মে সংসার পরিবর্ত্তিত ও পরিচালিত হইতেছে। ইচ্ছা করিলে, বল প্রকাশ করিলে,ক্রন্দন করিলেঅথবা করুণা প্রকাশ করিলে, কিছুতেই এই নিয়মের অন্যথা বা ব্যভিচার হয় না। পিতা মাতাই ক্রন্দন করুন, স্ত্রী পুত্রই বিলাপ করুক এবং আত্মীয় বান্ধবেরাই বা শোক করুন; মৃত্যু কিছুতেই ভুলিবার বা ছাড়িবার নহে। তুমি শত শত প্রহরী বা রক্ষির মধ্যে সশস্ত্রে বাস কর আর নাই কর, মৃত্যুর হস্ত পরিহার করিতে পারিবে না। তোমার পিতা অভিমন্যু স্বয়ং দেবাদিদেব বাসুদেবের ভাগিনেয়; সাক্ষাৎ অনন্তরূপী বলদেবের পরম-প্রিয়পাত্র; ভুবনে অদ্বিতীয় বীর ধনঞ্জয়ের স্নেহভাজন পুত্র; সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার যুধিষ্ঠিরের প্রাণাপেক্ষাও অনুরাগময় এবং স্বয়ং বীররসের অবতার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তথাপি মৃত্যুর হস্ত অতিক্রম করিতে পারিলেন না। অথবা, বীর হউক বা না হউক, যোদ্ধা হউক বা না হউক, সহায়শালী হউক বা না হউক, লোকের স্নেহভাজন

হউক বা না হউক, সকলেরই এই দশা। মৃত্যু সকলকেই আজি বা দশদিন পরেই হউক, অবশ্য গ্রহণ করিবে।

ইত্যাদি চিন্তা করিয়া, তুমি একমাত্র ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির অভিলাষ করিবে। ব্রহ্মই সত্য, আর সকলই মিথ্যা। ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না। সংসারের যাহা কিছু, সমস্তই ব্রহ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; আবার, ব্রহ্মেই লয় হইয়া থাকে। চিরকালই এইরূপ হইতেছে, হইয়াছে ও হইবে। পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ এবিষয়ে যে উপদেশ করিয়াছেন, শ্রবণ কর।

তাত! আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, পুনরায় কোথায় গমন করিব? আমি কি চিরকালই এইরূপ আমি থাকিব? আমার এই ধন জন সম্পদ্, এই বিষয় বিভবই বা কোথা হইতে কিরূপে আসিয়াছে, পুনরায় কোথায়ই বা যাইবে? চিরকালই কি এইরূপ থাকিবে? ইহাদের কি বিনাশ নাই? আমার পূর্ব্বে কত ব্যক্তি সংসারে আসিয়াছে? তাহাদের কি সকলেই আছে, না, গিয়াছে? এই রূপে চির-কালই আসিতেছে ও যাইতেছে। যে যাইতেছে, সে আর আসিতেছে না। কোথায় যাইতেছে? অতএব আমিও কি আর এই রূপে থাকিব? আমাকেও কি অবশ্য যাইতে হইবে না? যে নিয়ম সকলের প্রতি, সে নিয়ম আমারও প্রতি। অতএব সকলকেই যদি মরিতে হয়, আমাকেও তবে অবশ্য মরিতে হইবে? এই আমার সম্মুখে প্রতিদিন শত শত ব্যক্তি মরিতেছে, মরিয়াছে ও এই রূপে অবশ্যই মরিবে। এতদ্বিধায় আমাকেও মরিতে হইবে। এবিষয়ে

কোনরূপ সন্দেহ বা অন্যথাপত্তির সম্ভাবনা নাই। এই-রূপে প্রতিদিন আলোচনা করা ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য-কর্ত্তব্য পরম ধর্ম্ম। এইরূপ আলোচনাকেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বলিয়া থাকে।

তাত! তুমি ইত্যাকার পর্য্যালোচনা করিয়া, সর্ব্বদা সাবধানে অবস্থিতি করিবে। রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছ, ভাবিয়া, কখনই অন্ধ অভিমানের বশীভূত হইয়া, উৎপথে পদার্পণ করিও না। তুমি রাজা হইলে, মৃত্যুজয়ী হইলে, মনে করিও না। প্রত্যুত, রাজা হইলে, বলিয়া, অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা মৃত্যুর অধিকবশতাপন্ন হইলে। রাজাদের বিপক্ষ পদে পদেই। খাইতে, বসিতে, শুইতে ও চলিতে, ফলতঃ সকল অবস্থাতেই রাজাদের সাবধানে থাকিতে হয়। অতএব যাহাতে শত্রুপক্ষের হ্রাস হইয়া, মিত্রপক্ষের বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিবে। রাজা প্রজা সকলেই সমান ভাবিয়া, পরের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করিবে। আপনার দুঃখে অন্যের দুঃখ অনুভব করিয়া, সর্ব্বদা সুখোৎপাদনের চেষ্টা করিবে; এবং ব্রহ্মই সর্ব্বস্ব ও উপাস্য ভাবিয়া, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

আজি হইতে তুমি লোকের দণ্ডমুণ্ডের প্রভু হইলে। কিন্তু তোমারও দণ্ডমুণ্ডের প্রভু ও কর্ত্তা একজন আছেন। তুমি যেভাবে ও যেরূপে লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তৃত্ব করিবে, তিনিও সেইরূপে তোমার দণ্ডমুণ্ডের প্রভুত্ব করিবেন। বৎস! তুমি যদি বৃথা অভিমানে অন্ধ হইয়া, অকারণ প্রজালোকের পীড়ন কর, তিনিও তোমাকে ততোধিক পীড়ন করিবেন।

এইরূপে আঘাত দিলেই আঘাত পাইবে। ইহারই নাম ঘাতপ্রতিঘাত। সাবধান, যেন এইপ্রকার দুর্ব্বিষহ ঘাত-প্রতিঘাতে পতিত হইয়া, চিরকালের জন্য নষ্ট হইতে না হয়।

বিষয়পিপাসা দমন করিয়া, অধ্যাত্মজ্ঞানমার্গসহায়ে ব্রহ্মপদে আরোহণ চেষ্টা করিবে। এই ব্রহ্মপদই সাক্ষাৎ নির্ব্বাণমুক্তি। তাত! কুরুপাণ্ডব-সমরের কথা চিন্তা কর। কত রাজা, কত মহারাজ, কত চক্রবর্ত্তী, কত সম্রাট্, কত রাজর্ষি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। অতএব মৃত্যু স্থিরতর, ভাবিয়া, এবং ব্রহ্মই সত্য, অবধারণ করিয়া, স্বতঃপরতঃ তল্লাভে কৃতযত্ন হও। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই এক, ভাবিয়া, বৈরাগ্যযোগসহায়ে মনকে স্থির ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়া, বিফল বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া, আত্মাকে সেই ব্রহ্মপদে অধিষ্ঠিত কর। আত্মায় আত্মার যোগ হইলে, আত্মভাব সমুপস্থিত হইয়া, মুক্তিপদ সংঘটন করিলে, আর কখনও যাতায়াত ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না।

সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই, সত্যের সমান তপস্যা নাই, সত্যের সমান পুণ্য নাই এবং সত্যের সমান বন্ধু নাই। সত্যই স্বর্গ ও অপবর্গলাভের উপায় এবং সত্যই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। এই রূপ, মিথ্যার সমান পাপ নাই, মিথ্যার সমান তাপ নাই, মিথ্যার সমান ক্লেশ নাই ও মিথ্যার সমান সাক্ষাৎ অনর্থ নাই। মিথ্যা হইতেই নরকের উৎপত্তি ও বন্ধন সংঘটিত হয়। ইত্যাকার-বিচার-সহকার-সহায় হইয়া,

সর্ব্বতোভাবে অন্ধকারস্বরূপ ও নরকস্বরূপ, মিথ্যার পরিহারপুরঃসর অদ্বিতীয়ব্রহ্মস্বরূপ ও নির্ব্বাণসুখস্বরূপ সত্যের সেবা করিবে। তাহা হইলে, রাজারও রাজা হইতে পারিবে এবং চিরকাল অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিবে।

শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, দান, ধ্যান ও যজ্ঞাদি দ্বারা বহু বিলম্বে মোক্ষলাভ হয়; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সহায় হইলে, এক কালেই মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই দেহ মলমূত্রপূর্ণ, পূযশ্লেষ্মার আধার ও কৃমিকীটসংকুল এই রূপে এই দেহের কিছুই সার বা সুখের নাই। যাবৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে মোক্ষলাভ না হয়,তাবৎ বারংবার এই দেহযোগ ভোগ ও তজ্জন্য অতিমাত্র ক্লেশ অনুভব করিতে হয়। সমুদায় লোককে নরক ভাবিয়া, সাংসারিক সুখকে অসুখ ভাবিয়া, স্ত্রীপুত্রাদিকে সাক্ষাৎ বন্ধন ভাবিয়া, বিষয়বিভবকে মুক্তির অন্তরায় ভাবিয়া, এই দেহকে বিষম ভার ভাবিয়া, মমতা ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বত্র বীতরাগ হইয়া,একমাত্র ব্রহ্মের ভাবনা করিবে এবং রাগদ্বেষাদিকে বিষম শত্রু ভাবিয়া, অহংকার ও অভিমানাদিকে দারুণ রিপু ভাবিয়া এবং বিষয়তৃষ্ণাকে ঐকান্তিক অন্তরায় ভাবিয়া, পরিব্রাজকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, ব্রহ্মোদ্দেশে অনবরত ভ্রমণ ও আচরণ করিবে। কর্ম্মই কামের আত্মা ও জ্ঞানই মোক্ষের মূল। কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলে, পুনঃপুনঃ জন্মযন্ত্রণা অনুভব করিতে হয়। কর্ম্মীর মুক্তি নাই। সে কর্ম্মের ফলস্বরূপ জন্মজন্ম সুকৃতি ও দুষ্কৃতি জন্য সুখদুঃখাদি ভোগ করে এবং বারংবার জাত ও উপরত হইয়া থাকে। ফলতঃ, ইষ্টানিষ্টত্যাগ হইলেই, মুক্তি-

লাভ হয়। তদ্বিপরীত হইলে, বন্ধন ও নিরয়প্রাপ্তি সংঘ-টিত হইয়া থাকে। বৎস! তোমার নিকট এই সংক্ষেপে মোক্ষধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। প্রার্থনা করি, ইহাতেই তোমার শোকবিনাশ হউক।

দশম অধ্যায়।

দানধর্ম্ম সমুচ্চয়।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহামনা ও মহাতপা লোমপাদ এইপ্রকার উপদেশপ্রদানপুরঃসর বিনিবৃত্ত হইলে, মহর্ষি দেবল যথাবিধি আশীঃপ্রয়োগসহকারে সমুচিত অভিনন্দন ও সভাজনপুরঃসর পরীক্ষিতকে প্রীতিপূর্ণ বাক্যে কহিলেন, তাত! ত্বদীয় পিতৃবংশ ধর্ম্মাদি নানাকারণে সবিশেষ বিখ্যাত ও প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে। প্রার্থনা করি, তুমিও তদ্বৎ ধার্ম্মিক হইয়া, বংশগৌরব রক্ষা কর। সেই পুত্রই সৎ-পুত্র, যে পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল করে; সেই দানই দান, যাহাতে কোনপ্রকার স্বার্থ নাই; সেই বিদ্যাই বিদ্যা, যাহা দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় এবং সেই রাজাই রাজা, যিনি যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করেন। প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ করি, তোমাতে যেন এই সকলের কোন কালেই কোন রূপে অন্যথা না হয়।

বৎস! তুমি অদ্য যে পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইহা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অনুগ্রহ; সচরাচর সকলের ভাগ্যে সম্ভব হয় না। এই পদে দায়িত্ব অনেক। এইজন্য সকল বিষয়েই

অভিজ্ঞতালাভ কর্ত্তব্য। এতদ্‌বিধায় যাবৎপ্রয়োজন দানাদি-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

স্বজন, অভ্যাগত, ব্রাহ্মণ,দেশবিপ্লববশতঃ হৃতদার, হৃত-সর্ব্বস্ব, ব্রতনিরত, উপদ্রুত, শত্রু হইতে ভীত, ধর্ম্মনিষ্ঠ, হীন, ক্ষীণ, বলহীন ও দরিদ্র; সচরাচর এই সকল ব্যক্তিই দানের উপযুক্ত। অথবা, দয়া হইলে, যাহাকে তাহাকে দান করা যাইতে পারে, এবিষয়ে পাত্রাপাত্রবিচারণা নাই। পান, ভোজন, আসন, বসন, শয়ন, ভূমি এই কয়টীই উৎকৃষ্ট দান-মধ্যে পরিগণিত। আর, বিদ্যাদান সকল দানের শ্রেষ্ঠ। বৎস! তুমি অবসর পাইলেই, দান করিবে। দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই। গয় ও অম্বরীষ এবং উশীনর ও মান্ধাতাদি মহাভাগ ব্যক্তিবর্গ যথাবিধি দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, স্বর্গে গমন ও শ্রেষ্ঠপদে অধিরোহণ করিয়াছেন। অথবা, চণ্ডালও দানধর্ম্মনিরত হইলে, উৎকৃষ্ট বা বিশিষ্ট গতি লাভ করে। দানের ফল প্রত্যক্ষ। যাহাকে দান করা যায়, সে ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গেই আশীর্ব্বাদ করে, এবং আন্তরিক প্রীতিপ্রদর্শন করিয়া থাকে। তাহাতে দাতার মন আহ্লাদিত হইয়া উঠে। ইহাই প্রত্যক্ষ ফল। পরোক্ষ ফল পরলোকে সুখবাস।

কাহারও বৃত্তিচ্ছেদ করিবে না, বন্ধুবিচ্ছেদ বা স্ত্রীবিচ্ছেদ করিবে না এবং আশা দিয়া কাহার ছেদ করিবে না। কাহা-রও প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবে না। দুষ্কর্ম্ম দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে না। বেদ বিক্রয় করিবে না। ধনসত্ত্বে দান করিতে কৃপণতা করিবে

না। বিনাদোষে উপাধ্যায় বা ভৃত্যবর্গকে ত্যাগ করিবে না। দুর্ব্বলের পীড়ন বা সবলের সহিত বিবাদ করিবে না। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, আতুর এবং তৎসদৃশ অন্যান্য ব্যক্তি-দিগকে অনাদর বা পরিবর্জ্জন করিবে না। ব্রাহ্মণের ও দরিদ্রের পীড়ন করিয়া, দান করিবে না। পিষ্টের পেষণ ও মৃতের উপর খড়্গাঘাত করিবে না। লঘুপাপে গুরুদণ্ড করিবে না। অভ্যাগত ও শরণাগতের পরিহার করিবে না। আত্মশ্লাঘা বা ভান করিবে না।

কায়িক, বাচিক ও মানসিক,এই ত্রিবিধ পাপ। তন্মধ্যে পরহিংসা, চৌর্য্য ও পরস্ত্রীগমন এই তিনটী কায়িক পাপ; অসৎ আলাপ, নিষ্ঠুর বাক্য, মিথ্যা কথা ও পরপরিবাদ এই কয়টী বাচিক পাপ এবং পরদ্রব্যে লোভ, পরের অনিষ্ট-চেষ্টা ও বেদে অশ্রদ্ধা ইত্যাদিকে মানসিক পাপ বলে। সর্ব্বতোভাবে এই ত্রিবিধ পাপ পরিহার করিবে। তাহা হইলে, উভয়লৌকিক সুখসমৃদ্ধি লাভে সমর্থ হইবে।

শ্রদ্ধাই পবিত্রতার মূল এবং অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ক্ষমা, আনৃশংস্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সরলতা এই কয়টীই ধর্ম্মের লক্ষণ। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, পুত্রস্নেহ, বন্ধুপ্রীতি ও পত্নী-প্রণয় ইত্যাদিও ধর্ম্মনামের যোগ্য। কেননা, এই সকল লৌকিক যাত্রার উপায় এবং পরলোকেও শুভাবহ।

ভানকারীকে দান করিবে না। শঠকে আশ্রয় দিবে না। অসতের সঙ্গে থাকিবে না। চৌরের পরিহার করিবে না। দয়ালু হইবে, ক্ষমাপর হইবে, সহিষ্ণু হইবে, প্রিয়ভাষী হইবে, মিতাচারী হইবে এবং সত্যনিষ্ঠ হইবে। যাহা কিছু

ভাল, তাহারই আদর করিবে এবং যাহা কিছু মন্দ, তাহা-রই পরিহার করিবে। ভাল ক্ষুদ্র হইলেও, মহান্ এবং মন্দ মহান্ হইলেও ক্ষুদ্র, ভাবিয়া,সাবধানে উভয়ের পরিগ্রহ ও অপরিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবে। বিষয়বৈরাগ্যই মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা এবং বাক্শুদ্ধিই সাক্ষাৎ বশীকরণ।

পূর্ব্বাহ্নে অর্থোপার্জ্জন, মধ্যাহ্নে সঞ্চয় ও অপরাহ্নে ভোগ করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের যথাযথ সেবা করিবে। ভিক্ষুককে আহ্বান করিয়া, প্রত্যাখ্যান করিবে না। রহস্যভেদ করিবে না। মর্ম্মচ্ছেদ করিবে না। সৎকার্য্যের ব্যাঘাত করিবে না। অসৎকার্য্যে উত্তেজনা করিবে না। আপনাকে বলবান্ ভাবিয়া দুর্ব্ব-লের পীড়ন করিবে না। অন্ধ, পঙ্গু ও জড়ের সর্ব্বস্ব হরণ করিবে না। বালক, বিধবা ও শরণাগতের মোষণ করিবে না। পরিজন ও ভৃত্যদিগকে ক্লেশ প্রদান করিবে না। ক্ষুধার্ত্তের আহার হরণ বা তৃষ্ণার্ত্তের জলপান রোধ করিবে না।

স্ত্রী ও মদ্য অপেক্ষা মোহজনকতা অন্য কোন বস্তুতেই নাই। এইজন্য, মদ্য পান করিবে না, দান করিবে না ও গ্রহণ করিবে না। ঋতুকাল না হইলে, স্ত্রীসঙ্গ করিবে না।

অহিংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই এবং ধর্ম্ম অপেক্ষা যথার্থ বন্ধু নাই। এই রূপ,সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সহায় ও আশ্রয়ও আর লক্ষিত হয় না। অতএব তুমি স্বতঃ পরতঃ এই তিনের সেবা করিবে। যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই

জয় এবং যেখানে সত্য, সেইখানেই সদগতি জানিবে। এবিষয়ে তোমার জ্যেষ্ঠ পিতামহ যুধিষ্ঠিরই শ্রেষ্ঠ বা বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। দুর্য্যোধন সহায়সম্পন্ন হইলেও, পাপবশতঃ পরাজিত হইয়াছে।

এই সকল বিবেচনা করিয়া, তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মপথে, মোক্ষপথে, জ্ঞানপথে ও ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত হইবে। সাবধান, কোন মতে যেন তোমা হইতে এই পবিত্র রাজপদ দূষিত ও সুপ্রথিত পাণ্ডববংশ কলঙ্কিত না হয়।

একাদশ অধ্যায়।

পরীক্ষিতের মৃগয়া।

শৌনক কহিলেন, সূত! তুমি শুভ ক্ষণেই মহামতি বেদব্যাসের নিকট শিক্ষিত হইয়াছ। তোমার কথাসকল অমৃত অপেক্ষাও আনন্দজনক ও প্রীতিপ্রদ এবং অন্তরাত্মার পূর্ণসুখ সমুদ্ভাবন করে। এই কারণে বারংবার শ্রবণ করিতে অভিলাষ জন্মিতেছে। অতএব পুনরায় হরিগুণগাথা কীর্ত্তন কর।

সূত কহিলেন, ভগবন্! ঋষিগণ এইপ্রকার উপদেশ ও সভাজনাদি করিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলে, এবং যুধিষ্ঠিরও উপযুক্ত পৌত্রের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া, নিশ্চিন্ত হৃদয়ে ব্রহ্মমার্গের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে, মহাভাগ পরীক্ষিত যথাবিধানে উল্লিখিত রূপে রাজ্যশাসন

করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুন্দর শাসনগুণে সমগ্র বসুন্ধরা স্বল্পসময়মধ্যেই সুখসৌভাগ্যে সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল। তিনি কলিকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়া, লোকের মুক্তিমার্গ পরিষ্কৃত করিলেন। ধর্ম্ম পূর্ণভাবে তদীয় রাজ্যে প্রবর্ত্তিত হইল।

ক্রমে মহর্ষি পর্ব্বতের শাপাবসানসময় সমুপস্থিত হইল। যাঁহারা কায়মনে সর্ব্বদাই ব্রহ্মবিষয়ের আলোচনায় জীবন-যাপন করেন; ধর্ম্মই যাঁহাদের সহায় সম্পদ, তাদৃশ মহা-ভাগ মহাপুরুষগণ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অনুগৃহীত। হে দ্বিজো-ত্তমবর্গ! তাঁহারা যাহা বলেন বা ভাবেন, কোন কালে কোন মতেই তাহার অন্যথা হয় না। এমন কি, ইন্দ্রের বজ্রও ব্রহ্মদণ্ডের নিকট পরাস্ত হয়। দেখুন, মহর্ষির বাক্য-মাত্রে দেবরাজের বজ্রসহিত হস্তও স্তম্ভিত হইয়াছিল; সামান্যপ্রাণ পরীক্ষিতের কথা আর কি বলিব? বিশেষতঃ, যে সময়ের যে ঘটনা, তাহা অবশ্যই হইবে। কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না। এবিষয়ে রাজা প্রজা প্রভেদ নাই।

মহাভাগবত পরীক্ষিত কিছুদিন সুখসচ্ছন্দে নির্ব্বিবাদ রাজ্য শাসন করিলেন। অনন্তর ঋষিশাপের অবশ্যম্ভারিতা বশতঃ, নিয়তির অপরিহার্য্যতা প্রযুক্ত, ভবিতব্যতার দুরতি-ক্রমনীয়তা বশতঃ, তত্তৎ ঘটনার অনভিভাব্যতা প্রযুক্ত, কিংবা অদৃষ্টের অখণ্ডনীয়তা বশতঃ কোন সময়ে তিনি চতুরঙ্গিণী সেনাসহায় হইয়া, মৃগয়ায় গমন করিলেন। হায়, মানুষের অসারতা, ক্ষুদ্রতা ও জঘন্যতা দেখুন! সে কোন্

সময়ে কি রূপে মরিবে, তাহা জানে না বা বলিতে পারে না! এমন কি, সে এই মুহূর্ত্তে মরিবে; কিন্তু ক্ষণপূর্ব্বেও তাহার কিছুই জানিতে পারে না। অনেকে কথা কহিতে কহিতে বা এই বসিয়া আছে, মরিয়া গেল; কিন্তু অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে তাহার কিছুই জানিতে পারে না। মানুষ পশুর সমান, ইহাই তাহার প্রমাণ। অথবা মানুষ পশুরও অধম। কেননা, পশু অপেক্ষা জ্ঞানবিজ্ঞানাদিসম্পন্ন হইলেও, সে মৃত্যুবিষয়ে পশুর সমান অনভিজ্ঞ। ভগবন্! পরীক্ষিত যদি জানিতেন, অদ্য আমি ব্রহ্মশাপে পতিত হইব, তাহা হইলে, কখনই সেদিন মৃগয়ায় গমন করিতেন না। পতঙ্গ যে প্রজ্বলিত পাবকে পতিত হয়, না জানিয়াই পতিত হয়। মানুষও এইরূপ অনেক সময় না জানিয়াই, বিপদে পতিত হইয়া থাকে। পরীক্ষিতের তাহাই ঘটিয়াছিল।

তিনি সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধযোগবিশিষ্ট, শিষ্টপ্রধান, প্রধানপুরুষবিশেষজ্ঞ, মহর্ষি শমীকের শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদের অনতিদূর পদে প্রতিষ্ঠিত কোন অরণ্যানীতে গমন করিয়া, অতিমাত্র উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে মৃগ, মহিষ ও বরাহাদি বিবিধ পশু সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তদীয় খরতর শরনিকর প্রভাকর-কর-প্রকর প্রতিচ্ছন্ন ও চতুর্দ্দিক্ সমাকীর্ণ করিয়া, প্রচণ্ড বজ্রখণ্ডবৎ পতিত হইতে লাগিলে, বনান্তবিহারী জন্তুগণ নিতান্তই অন্ত ভাবিয়া, একান্ত উদ্ভ্রান্ত ও অত্যন্ত অশান্ত অন্তঃকরণে চীৎকারপুরঃসর ইতস্ততঃ সবেগে পলায়মান হইল। তদ্দর্শনে তাঁহার আগ্রহ ও উৎসাহ

আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি দ্বিগুণপুরুষকারপ্রদর্শনপুরঃসর হিংসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কোন মৃগকে সবেগে বাণবিদ্ধ করিলেন। ঐ মৃগই তাঁহার কাল হইল। সে বাণবিদ্ধ হইয়াই, তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। তাহার প্রাণের ভয় হইয়াছিল, এই জন্য সে নিমিষমধ্যেই রাজার দৃষ্টিপথ পরিহার করিল। রাজারও অতিমাত্র আবেগ উপস্থিত হইয়াছিল। এইজন্য তিনিও প্রাণপণে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন; কোন মতেই তাহার পদবী পরিহার করিলেন না। তাহাকে দেখিতে না পাইলেও, সে যেদিকে গমন করিয়াছিল, সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। তথাপি, নিবৃত্ত হইলেন না। তাঁহার অনুচরগণ কে কোথায় রহিল, তাহার স্থিরতা নাই। তিনি একাকীই দ্রুতগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভগবন্! পতিত হইবার পূর্ব্বে লোকে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকে। পরীক্ষিতের অধঃপতন আসন্ন হইয়াছিল। সেইজন্য, তিনি পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনাপরিহারপূর্ব্বক সামান্য মৃগের জন্য একাকী সেই বিষম গহনে ধাবমান হইলেন। দেখুন, সেই ক্ষুদ্র এক মৃগ লইয়া তাঁহার কি হইবে? তিনি মনে করিলে, গৃহে বসিয়াই, তাদৃশ শত সহস্র মৃগ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। অথবা, অনুচরবর্গসহায়েই তাহাকে ধৃত করিতে পারিতেন। ফলতঃ, তাঁহার ন্যায় অপারপ্রভাব রাজর্ষির পক্ষে সকলই সম্ভব। কিন্তু কালের আসন্নতাবশতঃ তাঁহার আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল। এইজন্য, যেন কোন প্রাণাধিক অভীষ্ট বস্তু অপহৃত হই-

য়াছে, এই ভাবে তিনি একাকী ধাবমান হইলেন। হস্তে শরাসন, তদ্ব্যতীত অন্য সহায়মাত্র নাই। তাদৃশ বেশে ঈদৃশ গহন প্রদেশে ধাবমান হওয়া, তাঁহার ন্যায়, রাজার পক্ষে কতদূর সঙ্গত, তিনি তাহা বিবেচনা করিলেন না।

ব্রহ্মন্! দুরন্ত শ্রম ও আনুষঙ্গিক দারুণ তৃষ্ণাবশে কণ্ঠ-শোষ উপস্থিত, মুখমণ্ডল মলিন, নয়নযুগল প্রতিভাহীন, শরীর অবসন্ন, গতি মন্দভাবাপন্ন, তেজ বিগলিত, উৎসাহ স্খলিত, আগ্রহ মন্দীভূত ও আবেগ খর্ব্বিত হইয়া আসিল। তদবস্থায় তিনি মৃগের অনুসরণক্রমে উল্লিখিত তপোবনে সমাগত হইলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

(তপোবনই স্বর্গ।)

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! পরীক্ষিত তথায় উপনীত হইয়া অবলোকন করিলেন, বসন্তকালীন সুখস্পর্শ শীতল সমীরণ একান্ত অনুগত ভৃত্যের ন্যায়, ঋষিগণের পরিচর্য্যা করত চিরকালই সেই আশ্রমপদে বিচরণ করিতেছে। তত্রত্য উদ্যান ও উপবনসকল সকলঋতু-সুলভ-ফলকুসুমে সুশোভিত, সরোবরসকল নিত্যই কমলকুমুদ ও কুবলয়াদি বিবিধ জলজ পুষ্পে অলঙ্কৃত, ও হংস কারণ্ডব প্লব ও জলকুক্কুটাদি জলচর বিহঙ্গমবর্গের শ্রুতিসুখাবহ সুমধুর শব্দে প্রতিধ্বনিত। তথায় চন্দ্র নিত্য সমুদিত হয়েন। দেবগণ নিত্য যাতা-

য়াত করেন। লক্ষ্মী নিত্য বিরাজমান হয়েন। সরস্বতী নিত্য অধিষ্ঠান করেন। তথায় রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, ভয় নাই, সংশয় নাই, মোহ নাই, সন্দেহ নাই, ব্যামোহ নাই, বিষাদ নাই, অবসাদ নাই, প্রমাদ নাই, উন্মাদ নাই, ক্লেশ নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই। মানুষ যেমন কথন ক্ষুধায়, কথন তৃষ্ণায়, কথন চিন্তায় ও কথন ভাবনায় অভিভূত ও হস্তপদহৃত হইয়া থাকে, এই তপোবনে কথন সেপ্রকার ঘটনা নাই। আবার, মানুষ যেমন বাল্যাবস্থায় স্বভাবতঃ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়, যৌবনে বিষয়ে লিপ্ত হয় ও বার্দ্ধক্যে জরাগ্রস্ত হয়, সেখানে তদ্রূপ নাই।

ঋষিবালকেরা তথায় দেববালকের ন্যায় ইতস্ততঃ দলে দলে বিচরণ করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ বা সিংহ-শিশুর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন; কেহ বা বৃদ্ধ সিংহ সিংহীর কেশরসটা ধারণ করিয়া, সবেগে আকর্ষণপূর্ব্বক কৌতুক করিতেছেন; কেহ বা হরিণশিশুর সহিত হরিণীর স্তন্যপান করিতেছেন; কেহ বা ব্যাঘ্রশাবকের সহিত মিলিত হইয়া, ব্যাঘ্রীর পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে আরোহণ করিতেছেন; কেহ বা হস্তিনীর শুণ্ডাদণ্ডে উপবেশনপূর্ব্বক দোলায়মান গমন করিতেছেন। ফলতঃ, মনুষ্যলোকের ন্যায়, তথায় হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, রাগ নাই, ক্রোধ নাই, পরস্পর বাদ নাই, বিবাদ নাই, বিসংবাদ নাই, ছেদ নাই, ভেদ নাই, কলহ নাই, বিগ্রহ নাই, এবং আগ্রহ নাই ও তজ্জন্য কোনপ্রকার নিগ্রহও নাই। সকলেই ভ্রাতৃভাবে, বন্ধুভাবে, সখিভাবে

ও পরম আত্মীয়ভাবে বদ্ধ ও মিলিত। দেখিলে, বিধাতার আদিসৃষ্টি বলিয়া বোধ হয়। কাহার প্রতি কাহারও আক্রোশ বা রোষ নাই; অভিমান বা অতিমান নাই। সকলেই বালকের ন্যায় সরলচিত্ত ও সরলভাবে পূর্ণ এবং সকলেই সরস্বতীর অনুগৃহীত, বিদ্যা ও জ্ঞানের বরপুত্র এবং শান্তির পরমপ্রীতিভাজন বয়স্যস্বরূপ। এইজন্য, সর্পে ও নকুলে, এমন কি, জলে ও অনলেও পরম সম্প্রীত বা একতা লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম তপস্যার দিব্য প্রভাব, যদ্দ্বারা চিরশত্রুও চিরমিত্র হইয়া থাকে!

অথবা, হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনাদিগকে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। আপনারা যেখানে থাকেন, সেই স্থানই স্বর্গ, অথবা স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্টভাবাপন্ন, সন্দেহ নাই। কেননা, স্বর্গের ইন্দ্রও আপনাদের আনুগত্য করেন। বলিতে কি, আপনাদের তপস্যার এপ্রকার প্রভাব যে, আপনারা অনায়াসেই বিষকেও অমৃত, আবার অমৃতকেও বিষ করিতে পারেন। এবং বরকেও শাপ ও শাপকেও বর করিয়া থাকেন। আপনাদের প্রভাবে বজ্রও কুসুমবৎ কোমল ও কুসুমও বজ্রবৎ দৃঢ়ভাবে পরিণত হয়। ইহারই নাম তপোবল। আমি গুরুদেবপ্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, যাহা ভাবা যায়, তপোবলে তাহাই করা যায়। তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই। দানবরাজ বিপ্রচিত্তি ব্রহ্মার বরে সমুদ্ধত হইয়া, স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিলে, দেবরাজ বজ্রপ্রহারেও তাহার প্রতিকারে সমর্থ না হইয়া, ভয়বশতঃ মহর্ষি শততপার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুর্ব্বুদ্ধি বিপ্র-

চিত্তি এই ঘটনা অবগত হইয়া, দেবরাজের সংহারমানসে ঋষির আশ্রমপ্রদেশে সমাগত হইল এবং ঋষি ধ্যানে মগ্ন ও মৌনী আছেন, দেখিয়াও, সগর্ব্বে কহিল, আমি ত্রিভুবনেশ্বর দানবকুলধুরন্ধর বিপ্রচিত্তি স্বয়ং সমাগত হইয়াছি। আপনার ন্যায়, শত শত মহর্ষি আমার দ্বারস্থ। তবে আপনি কিজন্য আমায় সম্ভাষণ করিতেছেন না? আমি মনে করিলে, এখনই আপনার তপোবন বিনষ্ট করিতে পারি। দুরাত্মাকে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত, ভাবিয়া, তিনি অগত্যা ধ্যান হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া, ঈষৎ রুষ্ট বাক্যে কহিলেন, রে পাপ! তোমার অতিমাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে। কিছুই অত্যন্ত ভাল নহে। অতএব এই মুহূর্ত্তেই সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। ইন্দ্রের বজ্রেও তোমার কিছুই হয় নাই, তজ্জন্য যদি তোমার এইপ্রকার গর্ব্বসঞ্চার হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সামান্য কুসুমই তোমার সেই গর্ব্ব খর্ব্ব করিবে।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভগবান্ শততপা এই বলিয়া, আপনার সংগৃহীত পূজাদ্রব্যের মধ্য হইতে একটী সামান্য কুসুম গ্রহণ করিয়া, বিপ্রচিত্তির হৃদয় লক্ষ্যে প্রয়োগ করিলেন। দুরাচার ইতিপূর্ব্বে কোন আঘাতেই আঘাতপ্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু সেই সুকোমল কুসুমাঘাতেই তৎক্ষণাৎ বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গবৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। তদবধি বুঝিতে পারিল, তপস্যার অসাধ্য কার্য্য নাই। উহা রাত্রিকেও দিন ও দিনকেও রাত্রি করিতে পারে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! কাল আসন্ন হওয়াতে, পরীক্ষিতের মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল। সেইজন্য, তাদৃশ শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদে প্রবেশ করিয়াও, তাঁহার শান্তির সঞ্চার হইল না। সেই বাণবিদ্ধ মৃগই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছিল। এদিকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাও বলবতী হইয়া, তাঁহার চৈতন্য আচ্ছন্ন করিয়াছিল। ক্ষীণপ্রাণ মানুষ অল্পেই কাতর ও বিহ্বল হয়। অথবা, বিষয়সেবার দোষই এই, উহা দিন দিন ক্ষীণ ও তেজোহীন করিয়া থাকে। এবিষয়ে রাজা প্রজা বিশেষ নাই। মানুষ অল্পেই রুষ্ট ও অল্পেই তুষ্ট হয়। পরীক্ষিতের তাহাই ঘটিয়াছিল।

তিনি দ্রুতপদে আশ্রমপদে পদার্পণ করিয়া, মহর্ষি শমীককে দেখিতে পাইলেন। এই দৃষ্টিই তাঁহার কাল হইল। অথবা, প্রবৃত্তিভেদে মানুষের গতিভেদ হইযা থাকে। কেহ দেবদর্শনে অমর হয় এবং কেহ বা তদ্বিপরীত হইয়া থাকে। কাহার শাপে বর হয় এবং কাহারও বা বরে শাপ হইয়া থাকে। পরীক্ষিতের বরে শাপ ঘটিল। তাঁহার মন হিংসায় কুটিল ও দূষিত হইয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন মৃগপ্রাপ্তিই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছিল। তিনি মহাভাগ শমীককে দেখিয়া, সামান্য ঋষি জ্ঞানে কহিলেন, অহে

তাপস! এইখান দিয়া একটা মৃগ গিয়াছে, দেখিয়াছ? আমি উহাকে বাণ মারিয়াছি।

শৌনক কহিলেন, সূত! পরীক্ষিত কি এতই অর্ব্বাচীন ঋষিকে চিনিতে পারিলেন না?

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আসন্ন কালে লোকে চন্দ্রের শীতল কিরণেও অগ্নির উত্তাপ বোধ করে এবং প্রাণকেও মহাভারস্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে। পতঙ্গ যদি অগ্নিকে অগ্নি বলিয়া জানিত, কখনই তাহাতে পতিত হইত না। পরীক্ষিতেরও তদনুরূপ ঘটিয়াছিল। তিনি বিহ্বল ও বিকলচিত্ত হইয়াছিলেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পরিশ্রম, অবসাদ ও মৃগের অপ্রাপ্তিজন্য নৈরাশ্য ও নির্ব্বেদ ইত্যাদি বিবিধ কারণে তাঁহার ঐপ্রকার বিহ্বল দশার সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি তজ্জন্য ঋষিকে চিনিতে না পারিয়া, ঐরূপ অসাধুজনোচিত অতদর্হ বাক্যে কহিলেন, অহে তাপস! তুমি কি দেখিয়াছ, এই দিক্ দিয়া, একটী মৃগ গিয়াছে? আমি তাহাকে বাণ মারিয়াছি।

মহর্ষি শমীক ব্রতানুরোধে মৌনী হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ, নির্ব্বিকল্প সমাধির আশ্রয়প্রযুক্ত তৎকালে তাঁহার নির্ব্বাণনামক মুক্তিদশার আবির্ভাব হইয়াছিল। এইজন্য, তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন; জড়ের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র বিশেষ ছিল না। তিনি না মৃত, না জীবিত, না চেতন, না জড়। এইজন্য, তিনি পরীক্ষিতকে দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না এবং তাঁহার কথা শুনিয়াও শুনিলেন না। যে ব্যক্তি দেখিতে ও শুনিতে না পায়, সে কিরূপে কাহার

কথার উত্তর করিতে পারে? এইজন্য মহর্ষি রাজর্ষির কথায় না, কি হাঁ, কিছুই বলিলেন না। যেমন বসিয়াছিলেন, তেমনিই রহিলেন। ভগবন্! যাঁহাদের মন পরমানন্দরূপ-পীযূষপানে মত্ত হয়, তাঁহারা কি বাহ্যবিষয়ে আসক্ত বা অনুরুদ্ধ হন, কখনই না? ইন্দ্রের আধিপত্য বা সমস্ত জগ-তের একচ্ছত্রিত্বও প্রদান করিলে, তাঁহারা ভস্মবৎ, তৃণবৎ, ন্যক্কারবৎ, দূরে পরিহার করেন। ধ্রুব ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এবিষয়ের দৃষ্টান্ত। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ রাম সমস্ত লঙ্কার আধিপত্যপ্রদানে প্রলোভিত করিলেও, পরমানন্দরূপপীযূষপানে পরিতৃপ্তপরমভক্ত বিভীষণ বঞ্চনা-জ্ঞানে তাহাতে সম্মত হয়েন নাই।

সে যাহা হউক, রাজা পরীক্ষিত উত্তর না পাইয়া, রোষামর্ষে ঘূর্ণিতলোচন হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা পরুষাক্ষরে গর্ব্বিত বাক্যে কহিলেন, রে অর্ব্বাচীন তাপস! আমি পাণ্ডু-বংশসমুদ্ভব মহারাজ পরীক্ষিত। আমার প্রতাপে অগ্নি ও সূর্য্যাদিরও সন্তাপ সমুপস্থিত হয়। তোমার ন্যায়, সামান্য তাপসের কথা কি, প্রধান প্রধান মহর্ষিগণও আমার উপা-সনা করেন। বলিতে কি, আমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। পৃথিবী যথাবিধানে শাসন করিতেছি, বলিয়াই, তোমরা নিরাপদে তপস্যা করিতেছ। অতএব সত্বর বল, রাজা পরীক্ষিত আমি তোমার সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত। রাজাজ্ঞা পালন করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! সুবুদ্ধি পরীক্ষিতের নিতান্তই কুবুদ্ধি ঘটিয়াছিল। তিনি এই বলিয়া, মার মুখে ঋষির

সম্মুখে শরাসনে ভর দিয়া, দণ্ডায়মান হইলেন। ঋষি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবনের সমস্তই তুচ্ছাতিতুচ্ছবৎ পরিহার করিয়া, পরব্রহ্মের ধ্যানরসে মগ্ন হইয়াছিলেন। দেখিলে, বোধ হয়, স্বয়ং তপস্যাই যেন তপস্যা করিতেছেন। এই-রূপে যিনি ত্রিভুবন পর্য্যন্ত তুচ্ছ বোধে পরিত্যাগ করিয়া-ছেন, সামান্য রাজা পরীক্ষিৎকে তাঁহার গ্রাহ্য হইবে কেন? এই কারণে তিনি কোন কথাই বলিলেন না। সত্য বটে, পরীক্ষিত রাজা; কিন্তু যাঁহারা সংসারের কোনপ্রকার অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহাদের নিকট রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, সকলই সমান। তাঁহারা কাচ কাঞ্চন, ভস্ম চন্দন ইত্যাদিকে সমান জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ, সতত পরব্রহ্মের ধ্যানধারণা দ্বারা যাঁহারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যমকেও ভয় করেন না, প্রত্যুত, যমও যাঁহাদিগকে ভয় করেন, তাঁহারা সামান্য রাজা পরীক্ষিতকে ভয় করিবেন কেন? অনুগ্রহই করিবেন। সুতরাং, মহর্ষি শমীক রাজা পরীক্ষিতকে গ্রাহ্য করিয়া, কোন কথাই বলিলেন না। এ বিষয়ে কোনরূপ আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন না।

পরীক্ষিত কিন্তু এই ঘটনায় আত্মাকে একান্ত অবমানিত বোধ করিয়া, নিতান্ত অসহমান হইলেন। অনবরত বিষ-য়ের সেবা করিলে, মনে একপ্রকার অভিমান ও অহং-কারের সঞ্চার হয়; যাহা দ্বারা মানুষের সর্ব্বনাশ সমু-দ্ভাবিত হইয়া থাকে। পরীক্ষিত তাদৃশ অন্ধ অভিমানে অন্ধ হইয়া, ঋষির সমুচিত শাস্তিবিধানে অভিলাষী হইলেন; ক্ষুদ্রপ্রাণ পতঙ্গ প্রজ্বলিত পাবকে পতনোন্মুখ হইল! এই-

বার আর নিস্তার নাই। তিনি এতদিন যে সকল পাপ করিয়াছেন এবং এত কাল আপনাকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া যে অপার গর্ব্বসঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, আজি তাহার সমুচিত-প্রায়শ্চিত্ত-সহকৃত শেষদশা উপস্থিত হইল। তিনি সাংঘাতিক রোষামর্ষে শত-বৃশ্চিক-দষ্টের ন্যায়, নিতান্ত অসহমান ও বিব্রত হইয়া, কি করিলে, ঋষির উচিত শাস্তি হইতে পারে, তাহা ভাবিয়াই পাইলেন না। সম্মুখে মৃত সর্প পতিত ছিল। তাহাই ধনুষ্কোটি দ্বারা উত্তোলিত করিয়া, ঋষির গলদেশে লম্বিত করিলেন এবং কহিলেন, রে দুর্দ্বিজ! তোমার ন্যায় রাজাবমানকারী কুপুরুষগণের এইপ্রকার শাস্তিই বিহিত ও সমুচিত। এই বলিয়া যথাগত প্রস্থান করিলেন। এবং অনতিকালমধ্যেই স্বীয় সৈন্যসহ মিলিত হইলেন। পরে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কাহাকে কোন কথাই বলিলেন না।

ব্রহ্মন্! অগ্নিতে দগ্ধ হইলে, স্বর্ণের মলিনতা যেমন পরিহৃত হইয়া, প্রকৃত স্বরূপ লাভ হয়, বিশুদ্ধ তপোযোগ-সহায়ে মহাভাগ শমীকের মন তেমনি অভিমানাদি মলভার-পরিহারপুরঃসর নিরতিশয় নির্ম্মল হইয়াছিল। এইজন্য তিনি উত্তরাতনয়ের এইপ্রকার অসদাচার নিবন্ধন কোন রূপে ক্ষুণ্ণ, বিষণ্ণ, রুষ্ট বা অমর্ষবিশিষ্ট হইলেন না। যেমন, তেমনিই রহিলেন। অথবা, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছিল। এইজন্য, তিনি এই ব্যাপার জানিতেই পারিলেন না। কিন্তু সংসারে যে যেমন, তাহার তেমন প্রত্যুপযুক্ত আছে। অগ্নি যতই দাহক ও উষ্ণভাবাপন্ন হউক, জলে

নির্ব্বাণ ও শীতল হইয়া থাকে। এই রূপে দুষ্টের দমনকর্ত্তা আছে। পরীক্ষিৎ যেমন দুর্ম্মতি ও দুরাত্মার কার্য্য করিলেন, মহর্ষি শমীকের উপযুক্ত পুত্র মহাপ্রভাব শৃঙ্গী তদ্রূপ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তিনি বয়স্যগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। তাঁহার স্বভাব অগ্নির ন্যায় উষ্ণ ও জলের ন্যায় শীতল, এবং যাহার পর নাই কঠিন ও কোমলভাবাপন্ন। উহাতে বিষ আছে, আবার অমৃত আছে, এবং ভয়ঙ্করতা আছে, আবার মনোহারিতা আছে। এই রূপে তিনি সমস্ত বিরোধি গুণের আধার। বিশেষতঃ, তিনি যেমন বিনীত, তেমনি সমুদ্ধত এবং যেমন অভিমানী, তেমনি নিরীহ এবং যেমন সহিষ্ণু, তেমন অসহমান। অধিক কি, তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্র। এবং জনকের প্রতি অকপট ও অচল ভক্তি বিশিষ্ট। ক্রীড়া করিতে করিতে কোন বয়স্যমুখে পরমপূজ্যপাদ পিতৃদেবের এইপ্রকার অবমানঘটনা শ্রবণ করিয়া, মর্ম্মে মর্ম্মে ও অন্তরে অন্তরে এবং প্রাণে প্রাণে অতিমাত্র আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর কোন মতেই সহ্য করিতে না পারিয়া, তৎক্ষণাৎ আচমনপূর্ব্বক দুরত্যয় বাগ্‌বজ্র প্রয়োগ করিয়া কহিলেন, মদীয় পিতৃদেব আজন্মতপস্বী, এবং যাহার পর নাই নিরীহপ্রকৃতি। কখনও কাহারও মন্দচেষ্টা বা মন্দচিন্তা করেন না। ফলতঃ, তাঁহার অন্তর বাহির সমস্তই পবিত্র ও নির্ম্মল। যে দুরাত্মা জানিয়াই হউক, বা না জানিয়াই হউক, তাঁহার এইপ্রকার অবমাননা করিয়াছে, সে রাজাই হউক বা প্রজাই হউক, সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

(কাহারও হিংসা করিও না।)

সূত কহিলেন, হে ঋষিবর্গ! শৃঙ্গী এই প্রকারে রোষভরে রাজারে অভিশপ্ত করিয়া,ব্যাকুল ও বিষণ্ণ অন্তরে পিতৃদেবের নিকট গমন করিলেন। দেখিলেন, তিনি গলদেশে মৃতসর্প ধারণ করিয়া, তদবস্থ বসিয়া আছেন। তাঁহার কিছুমাত্র বিকার নাই। প্রগাঢ় ধ্যানবলে তাঁহার নয়ন মুকুলিত, শরীর অস্পন্দিত ও জড়িত, চেতনা আছে কি নাই, তুরীয়দশার আবির্ভাব হওয়াতে,কিছুতেই আর তাঁহার মন বা দৃষ্টি নাই; পুত্র—প্রিয়তম পুত্র, যাহাকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রীতি করেন, তিনি নিকটে দণ্ডায়মান; তাঁহাকেও সম্ভাষণ বা ভ্রূক্ষেপ নাই। শৃঙ্গী অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলেন, তথাপি পিতার সম্ভাষণ বা স্নেহদৃষ্টি প্রাপ্ত হইলেন না। এই কারণে তাঁহার পিতৃপদগত তন্ময় প্রাণে গুরুতর আঘাত লাগিল। ভাবিলেন, পিতৃদেব আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। কেননা, আমি তাঁহার এই ঘটনার স্বয়ং সংবাদ লই নাই। আবার ভাবিলেন, পিতৃদেবের ক্রোধ নাই, মোহ নাই। তবে তিনি অপবিত্র হইয়াছেন। সেইজন্য, বোধ হয়, আমার সহিত কথা কহিতেছেন না। এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ চিন্তায় তাঁহার বালকহৃদয় ক্ষুব্ধ

হইয়া উঠিল। তখন তিনি একান্ত অসহমান হইয়া, তার স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! ঐ সময়ে ধ্যানের অবসান হওয়াতে, মহর্ষি শমীক ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলিত করিয়া, তদবস্থ পুত্রকে দর্শন করিলেন। দিব্যজ্ঞানবলে সমস্ত ঘটনাই তৎক্ষণাৎ তাঁহার পরিজ্ঞাত হইল। তখন তিনি গলদেশ হইতে মৃতসর্প দূরে নিক্ষেপ করিয়া, প্রসন্ন বদনে প্রীতিময় পুত্রকে আলিঙ্গন ও অশ্রুমার্জ্জনপূর্ব্বক সস্নেহ মধুর বাক্যে কহিলেন, বৎস! রোদন সংবরণ কর। আমি তোমার প্রতি রুষ্ট বা তুষ্ট, কিছুই হই নাই। কেননা, তুমি রোষের বা তোষের কার্য্য কর নাই।

সূত কহিলেন, পিতা এইপ্রকার উদাসীনভাব প্রকাশ করিলে, শৃঙ্গী মৃদুস্বরে কহিলেন, তাত! পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইলে, লোকস্থিতি বিহিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, রাজার পাপে রাজ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব সেই রাজ-কিল্বিষীর সমুচিত শাস্তিদান কর্ত্তব্য। বলিতে কি, যে পুত্র পিতার অবমান সহ্য করে, সে পুত্রই নহে। ইত্যাদি বিবিধ কারণে আমি সহ্য করিতে না পারিয়া, যাহা বলিয়াছি, কোন মতেই তাহার অন্যথা হইবে না। কেননা, আমি ভ্রমেও বা স্বপ্নেও অথবা ক্রীড়াকৌতুকাদিপ্রসঙ্গেও মিথ্যা বলি না। এক্ষণে যাহা বিহিত হয়, করুন।

শমীক কহিলেন, বৎস! ক্ষমা যেমন লোকের ভূষণ, ক্রোধ তেমনি দূষণ। আবার, ক্ষমা অপেক্ষা যেমন মিত্র নাই, ক্রোধ অপেক্ষা তেমন শত্রু নাই। ক্ষমাই তপস্বীর

প্রধান ধর্ম্ম। তুমি সেই ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া, অতিমাত্র অন্যায় অনুষ্ঠান করিয়াছ।

পুনশ্চ, হিংসা অপেক্ষা পাপ নাই; অহিংসা অপেক্ষা পুণ্য নাই। হিংসাই সাক্ষাৎ নরক ও অহিংসাই সাক্ষাৎ স্বর্গ। মানুষের স্বভাব অপরাধ ও তপস্বীর স্বভাব ক্ষমা। তুমি যদি ক্ষমা করিতে, তাহা হইলে, কি সুখের হইত! তাহা হইলে, একজন ভূস্বামীর প্রাণনাশ হইত না। অতএব যাহারা ক্ষমা না করে, তাহাদের সহিত ঘাতকাদির বিশেষ কি? সাবধান, আর কখন কাহার হিংসা করিও না। হিংসায় তপস্যার ক্ষয় ও পুণ্যের অপচয় হইয়া থাকে এবং আত্মার মালিন্য উপস্থিত ও পরমাত্মপ্রাপ্তির ব্যাঘাত সংঘটিত হয়। যে রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তিনি সাক্ষাৎ নররূপী দেবতা। দেবতার বিরুদ্ধাচরণ মহাপাপ।

কাহারও প্রতি দণ্ডপ্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে ইহা বিশেষরূপে বিবেচনা করা উচিত, সে ব্যক্তির অসদ্ব্যবহারে আমার কি অনিষ্ট হইয়াছে? যদি অনিষ্ট না হইয়া থাকে, তাহার সেই অসদ্ব্যবহারে ক্ষমা করাই উচিত। দেখ, পরীক্ষিত জানিয়া বা না জানিয়া, আমার গলদেশে যে মৃতসর্প লম্বিত করেন, তাহাতে আমার বিশেষ কি ক্ষতি হইয়াছে; কিছুই না। আমি যেমন, তেমনিই আছি। শাপ দেওয়াতে, তোমারই অসদ্ব্যবহার প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বথা তুমি আমার পুত্রের অনুরূপ কার্য্য কর নাই।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শুকসমাগম।

সূত কহিলেন, মহাভাগ শমীক এইপ্রকার মিষ্টভৎ'সনায় কুপিত পুত্রের রোষনিবৃত্তি করিয়া, আপনার গৌরমুখ-নামক শিষ্যকে আহ্বান ও সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, তাত ! তুমি এই মুহূর্ত্তেই গমন করিয়া, রাজর্ষি পরীক্ষিৎকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া, এই সন্দেশ নির্দ্দেশ কর, মহারাজ ! বালক শৃঙ্গী না জানিয়া, আপনাকে অভিশপ্ত করিয়াছেন। তদনুসারে সপ্তাহমধ্যে তক্ষকদংশনে আপনার প্রাণাত্যয় ঘটিবে। আপনি সাবধান হইয়া, ইতিকর্ত্তব্যতা বিধান করুন। দেবতারা আপনার ভাল করিবেন। যে বংশে আপনার জন্ম, তাহাতে স্বর্গলাভ অবশ্যম্ভাবী। তজ্জন্য ক্ষুণ্ণ বা বিষণ্ণ হইবেন না। আপনি না জানিয়াই, আমার গল-দেশে মৃতসর্প লম্বিত করিয়াছেন। তজ্জন্য অপরাধী নহেন। এই রূপ, বালক শৃঙ্গীও না জানিয়া,শাপ দিয়াছেন। তজ্জন্য আপনিও অপরাধ গ্রহণ করিবেন না! আমরা আপনার রাজ্যস্থ; সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়।

সূত কহিলেন, মহামতি গৌরমুখ গুরুর আদেশমাত্র তৎক্ষণাৎ হস্তিনায় সমাগত হইয়া, যথাযথ সমস্ত ঘটনা তাঁহার গোচর করিলেন। ব্রহ্মন্! সাক্ষাৎ ব্রহ্মকল্প ব্রাহ্ম-ণের অবমাননা করিয়া, রাজার অন্তরাত্মা অতিমাত্র মলিন ও

ব্যাকুল হইয়াছিল। তিনি ইতিপূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, অবশ্যই কোন অত্যাহিত ঘটিবে। এই কারণে তিনি সবিশেষ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত সাবধান হইয়াছিলেন। সুতরাং, গৌরমুখের মুখে এই অভিশাপকথা শ্রবণ করিয়া, তাদৃশ বিচলিত হইলেন না। শাস্ত্রকারেরাও কহিয়াছেন, জানিতে পারিলে, বিপৎপাতের পূর্ব্বে যথাসাধ্য সাবধান থাকা বিধেয়। তাহাতে বিপদের অনেক পরিহার হইতে পারে। উত্তরানন্দন এই কারণেই সাবধান ছিলেন। তজ্জন্য বিশেষ ব্যাকুল ও বিব্রত না হইয়া, গৌরমুখের যথাযোগ্য পূজাদি করিয়া, কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমার প্রণাম জানাইয়া, মহর্ষিকে কহিবেন, পাপের যেমন প্রতিফল হওয়া উচিত, আমার তদনুরূপ হইয়াছে। তজ্জন্য আমি দুঃখিত নহি। এক্ষণে পরলোকে যাহাতে আমার ভাল হয়, তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক তদনুরূপ অনুষ্ঠান করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। কেননা, অপরাধীর প্রতি আপনাদের ক্ষমা ও অনুকম্পার সীমা নাই। আর, ঋষিবাক্য সকল কালেই আমার শিরোধার্য্য। অতএব মহর্ষি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন যথাসাধ্য পালন করিতে ত্রুটি করিব না। এই বলিয়া রাজা গৌরমুখকে বিদায় দিলেন।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! রাজার অন্তঃকরণে ইতিপূর্ব্বেই নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রকৃত ঘটনা শ্রবণ করিয়া, আরও নির্ব্বিণ্ণ হইয়া উঠিলেন। ধন জন, বিষয় বিভব, রাজ্য ঐশ্বর্য্য, সকলই তাঁহার বিষবৎ ও বিষ্ঠাবৎ বোধ হইল। প্রাণও একান্ত ভারময় হইয়া উঠিল।

ভাবিলেন, অবশ্যই যদি এই সকল ত্যাগ করিতে হইবে, তবে আর ইহাতে মায়া কি, মমতা কি ও আগ্রহ কি ? আজি হইতেই এই সকল ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া, যিনি এই সকলের দাতা ও কর্ত্তা, সেই আদিদেব বাসুদেবেই আত্মসমর্পণ করিব। তদীয়-পাদোদ্ভবা ভাগীরথীই এখন আমার প্রকৃত আশ্রয়। আমি তাঁহারই তীরদেশ আশ্রয় করিয়া, এই ভারময় পাপ প্রাণ পরিহার করিব।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! এইপ্রকার চিন্তানন্তর রাজা মরণ সংকল্প করিয়া, সর্ব্বত্যাগী হইয়া, ভাগীরথীর পবিত্র তীরভূমি আশ্রয় করিলেন। কেননা, শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনে যখন মাতৃক্রোড়ও ত্যাগ করে, তখন ভাগীরথীর ক্রোড়ই আশ্রয় হইয়া থাকে। অবশ্যম্ভাবিনী দৈবঘটনা বশে যাহাই ঘটুক, পরীক্ষিত নিজগুণে ব্যক্তিমাত্রেরই প্রীতিভাজন ছিলেন। সুতরাং, এই ব্যাপার অবগত হইয়া, সকলেরই যেন পুত্রশোক উপস্থিত হইল। বিশেষতঃ, তিনি অতিমাত্র বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণভক্ত। এইজন্য প্রধান প্রধান দ্বিজাতিবর্গ ও ঋষিগণ তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় সমবেত হইলেন। তাঁহাদের পবিত্র পদার্পণে ভাগীরথীর পবিত্র তীর আরও পবিত্র হইল। পরীক্ষিত আসন্নসময়ে ঋষিদিগকে দর্শন করিয়া, আপনার অতুলিত সৌভাগ্য জ্ঞানে নিরতি প্রীতি অনুভব করিলেন এবং দুর্ব্বার ব্রহ্মশাপের যেন পরিহার হইল, ভাবিয়া, সবিশেষ শান্তিলাভ সহকারে সকলের যথাযথ সভাজন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, হে সত্তমবর্গ! পাপীর প্রতিই

অধমের প্রতি ও পামরের প্রতি যাঁহাদের প্রীতির ও অনুগ্রহের সীমা নাই, তাঁহারাই সাক্ষাৎ ভগবানের অংশ। আমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মকল্প ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আমার অধমতা ও পাপস্বরূপতা আর কি আছে! কিন্তু আপনারা অনুগ্রহ করিয়া, আমারে দর্শন দিলেন। হায়! আপনাদের সহিত যাহার সহবাস ও সম্ভাষণ, তাহার আর কি প্রার্থনীয় আছে! তথাপি, অবশ্যম্ভাবিনী নিয়তি বশে আমায় যদি আপনাদের এই সুখময় শান্তিময় সহবাস ত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে, যেখানে যাইব, সেইখানেই যেন আপনাদের প্রসাদে ও অনুগ্রহে নির্ব্বিবাদ শান্তি-সুখ লাভ করি। আর যেন কোন কালেই আমার এপ্রকার মতিচ্ছন্ন না ঘটে! মনুষ্যজীবন নিতান্ত অসার ও ক্ষণভঙ্গুর। আমি ব্রাহ্মণের অবমাননারূপ গুরুতর পাপ করিয়া, উহা আরও অসার ও ক্ষণভঙ্গুর করিয়াছি; আমার কি হইবে! হায়, আমি কি করিলাম! নিজের শান্তি নিজহস্তেই বিনাশ করিলাম! অথবা, যাহারা পাপ করে, তাহাদের এইরূপই ঘটিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হায়, আমার অন্তরাত্মা বিনা অনলে দগ্ধ হইতেছে! হায়, আমার প্রাণ, মন, দেহ, সমুদায় যেন জ্বলিয়া উঠিতেছে! হায়, আমার শরীরে যেন শতবৃশ্চিক দংশন করিতেছে! হায়, আমি যেন অপার অগ্নিকুণ্ডমধ্যে পতিত রহিয়াছি! হায়, আমার কি হইল! হায়, আমার কি হইল! হায়, পাপের যাতনা কি ভয়ঙ্কর! আমার দৃষ্টান্তে কেহ যেন কখন পাপ না করে। হায়, আমার চতুর্দ্দিকে যেন ঘোর গভীর অন্ধকার প্রলয়াকারে

সমুত্থিত হইতেছে! হায়, আমি যেন অত্যুচ্চ হইতে অতি-নিম্নে পতিত হইতেছি! কে যেন আমাকে আকাশ হইতে পাতালে ফেলিয়া দিতেছে! পাপ করিলে, এইপ্রকার বিষম বিকৃতদশার সঞ্চার হইয়া থাকে, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। তথাপি আমার মতিচ্ছন্ন ঘটিল! বিবিধ বিপদের আস্পদ এই রাজপদই; আমার ঐরূপ মতিচ্ছন্নতার হেতু। হায়,কেন আমি মৃগয়ায় গেলাম,কেন আমি তপোবনে প্রবেশ করিলাম এবং কেনই বা আমার পবিত্রদর্শন ঋষির সহিত সন্দর্শন হইল! হে ঋষিগণ! হে দ্বিজোত্তমবর্গ! আমায় পরিত্রাণ করুন। আমার অন্তরাত্মা পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইতেছে; উহাতে শান্তিসলিল সেচন করুন। তক্ষকের বিষে আমার ভয় নাই। প্রত্যুত, উহাই আমার শান্তিলাভের উপায়, বোধ হইতেছে। কেননা, শাস্ত্রকারেরা বিষের ঔষধ বিষ, বলিয়াছেন। অতএব, সত্বর তক্ষক আসিয়া আমারে দংশন করুক। তাহা হইলে, আমার সকল জ্বালা ও সকল যন্ত্রণা নিবৃত্ত হইবে, সকল শোকের ও সকল সন্তাপের শেষ হইবে এবং সকল দুঃখের ও সকল বিষাদের অবসান হইবে। তাহা হইলে, আমার প্রকৃত জীবনপ্রাপ্তি হইবে এবং প্রকৃত শান্তি লাভ হইবে। মৃত্যুই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। হায়, আমি যে পাপ করিয়াছি, তাহাতে আমার পরলোক হইবে, বোধ হইতেছে না! যদি পরলোক হয়, তাহা হইলে, যেন আপনাদের প্রসাদে আমার সদ্গতি হয়।

সূত কহিলেন,ভগবন্! রাজর্ষি পরীক্ষিত ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষি-গণের সমীপে এইপ্রকার আত্মদুঃখ নিবেদন করিতেছেন;

তাঁহার নয়নযুগল অনর্গল-বিগলিত অশ্রুসলিলে পূর্ণ, হৃদয় শোকভারে আচ্ছন্ন, প্রাণ অনুতাপদহনে দগ্ধভাবাপন্ন, অন্তরাত্মা অতিমাত্র নির্ব্বিণ্ণ এবং এমন সময়ে মহাভাগ মহামতি মহাভাগবত মহাত্মা শুকদেব সহসা তথায় সমাগত হইলেন, এবং রাজার প্রতি অনুগ্রহপরতন্ত্র হইয়া, তদীয়শান্তিসম্পাদনবাসনায় ভগবান্ বাসুদেবের মহিমাবর্ণনপ্রসঙ্গে রাজা দণ্ডীর পবিত্র চরিত্রকথা কীর্ত্তন করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

(শৌনকবাক্য।)

শৌনক কহিলেন, সূত! সংসারে যদি কিছু শুনিবার ও বলিবার থাকে, তবে তাহা বাসুদেবের পবিত্র চরিত্রকথা। সুতরাং, উহা সংক্ষেপে শুনিয়া, আমাদের তৃপ্তি হইতেছে না। যে কথায় প্রাণ মন শীতল হয়, আত্মা অন্তরাত্মা পবিত্র হয়, ইহলোক পরলোক সাধিত হয়, ইহকাল পরকাল সুসিদ্ধ হয়; ভুক্তিমুক্তি সমাগত হয় এবং স্বর্গ অপবর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই পবিত্র কথা শ্রবণ করিতে আমাদের নিতান্ত কৌতুহল ও একান্ত ইচ্ছা হইতেছে। তুমি অতিবিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন কর।

মহাভাগ! রাজা দণ্ডী কে, কাহার পুত্র, কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ ও রাজ্যশাসন করেন? যিনি জগতের বিধাতা, যিনি সকলের মূল ও আদি, যিনি আছেন বলিয়া আমরা

সকলে আছি, যাঁহার সত্তাই সংসার, সেই বাসুদেবই বা কিজন্য দণ্ডীর প্রতি বিরুদ্ধবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইলেন? দণ্ডী এমন কি পাপ করেন যে, তজ্জন্য স্বয়ং দেবাদিদেব বাসুদেব স্বহস্তে তাঁহার শাস্তিবিধানে সমুদ্যত হয়েন? এই সকল সবিস্তার কীর্ত্তন কর। সূত! সূত! মহাভাগ! আমরা মনুষ্য-লোকের উপকার জন্যই বর্ত্তমানবিধানে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। দেখ, লোকমাত্রেরই জীবন আছে। কিন্তু যে জীবনে উপকার করা না যায়, সে জীবন পশুজীবনের সমান। বলিতে কি, শুদ্ধ নিশ্বাসপ্রশ্বাসপরিত্যাগই যদি জীবন হয়, তাহা হইলে, ভস্ত্রা অর্থাৎ কামারের যাঁতারও জীবন আছে, কেননা, উহাও নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকে। ফলতঃ এই বৃক্ষ, এই লতা, এই তৃণ, এই প্রস্তর, অথবা এমন পদার্থ নাই, যাহা দ্বারা কোন না কোন রূপে পৃথিবীর উপকার নাই। এই সূর্য্য, এই চন্দ্র, এই বায়ু, এই অগ্নি শুদ্ধ লোকের উপকার জন্যই দিনরাত্র উদিত, বাহিত ও প্রজ্বলিত হইতেছে। এই রূপে সামান্য অসামান্য বস্তুমাত্রেই লোকো-পকারসাধনে যথাযথ প্রবৃত্ত রহিয়াছে। ইহাই দেখিয়া লোকের উপকার করিবে।

সংসার যেরূপ বিষম স্থান, তাহাতে, পরস্পারের সাহায্য ভিন্ন কোন মতেই চলিবার সম্ভাবনা নাই। লোকে যদি লোকের উপকার না করিয়া, অনবরত বিবাদ ও বিসংবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে, বিধাতৃবিহিত সৃষ্টিস্থিতির বিধান হওয়া দুর্ঘট। তাত! সম্প্রতি ঐরূপ সৃষ্টিবিপ্লাবক ঘোর কলি উপস্থিত। যাহাতে লোকের মতিগতি স্বপদে অধি-

ষ্ঠান করে, তুমি তাহার উপায়স্বরূপ হরিকথা কীর্ত্তন কর। বাসুদেবের চরিতকথা কলিকলুষহারিণী। উহা শ্রবণ করিলে, নির্ম্মলবুদ্ধি উপস্থিত ও বিগ্রহবোধ তিরোহিত হয়। তুমি তাহা কীর্ত্তন কর।

সপ্তদশ অধ্যায়।

(ব্যাসবাক্য।)

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহামুনি ব্যাসদেব আপনার শম্যাপ্রাসনামক সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রশস্ত তপোবনে এক মনে ও এক ধ্যানে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত ছিলেন। সহসা তাঁহার তপোভঙ্গ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ আচমন করিয়া, আত্ম-শুদ্ধি করিলেন। অনন্তর উপস্থিত তপোভঙ্গের কারণজিজ্ঞাসু হইয়া, একাগ্র চিত্তে ধ্যাননিষ্ঠ হইলেন। তৎক্ষণে দিব্য জ্ঞান-বলে সমস্ত ঘটনা তাহার আনুপূর্ব্বিক পরিজ্ঞাত হইল। তখন তিনি ক্ষণবিলম্বপরিহারপূর্ব্বক আপনার অনুগত পৌত্র পরীক্ষিতের প্রবোধ ও আশ্বাসন জন্য ভাগীরথীতীরে ঋষি-সমাজ মধ্যে পদার্পণ করিলেন। বোধ হইল, যেন পূর্ণি-মার নির্ম্মল গগনে সুবিমল তারকাপুঞ্জ মধ্যে ভগবান্ রোহিণী-রমণ সমুদিত হইলেন। বাস্তবিক, তিনি ঋষিসংসারের পূর্ণ-চন্দ্র। তাঁহার উদয়সম্পর্কমাত্রে লোকের হৃদয়ান্ধকার তৎ-ক্ষণে তিরোহিত হয়।

পরমভাগবত পরীক্ষিত আপনাদের বংশবিধাতা, বেদ-

প্রণেতা, সত্যবতীর জলপিণ্ডদাতা, ভারতরচয়িতা মহর্ষিকে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র-সম্ভ্রম-সহকারে ক্ষণবিলম্ব-বিনাকারে গাত্রোত্থান করিলেন এবং সমুচিত ভক্তিভরে পাদবন্দনাপুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে আজ্ঞাপ্রতীক্ষায় পুত্তলিবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। আত্মীয়কে দেখিলে, শোকের দ্বার যেন শতধা সমুদ্ঘাটিত হয়। পরীক্ষিতেরও তদনুরূপ হইল। পরম আত্মীয় ঋষিকে দর্শন করিয়া, তাঁহার শোকসাগর শতমুখে সমুচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি একান্ত অসহমান হইয়া, দুর্নিবার মনোবেগের আতিশয্যবশতঃ পিতার নিকট অপরাধী বালক পুত্রের ন্যায়, মহর্ষির নিকট সহসা ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন এবং ভগবন্! আমার কি হইবে! অধম আমি অসহনীয় অপরাধ করিয়াছি। প্রস্ফুরিতাধরে গদ্‌গদস্বরে এইপ্রকার কহিয়া, মহর্ষির পদতলে পতিত হইলেন।

ঋষিদেব ব্যাসদেব নরদেব পরীক্ষিতকে স্নেহভরে উত্থান করাইয়া, মধুরাক্ষরে কহিলেন, বৎস! তুমি যে বংশে জন্মিয়াছ, সেবংশীয় পুরুষগণের মুক্তিরূপ-পরমপুরুষার্থ-প্রাপ্তি, স্বকীয় গৃহে যাইবার পথের ন্যায়, অতীব সহজ। বিশেষতঃ, তুমি না জানিয়া, ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়াছ। এইপ্রকার অজ্ঞানকৃত অপরাধ তাদৃশ দোষাবহ বা পাপার্হ হইতে পারে না। পুনশ্চ, তুমি তৎকালে ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত আতুর হইয়াছিলে। আতুরের আবার অপবাধ কি? মর্য্যাদাপালন কি? এবং নিয়মরক্ষাই বা কি? অতএব তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না; অবশ্যই উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে। যিনি

উদ্ধারের কর্ত্তা, সেই বাসুদেব পরমদেব হরি তোমাদের নিজস্বীকৃত এবং একমাত্র স্বত্বাস্পদীভূত। তাঁহার নাম করিলেও, পাপীর উদ্ধার হয়। আমিও তোমার মুক্তির উপায় বিধান করিব। তোমাতে যে সকল সদ্‌গুণ আছে, তাহা অন্যে নাই। সেই সকল গুণের তুলনায় ব্রাহ্মণের অজ্ঞানকৃত অবমাননারূপ সামান্য দোষ দোষমধ্যেই গণ্য বা ধর্ত্তব্য হইতে পারে না। আমরা তপস্বী, স্বভাবতঃ গুণেরই পক্ষপাতী এবং অপরাধীর দণ্ডবিধানে একান্তই পরাঙ্মুখ। কেননা, আমাদের মতে অপরাধীর দণ্ড না করিয়া, বিবিধ সৎশিক্ষা দ্বারা তাহার চরিত্রশোধন করাই বিশিষ্ট কল্প ও প্রকৃত দণ্ড। যাহা হউক, বৎস! আমার অবসর নাই। আমি তোমার বিহিতবিধানজন্য স্বয়ং শুকদেবকে পাঠাইয়া দিতেছি। তুমি আশ্বস্ত হও।

সূত কহিলেন, এইপ্রকার আদেশ করিয়া, মহাভাগ ব্যাস প্রস্থান করিলে, মহামতি শুক সমাগত হইলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শুকবাক্য।

সূত কহিলেন, জীবন্মুক্ত আপ্তকাম শুকদেব পিতৃদেব দেবসম ব্যাসদেবের আদেশবশংবদ হইয়া, তথায় পদার্পণ করিলেন। তিনি ব্রহ্মযোগবশতঃ হ্রাসবৃদ্ধি ও ক্ষয়োদয় বিবর্জ্জিত এবং চিরকালই সর্ব্বলোকরমণীয় ও সর্ব্বলোকশোভ-

নীয় তেজঃ, প্রতাপ, শৌর্য্য, বীর্য্য, কান্তি, শ্রী, ধৈর্য্য ও ঔদার্য্যবিশিষ্ট ষোড়শবর্ষদেশীয় যুবা এবং নিজলাভ বশতঃ সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট। তাঁহার ললাটপট্ট, পৌর্ণমাসী আকাশ-পদবীর ন্যায়, পরম প্রশস্ত, পরম উজ্জ্বল, পরম বিকসিত, পরম বিচিত্র ও পরম মনোরম। তাঁহার বদনমণ্ডল প্রীতি ও বিশ্বাস পূর্ণ, প্রেম ও শ্রদ্ধালালিত এবং পরম আত্মীয় ভাবে অলঙ্কৃত। সর্ব্বদা ধর্ম্মের, ঈশ্বরের, ভক্তির ও প্রেমের আলোচনা এবং জ্ঞানের ও বিবেকের পরিচর্য্যা করিলে, যেপ্রকার অলৌকিক-শান্তিপূর্ণ জ্যোতির্ব্বিশেষের আবির্ভাব হয়, তাঁহার সুকোমল বদনকমল তাদৃশ জ্যোতির্ব্বলয়ে বেষ্টিত। দেখিলেই, পরম আত্মীয় ও পরম মিত্র ভাবিয়া, তৎক্ষণে আত্মদান করিতে স্বভাবতই ইচ্ছা ও ঔৎসুক্য জন্মে।

ব্রহ্মন্! তিনি সমাগত হইলে, রাজা পরীক্ষিত সাক্ষাৎ অভীষ্ট দেবতার আবির্ভাব ভাবিয়া, আপনাকে পরম আশ্বস্ত বোধ করিলেন। তাঁহার শান্তিময়ী দিব্যমূর্ত্তির সন্দর্শনমাত্রেই রাজার সমস্ত অন্তরতাপ তৎক্ষণাৎ যেন বিগলিত হইয়া গেল। অথবা, তাপ, সন্তাপ ও পরিতাপ ইত্যাদি বিনাশ করাই ধর্ম্ম ও তপস্যার স্বভাব। বিষের ঔষধ বিষ, ইহা সকলেই জানেন। ঋষিরা যে পঞ্চতপা করেন, সাংসারিক-সন্তাপ-নিবারণই তাহার উদ্দেশ্য। জলেই যেমন জলের নিবৃত্তি, তাপেই তেমন তাপের পর্য্যবসান। এইজন্য, তপের সৃষ্টি হইয়াছে। এইজন্যই মহাত্মা শুকদেবকে দর্শন করিয়া, রাজার তাপনিবৃত্তি হইল। তিনি এতক্ষণ

যেন তুষানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। ঋষির দর্শনমাত্র অমৃত-পানবৎ শীতল হইলেন। আর তাঁহার সে ম্লান ও বিষণ্ণ-ভাব রহিল না! ইহারই নাম তপস্যার দিব্যপ্রভাব!

রাজা স্নিগ্ধ ও নিরুদ্বেগ হইয়া, মহাভাগ শুকদেবকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! দিব্যজ্ঞানবলে সংসারের কোন ঘটনাই আপনার অবিদিত নাই এবং দিব্যশক্তিবলে কোন বিষয়ই আপনার অসাধ্য নাই। অতএব যাহাতে আমি আপতিত বিপদে উদ্ধার পাই, তদ্বিধানে অনুগ্রহ করিতে আজ্ঞা হউন। মৃত্যু হইবে বলিয়া আমি দুঃখিত নহি এবং তক্ষকের বিষানলপ্রবলজ্বালাও আমার অবিসহ্য নহে। পাছে পরলোকে স্থান না পাই এবং পাছে নারকী গতি লাভ হয়, এই ভয় ও এই আশঙ্কা, মৃত্যুও বিষ অপে-ক্ষাও আমার ব্যাকুলতার কারণ হইয়াছে। বাস্তবিক, বিষের জালা অপেক্ষাও পাপের জ্বালা ভয়ানক। ইহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। ভগবন্! আপনি কলি-কলুষনাশিনী, মুক্তিরূপ-পীযূষরসনিস্যন্দিনী, অন্তরতাপ-নির্হারিণী, পরলোকসাধিনী হরিগুণবাণী কীর্ত্তন করুন। উহা শান্তিরসের তরঙ্গিণী, ভক্তিরসের প্রবাহিণী এবং প্রাণ-মনের চরম বিরামবিধায়িনী। বিশেষতঃ, পাপীর যাতনা নিবারণের উহা অপেক্ষা দিব্য মহৌষধ আর নাই।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! যাহা জিজ্ঞাসা করিতে হয়, আপনি তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এইরূপ জিজ্ঞাসা করাই বুদ্ধিবিদ্যার সার্থকতা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের সাক্ষাৎ চরম ফল। দেখুন, বাসুদেবই ব্রহ্ম, সুতরাং, তাঁহাকে

জানাই এবং তাঁহার চরিতাদি শ্রবণ করাই লোকের একমাত্র অবশ্যকর্ত্তব্য পরম ধর্ম্ম। যাঁহা হইতে প্রেম আসিয়াছে, দয়া আসিয়াছে, ধর্ম্ম ও সত্য আসিয়াছে; যে প্রেম, দয়া, ধর্ম্ম ও সত্য না থাকিলে, সংসার থাকিতে পারে না; সেই সত্যস্বরূপ, ধর্ম্মস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ ও করুণাস্বরূপ বাসুদেব ভিন্ন জানিবার, শুনিবার ও ভাবিবার সামগ্রী আর কি আছে? লোকে না জানিয়াই, অন্য বিষয় জানিতে চাহে। কিন্তু জানে না, যে, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বিষয় মাত্রেই অসার, অশ্রদ্ধেয়, অবাস্তব ও একবারেই তজ্জন্য অগ্রাহ্য।

বিশেষতঃ, যখন ইহলোক ছাড়িয়া, পরলোকে যাইতে হইবে, কিন্তু কোথায় যাইতে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, কেননা পরলোকে স্বর্গ ও নরক উভয়ই আছে। তন্মধ্যে কোন্ স্থান কাহার প্রাপ্য, যখন তাহার কোনপ্রকার নিরাকরণ নাই, তখন বাসুদেবের চরিতকথা শ্রবণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। কেননা, উহা অপেক্ষা ভয়নিবারকতা শক্তি আর কাহারও নাই।

অতএব রাজন্! নির্দ্দেশ করুন, তাঁহার চরিতসম্বন্ধিনী কোন্ কথা কীর্ত্তন করিব। আপনি না জানিয়া, ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়াছেন। যাঁহারা ভগবানের কায়মনে আরাধনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। তাদৃশ ব্রাহ্মণই অমৃত ও বিষ, উভয় স্বরূপ। অর্থাৎ, তাঁহারা শাপ দিয়া যেমন ধ্বংস করেন, বর দিয়া তেমন অমর করিয়া থাকেন। আমরা যাঁহার উপাসনা করি, তুমি সেই ভগবানের পরম-

ভক্ত ও অনুরক্ত। এইজন্য, আমাদের পরমপ্রীতিপাত্র। এইজন্য আমরা সকলেই প্রীতিভরে বর দিতেছি, তোমার অপমৃত্যুজনিত কোনপ্রকার অধোগতি হইবে না।

সূত কহিলেন, পরমপবিত্রাত্মা পরীক্ষিত পরমর্ষিপ্রবর বাদরায়ণির এইপ্রকার শান্ত মধুর সরলোদার রমণীয় নীতি-গর্ভ বাক্যে আশ্বস্ত ও ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত বোধ করিয়া, সবিনয়ে কহিলেন, ভগবন্! আপনারা সাক্ষাৎ লোকগুরু ভগবানের অংশ। যাহা বলেন, কোন কালে কোন রূপে তাহার অন্যথা হয় না। আপনার দর্শনেই আমার শান্তি-লাভ হইয়াছে; অধুনা এই কথা শুনিয়া বাস্তবিকই মুক্ত হইলাম। আপনার বাক্য সকল শান্তিরসের আধার। উহা শুনিতে কাহার না অভিলাষ হয়? অতএব অনুগ্রহ-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন, ভগবান্ বাসুদেব কিজন্য পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করেন? পাণ্ডব অপেক্ষা যেমন ভগবানের ভক্ত ও প্রিয়পাত্র নাই; ভগবান্ আপক্ষা তেমন পাণ্ডবগণের সখা বা প্রিয়মিত্র নাই। অতএব পরস্পরের বিগ্রহপ্রসঙ্গে বিপক্ষে অভ্যুত্থান, অনলের শৈত্যোৎপত্তিবৎ অতীব বিস্ময়া-বহ ও সন্দেহজনক।

শুকদেব কহিলেন, নরদেব! দেবাদিদেব বাসুদেবের মহিমার অবধারণ করা সহজ নহে। তিনি কখন বিপক্ষ ও কখন স্বপক্ষ রূপে ভক্তের গৌরব বর্দ্ধন ও সম্মানরক্ষা করেন। পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধও সেইরূপ। ফলতঃ, ভক্তের প্রতি ভগবানের কখন বিমতিতা নাই। যিনি গুণের সৃষ্টি করিয়া-ছেন, তিনি ভিন্ন গুণের পক্ষপাতী, রক্ষাকর্ত্তা ও বর্দ্ধয়িতা

আর কে হইতে পারে? অধুনা প্রকৃত বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

উর্ব্বশীর প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ।

শুকদেব কহিলেন, যিনি পিতার পিতা ও গুরুরও গুরু, সেই বিশ্বদেব বাসুদেবকে নমস্কার।

যিনি জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন,সেই আত্মদেব গুরুদেবকে নমস্কার।

রাজন! অবধান করুন। সাক্ষাৎ শঙ্করের অংশ মহামুনি দুর্ব্বাসা দূর্ব্বাপত্রমাত্র আহার করিয়া, কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার দুরন্ত শাসনে স্ব স্ব ব্যাপার পরিহার করিয়াছে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণাও ভয়ে তাঁহার নিকট আর আগমন করে না। বিষয়পিপাসাও নিতান্ত শঙ্কিতা হইয়া, তাঁহার ত্রিসীমা পরিহার করিয়াছে। এইরূপে তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া,এক মনে এক ধ্যানে যোগসাধনে প্রবৃত্ত; তাঁহার চতুর্দ্দিকে প্রবল অনল সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত এবং মস্তকোপরি প্রভাকর প্রখরকরনিকরবর্ষণে ব্যাপৃত। আহার নাই, নিদ্রা নাই, ক্ষণমাত্র বিশ্রাম বা বিরাম নাই।

তদবস্থায় সহস্র বৎসর অতীত হইলে, তদীয় ইন্দ্রিয়গণ দুষ্কর তপস্তাপে পরিতাপিত ও একান্ত অসহমান হইয়া,

সমবেত ক্রমে সবিনয়ে তাঁহারে কহিল, ভগবন্! নিবৃত্ত হউন, সিদ্ধ হইয়াছেন। পরের দুঃখ নিবারণ ও সুখ সমুৎপাদন করাই আপনার ন্যায় মহাভাগজনের স্বভাব ও নিত্যব্রত। অতএব আমাদের দুঃখে দৃষ্টিপাত করুন। আমরা আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া, কখনও সুখী হইতে পারি নাই। দেখুন, আমাদের মধ্যে মনঃ আমাদের সহায়তায় বিবিধ বিষয়ভোগে সর্ব্বদাই লালসাপর; রসনা সুরস-দ্রব্য-পানে, কর্ণ মনোহর-ধ্বনি-শ্রবণে, নাসিকা সুখদ-গন্ধ ঘ্রাণে, নেত্র সুন্দর-বস্তু দর্শনে এবং ত্বক্ মনোজ্ঞ-স্পর্শনে নিরন্তর অভিলাষী। কিন্তু সহস্র বৎসর হইল, আমাদের এ সকলের কিছুই হয় নাই। আমরা এতকাল কেবল ক্লেশ-পরম্পরা ভোগ করিয়াছি। অদ্য আপনার প্রসাদে সুখী হইতে ইচ্ছা করি। আপনি এখন জীবন্মুক্ত সিদ্ধযোগী; মনে করিলেই, আত্মার অব্যাঘাতে আমাদের তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। দেখুন, লোকে সুখী হইব বলিয়াই, মহতের আশ্রয় গ্রহণ করে। সংসারে সুখ দুঃখ উভয়ই আছে। তদনুসারে কেহ সুখী ও কেহ দুঃখী। কেহ নিজের দোষে দুঃখ পায় এবং কেহ নিজের গুণে সুখ ভোগ করে। তন্মধ্যে যাহারা দোষবশতঃ দুঃখ পায়, তাহারা অবশ্য তজ্জন্য দণ্ডার্হ হইতে পারে। কিন্তু যাহারা বিনা দোষে দুঃখ ভোগ করে, তাহাদের সেই দুঃখ মোচন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের কোন দোষ নাই। তথাপি, আমরা ক্লেশ ভোগ করিতেছি। আপনার তপস্যাই এ বিষয়ের কারণ। অথবা, আপনার ন্যায় জ্ঞানবিজ্ঞানপারদর্শী

মহর্ষিকে উপদেশ করা, আর খদ্যোত হইয়া, চন্দ্রের জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা, উভয়ই সমান কথা।

ইন্দ্রিয়গণের এইপ্রকার করুণোক্তি শ্রবণে মহর্ষির ধ্যানভঙ্গ হইল। তখন তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া, চতুর্দ্দিক্ দর্শন করিতে লাগিলেন। সমস্ত সৃষ্টি নূতন বলিয়া তাঁহার মনে হইল। বাস্তবিক, তখন বসন্ত কাল। নবযৌবনের সমাগমে শরীরের যেমন শোভা হয়, বহুদিনের পর গৃহাগত প্রবাসী পতির প্রথম স্বর শ্রবণেই বিরহিণী রমনীর মুখকান্তি যেমন সহসা সমুল্লাসিনী হয়, বসন্তলক্ষ্মীর শুভসমাগমে চতুর্দ্দিক্ তেমনি সুশোভিত ও সমুল্লসিত হইয়াছে। উদ্যান সকল পুষ্পময়, পুষ্প সকল মধুকরময়, মধুকর সকল গুঞ্জনময় এবং গুঞ্জন সকল মাধুর্য্যময়, সুতরাং সকল ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তিজনক শক্তিময় হইয়া উঠিয়াছে; অর্থাৎ যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, ঘ্রাণ করা বা স্পর্শ করা যায়, তাহাই তৃপ্তি ও তুষ্টি সম্পাদন করে। কোকিলাদি কলকণ্ঠ বিহঙ্গমকুলের মদকল মধুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া, কেহ দুর্ব্বিষহ স্মরদহনে অহরহ দহ্যমান এবং কেহ বা ব্রহ্মানন্দরসানুভবে পুনঃ পুনঃ আপ্যায্যমান হইতেছে। সংসারে দ্বিবিধ গতি, বিদ্যা ও অবিদ্যা। এই বিদ্যাবলে প্রকৃত বস্তু জানিতে পারা যায় এবং অবিদ্যা অমৃতকেও বিষ করিয়া থাকে। সংসারে অবিদ্যাই বলবতী। এই অবিদ্যা, স্ত্রী রূপে, মদ্য রূপে, দ্যূত রূপে, মৃগয়া রূপে, কাম ও কামনা রূপে সংসারে প্রধানতঃ বিচরণ করিতেছে। ইহার প্রভাবে লোকের মতিগতি বিপরীত হইয়া থাকে। সেইজন্য সে সুখের

বসন্তকেও অসুখের জ্ঞান করে। সেইজন্য, যাহা প্রকৃত সুখ, তাহাই তাহার দুঃখ বলিয়া বোধ হয়। পুত্র অপেক্ষা পরম আত্মীয় আর কে আছে? সেই পুত্র হইতেও ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাও অবিদ্যার কার্য্য।

মহর্ষি দুর্ব্বাসা এবংবিধ মনোহর সময় সন্দর্শনে সাতিশয় প্রীতিমান্ হইয়া,ইন্দ্রিয়গণের সন্তুষ্টিসম্পাদনমানসে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া, পৃথিবীর সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুত্রাপি প্রীতির উপায় দেখিতে পাইলেন না। এই রূপে মর্ত্ত্যলোকে ইন্দ্রিয়গণের প্রীতিসাধনে অসমর্থ হইয়া,তিনি দেবরাজের পালিত অমরনগরীতে সমাগত হইলেন। তথায় পদার্পণপূর্ব্বক স্বর্গের অসীম বৈভব অবলোকন করিয়া,তাঁহার নিরতি হর্ষ ও নিরতি প্রীতি সমুপস্থিত হইল। তথায় মলয়সমীরণ মৃদুমন্দ গমনে চিরকালই প্রবাহিত হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, উহার সুখময় শীতল স্পর্শে মর্ত্ত্যলোকের ন্যায়, কামের আবির্ভাব না হইয়া, নিরুপম ব্রহ্মানন্দেরই সঞ্চার হইয়া থাকে। ঋষি উহার পবিত্র স্পর্শে পরমপ্রীতিমান্ হইয়া, কৃতার্থ বোধ করিলেন। তাঁহার মন ব্রহ্মানন্দরসে মগ্ন হইয়া গেল। অথবা, যে ব্যক্তি যেরূপ, তাহার প্রবৃত্তি তদ্রূপ হইয়া থাকে। কলঙ্কী লোকেই নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্ক দর্শন করে। কিন্তু যাঁহারা স্বভাবতঃ নির্ম্মলচিত্ত, তাঁহারা ঐ কলঙ্ককে সৌভাগ্যের ছায়া বলিয়া বোধ করেন। ঋষির স্বভাব অতি পবিত্র, উহাতে দোষের লেশমাত্র নাই। সেই জন্য, তাঁহার পক্ষে সকলই পবিত্র। পবিত্রস্বভাব লোকে

এইজন্যই সুখী হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বিধাতার সৃষ্টিতে কিছুই দোষের নাই। কেননা, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং নির্দ্দোষ। মানুষ কেবল বুঝিতে না পারিয়া, দোষ আনয়ন করিয়াছে। যেখানে এইপ্রকার দোষের অধিষ্ঠান বা সন্নিধান, তাহাকেই পৃথিবী বলে। যেখানে দোষের অধিষ্ঠান নাই, তাহারই নাম স্বর্গ। ঋষি দেখিলেন, স্বর্গে জরা, ব্যাধি ও আধি প্রভৃতি কোন দোষ নাই। সত্যধর্ম্মের নিত্যসান্নিধ্যবশতঃ অভয় ও অমৃত তথায় নিত্যবিরাজমান। তজ্জন্য, তত্রত্য অধিবাসীবর্গ অমর ও নির্জর এবং দেব নামে অভিহিত। মানুষ এই স্বর্গীয়সুখবার্ত্তার লেশ জানে না। সে দুঃখের উপর দুঃখ ভোগ করে। কচিৎ কদাচিৎ যদিও সুখের মুখ নিরীক্ষণ করে; কিন্তু তাহা দুঃখরূপ কুজ্ঝটিকায় নিবিড় আবৃত। এইজন্য, সুখেও সে সুখী নহে এবং আমোদেও সে আমোদ প্রাপ্ত হয় না। স্বর্গে এইপ্রকার ঘটনার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। সেখানে নিত্যসুখ ও নিত্য-আমোদ।

ঋষি এইপ্রকার সর্ব্বলোকোত্তর অপার স্বর্গীয় বিভব দর্শন করিতে করিতে পরম পুলকিত হইয়া, যেখানে সহস্রলোচন শচীপতি দেবগণের সহিত সমাসীন হইয়া, বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে সুখময় সময় যাপন করিতেছেন, সেই সুধর্ম্মানামক সুপ্রসিদ্ধ দেবসভায় সমাগত হইলেন। সভা স্বীয় মহিমায় শূন্যভরে অবস্থান করিতেছে। পাপীর পদার্পণমাত্রেই পতিত হইয়া থাকে এবং পুণ্যাত্মার সমাগমে আরও উত্থিত হয়। পবিত্রস্বভাব ঋষির পবিত্র পদার্পণে সেই সুপবিত্র সভা তৎক্ষণাৎ আরও সমুত্থিত হইল। দেবরাজ সহসা এই

ব্যাপার দর্শন করিয়া, যেমন দৃষ্টিপাত করিবেন, অমনি মহাভাগ মহর্ষিকে দর্শন করিলেন। মানীর নিকটই মানীর মান এবং গুণীর নিকটই গুণের গৌরব। আবার, জল জলেই মিলিত হইয়া থাকে। এই কারণে, মহামানী ও মহাগুণী দেবরাজ মহামান্য ও মহাগণ্য মহর্ষির দর্শনমাত্র অতিমাত্র সম্ভ্রম ও সমাদরসহকারে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক তাঁহার সমুচিত ও আপনার পদোচিত সভাজন সহ-কৃত পূজাবিধি যথাবিধি সমাহিত করিলেন এবং বসিবার জন্য স্বহস্তে দিব্য আসন প্রদান করিয়া, স্বয়ং ঋষির সম্মুখে দাসবৎ ও ভৃত্যবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। ইহারই নাম প্রকৃত বিনয় ও প্রকৃত শিষ্টাচারসহকৃত মহানুভাবতা।

মহর্ষি এইপ্রকার মহানুভাবতায় বাস্তবিকই মোহিত হইয়া, মনে মনে শতবার দেবরাজের গুণগান করিয়া, পরমপ্রীতিভরে ও সমাদরসহকারে আসনপরিগ্রহপুরঃসর সস্নেহ মধুর উদার বাক্যে কহিলেন, দেবরাজ! যেখানে বিনয়, সেইখানেই উন্নতি এবং যেখানে শিষ্টতা, সেই খানেই সম্পদ; ইহা অদ্য প্রত্যক্ষ দর্শন করিলাম। বলিতে কি, তুমি এইরূপ পূজ্যপূজা, এইরূপ বিনয় ও এইরূপ শিষ্টাচার দ্বারাই ঈদৃশী স্বর্গীয় সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছ। আমি আর তোমাকে অন্য আশীর্ব্বাদ কি করিব? যাহা প্রার্থনা করিতে হয়, যাহা বর দিতে হয় এবং যাহা আশীর্ব্বাদ করিতে হয়, সে সমস্তই তোমাতে বিদ্যমান। তথাপি, প্রার্থনা করি, আশীর্ব্বাদ করি ও বরদান করি, তোমার এই সমৃদ্ধি স্থায়িনী এবং উত্তরোত্তর আধিক্যশালিনী হউক।

মহর্ষি এই প্রকার বাগ্‌বিন্যাসপুরঃসর বিনিবৃত্ত হইলে, দেবরাজ শতক্রতু সমুচিত প্রতিবচন প্রদান করিয়া কহিলেন, ভগবন্! অধীনের প্রতি, ভৃত্যের প্রতি ও অনুগতের প্রতি যেরূপ বলিতে হয়, তাহাই আপনি বলিয়াছেন। ঋষিবাক্য, বিশেষতঃ আপনার ন্যায়, মহর্ষিবাক্য কখনও মিথ্যা বা অন্যথাপন্ন হয় না। অতএব যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা অবশ্যই হইবে এবং আমিও ভক্তিপূর্ব্বক উহা শিরোধার্য্য করিলাম। এক্ষণে যে জন্য শুভ পদার্পণপূর্ব্বক আমার এই ক্ষুদ্র রাজ্যকে পবিত্র অপেক্ষাও পবিত্র করিয়াছেন, তাহা আদেশ করিলে, বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করিব। ভৃত্যের কর্ত্তব্য এই, প্রভুর আজ্ঞা পালন করা এবং আপনার ন্যায়, পরম পবিত্রস্বভাব প্রভু যে ভৃত্যকে ঐরূপ আজ্ঞা করিয়া, অনুগৃহীত করেন, সেই ভৃত্যই সার্থকজন্মা। বলিতে কি, অদ্য আমি ভবদীয় আজ্ঞানুগ্রহলাভে কৃতার্থ হইতে অভিলাষী হইয়াছি। অতএব সত্বর আজ্ঞা করিয়া, আমায় অনুগৃহীত ও কৃতার্থ করুন।

ঋষি কহিলেন, দেবরাজ! আমি তোমার এই অমৃতায়মান মধুরবাক্যে পরম প্রীতিমান্ হইয়াছি। বলিতে কি, আমি যে জন্য আসিয়াছি, তোমার এইপ্রকার সমাদরেই তাহা আমার সিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি, তোমার ন্যায় মহাজনের অনুরোধ প্রতিপালন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। এই জন্য, বলিতেছি, অবধান কর। শতক্রতু! তুমি অবশ্য শুনিয়া থাকিবে, আমি ব্রহ্মসাধনমানসে সহস্র বর্ষব্যাপী কঠোর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তোমাদের

কল্যাণে আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের প্রার্থনাপূরণে তদ্যাপি কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। তজ্জন্য তোমার সাহায্যগ্রহণে অভিলাষী হইয়া, স্বর্গে আগমন করিয়াছি। দিব্যশক্তিপ্রভাবে তোমার কোন বিষয়ই অপরিজ্ঞাত নাই। বলিতে কি, পার্থিব সমস্ত বিষয়ই ভোগ করিয়াছি। এক্ষণে স্বর্গীয় কৌতুকাদি বিষয় ভোগ হইলেই, ইন্দ্রিয়গণের চরম তৃপ্তিলাভ হয়। স্বর্গের পর ব্রহ্মলোক এবং ব্রহ্মলোকের পর বৈকুণ্ঠ। ঐ সকল লোকে আর কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়ব্যাপারসম্পর্ক নাই। সেইজন্য, সেখানে যাইবার আবশ্যকতা নাই।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! দেবরাজ মহর্ষির এই বাক্যে কৃতার্থ বোধ করিয়া, সবিনয়ে কহিলেন, ভগবন্! আমার এই স্বর্গরাজ্য আপনারই প্রসাদজ। অতএব যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই সম্পন্ন হইয়াছে, মনে করুন। এই বলিয়া তিনি সবিশেষপর্য্যালোচনাপূর্ব্বক অন্যতর দূতকে আহ্বান করিয়া, আজ্ঞা করিলেন, তুমি ক্ষণবিলম্বপরিহারপুরঃসর উর্ব্বশীকে এইখানে আনয়ন কর। (এই উর্ব্বশী অপ্সরাগণের প্রধান, নর্ত্তকীগণের প্রধান, গায়িকাগণের প্রধান, রমণীগণের প্রধান ও বিলাসিনীগণের প্রধান; অধিক কি, বিধাতার রমণীসৃষ্টির প্রধান। তাঁহার রূপের তুলনা নাই, সৌন্দর্য্যের সীমা নাই, লাবণ্যের উপমা নাই ও কান্তির সাদৃশ্য নাই। তাঁহার মুখে পদ্মগন্ধ, দৃষ্টিতে পদ্মবিকাস, শরীরে পদ্মসৌকুমার্য্য ও বাক্যে পদ্মমাধুর্য্য। অথবা, তাঁহার বদনে চন্দ্রপ্রকাশ, শরীরে চন্দ্রকান্তি, দৃষ্টিতে চন্দ্র-

বিকাশ ও বাক্যে চন্দ্রমাধুর্য্য। এই রূপে তিনি যেন পদ্ম ও চন্দ্রের উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছেন। বিধাতা যেন তাঁহাকেই প্রথমে নারীসৃষ্টির আদর্শ করিয়া নির্ম্মাণ করেন। পরে তাঁহার অনুকরণে অন্যান্য রমণীর সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি লাবণ্যের আদ্য উৎস এবং সৌন্দর্য্যের প্রথম সৃষ্টি। এই কারণে তিনি সৃষ্টির এক অপূর্ব্ব সামগ্রী।

সূত কহিলেন, উর্ব্বশী দূতমুখে প্রভু দেবরাজের নিদেশ-শ্রবণমাত্র অতিমাত্র সমাদৃত হইয়া, সদৃশ বেশভূষা ধারণ করিয়া, দ্বিতীয় লক্ষ্মী ও দ্বিতীয় শচীর ন্যায়, সভায় সমাগত হইলে, সকলেই বোধ করিলেন, সাক্ষাৎ স্বর্গলক্ষ্মীর শুভ সমাগম হইল। অমররাজ ইন্দ্র অনুগতা উর্ব্বশীকে উপস্থিত অবলোকন করিয়া, উদার বাক্যে কহিলেন, অয়ি কল্যাণি! এই মহর্ষি দুর্ব্বাসা অদ্য আমাদিগকে অনুগৃহীত করিতে আগমন করিয়াছেন। তুমি সদৃশ বিধানে নৃত্য করিয়া, ইহাঁর মনস্তুষ্টি বিধান ও বর গ্রহণ কর।

সূত কহিলেন, হে দ্বিজোত্তমবর্গ! লোকে যেমন না জানিয়া, বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ অহংকার বা আপনা আপনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া, পতিত ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অহংকার অপেক্ষা শত্রু ও বিনাশের সাক্ষাৎ সাধক আর নাই। বিশ্ববিজয়ী মহারাজ রাবণ এই অহংকারবশেই বানরের হস্তে পতিত হইয়াছে। ইহা সকলেই জানে। দুর্য্যোধনেরও অহংকারবশে মতিচ্ছন্ন ও তজ্জন্য আশু বিনাশ সংঘটিত হয়। উর্ব্বশীরও অদ্য অহঙ্কারবশে মতিচ্ছন্ন ও তজ্জন্য পতনসংঘটন হইল। মহর্ষি দুর্ব্বাসা স্বভাবতঃ কৃষ্ণ-

বর্ণ, কৃশ ও রুক্ষাঙ্গ; তাহাতে আবার মস্তকে কপিশবর্ণ মলিন জটাজূট ও গাত্রে উৎকট গন্ধ এবং স্বর অতি গম্ভীর ও দৃষ্টি অতি তীব্র। ইন্দ্রের আদেশপ্রাপ্তিমাত্র হতভাগিনী ঊর্ব্বশী তাদৃশ মহর্ষির প্রতি অশুভ দৃষ্টি নিপাতিত করিয়া, অতি অশুভ ক্ষণেই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, দেবরাজের ভদ্রাভদ্রজ্ঞান নাই, সেইজন্যই তিনি ঈদৃশ পশুমূর্ত্তি ব্যক্তির নিকট আমারে নৃত্য করিতে আদেশ করিলেন। এই ব্যক্তির যেরূপ পশুর ন্যায় আকার প্রকার, তাহাতে আমার নৃত্যের কি বুঝিবে এবং আমিই বা কি রূপে ইহার সম্মুখে নৃত্য করিব?

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! অজ্ঞানে আচ্ছন্ন ও অবিদ্যার বশতাপন্ন ব্যক্তিগণ ক্ষুদ্র মহানের প্রভেদ করিতে পারে না। তাহাদের নিকট কাচ কাঞ্চন একই হইয়া থাকে। আবার, যখন অজ্ঞানের অতিমাত্র প্রাবল্য ঘটে, তখন লোকে কাঞ্চন ফেলিয়া, কাচেরই পরিগ্রহ করে। ঊর্ব্বশী স্বভাবতঃ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন ও পশুভাবাপন্ন; তজ্জন্য বুঝিতে পারিল না, যে, মহাভাগ মহর্ষি দুর্ব্বাসা ভস্মাচ্ছাদিত প্রলয়-বহ্নি; স্পর্শ-মাত্রেই অতিক্ষুদ্র পতঙ্গবৎ তৎক্ষণে বিনষ্ট হইতে হয়। এই কারণে হতভাগিনী ঊর্ব্বশী তাঁহাকে দলিত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ মানীর মান ও মহতের গৌরব রক্ষা করেন। এইজন্য লোকে মহতের গৌরব হানি করিয়া, সহজে পরিহার বা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না। ঊর্ব্বশী কি রূপে এই নিয়মের বহিভূ্ত হইবে? সে যেমাত্র মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিল, মহর্ষি দুর্ব্বাসা তৎ-

ক্ষণাৎ তাহার মুখভঙ্গীদর্শনে দিব্যজ্ঞানবলে তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং বুঝিতে পারিয়াই ক্রোধভরে কহিলেন, রে পাপীয়সি ! আমি দুর্ব্বাসা, সাক্ষাৎ রুদ্রের অংশে অবতরণ করিয়াছি। তোর ন্যায়, পাপকারী ও অহংকারী ব্যক্তিবর্গের বিনাশ ও পতন সাধন করাই আমাদের একমাত্র কার্য্য। বাস্তবিক, পাপের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। অতএব অদ্য তুমি সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে ; কোন মতেই ইহার অন্যথা হইবে না। তুমি অকারণে আমারে পশু জ্ঞান করিলে। এই কারণে পশুযোনি প্রাপ্ত হইবে। এই স্বর্গভূমি স্বভাবতঃ পরমপবিত্র ; তোমার ন্যায় অপবিত্রগণের ইহাতে বাস করা কোন মতেই বিধেয় বা উপযুক্ত হইতে পারে না। রে আত্মভ্রংশকারিণি ! তুমি এই মুহূর্ত্তেই পাপ পৃথিবীতে পতিত ও ঘোটকী হইয়া জন্মগ্রহণ কর। যাহারা অন্যকে পশুজ্ঞান করে, তাহাদের পশুযোনিপ্রাপ্তিই সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত। বিধাতা এইপ্রকার প্রায়শ্চিত্তবিধান জন্যই আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের ন্যায়, পাপগণ এইপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব আত্মপাপের যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত ভোগ কর। এবিষয়ে আর দ্বিরুক্তি করিও না। দেখ, যতদিন না পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয়, ততদিন বিষম ক্লেশভোগ হইয়া থাকে। এই ক্লেশেরই নাম অনুতাপ, অন্তর্দ্দাহ, আত্মগ্লানি, অনুশয়, অন্তরানল ও হৃদয়বেদনা ইত্যাদি।

সূত কহিলেন, ঋষি এইপ্রকার দুরত্যয় বাগ্‌বজ্র প্রয়োগ করিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ উর্ব্বশীর অতিমাত্র অবসাদদশার

সঞ্চার হইল। এবং সে চতুর্দ্দিক্ যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিল। তখন সে আপনার অবশ্যম্ভাবিনী পতনদশা অনুভব করিয়া, ঋষিকে চিনিতে পারিয়া, ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকেই তদীয় পদপ্রান্তে ছিন্নমূল লতার ন্যায় পতিত হইল। তাহার চৈতন্য রহিত হইয়া গেল। তদবস্থায় কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে, সে অল্পে অল্পে সংজ্ঞা লাভ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে স্খলিত বচনে ও শুষ্ক লোচনে কহিল, ভগবন্! আমি যে পাপ করিয়াছি, তাহার পরিহার নাই। তবে, স্ত্রীজাতি, স্বভাবতঃ কৃপার পাত্রী। এই কারণে আমারে অনুগ্রহ করিতে হইবে। ক্ষুদ্রের প্রতি ক্ষমাই মহাত্মাদের স্বভাব। বিশেষতঃ, তপস্বীর ক্ষমাই ভূষণ। অতএব আমারে একান্ত অনুগতা ও অনাথা ভাবিয়া, ক্ষমা করুন। আপনার ন্যায়, মহাভাগ ব্যক্তিগণ যাহা বলেন, কোন মতেই তাহার অন্যথা হয় না। অতএব, আমি অবশ্যই ঘোটকী হইব—আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। কিন্তু অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বিধান করিতে হইবে, আমি যেন পুনরায় নিজ রূপ প্রাপ্ত হই।

সূত কহিলেন, অনবদ্যা উর্ব্বশী এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ করিয়া, স্ত্রীস্বভাব-সুলভ-কারুণ্য-প্রকাশপুরঃসর সমস্ত সভামণ্ডল ব্যথিত করত, তার স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবসমাজ সম স্বরে, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, বলিয়া বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলে, ঋষির করুণা-সঞ্চার হইল; প্রজ্বলিত অগ্নি যেন সহসা নির্ব্বাণ হইয়া গেল। তখন তিনি মধুর বাক্যে উর্ব্বশীরে আশ্বস্ত করিয়া, কহিলেন, অয়ি কল্যাণি! তুমি আর কখনও আত্মাভিমানে অন্ধ হইয়া,

সাধুজনের মর্য্যাদাভঙ্গরূপ গুরুতর পাপে এ রূপে পতিত হইও না। তোমার ন্যায়, ক্ষুদ্রপ্রাণের কথা কি, ইন্দ্রের ন্যায়, অত্যুচ্চ ব্যক্তিদিগকেও এইপ্রকার সাধুমর্য্যাদাভঙ্গরূপ অপরাধে পতিত হইতে হয়। অতএব তুমি আপনার এই অধঃপতন জন্য ক্ষুণ্ণ বা বিষণ্ণ হইয়া, কোন মতেই দৈন্যপ্রকাশ করিও না। দেখ, সম্পদ্ বা বিপদ্, কোন অবস্থাই স্থায়িনী হয় না। অতএব তুমি অবিশঙ্কিত চিত্তে মর্ত্ত্যলোকে গমন কর। তথায় ঘোটকী হইলেও, রাজা দণ্ডীর সহবাসে পরম উল্লাসে কালযাপন ও পুনরায় শাপাবসানে স্বপদে আরোহণ করিবে। ভাবিনি! অষ্টবজ্র একত্র সমবেত হইলেই, তোমার শাপমুক্তি ও পুনরায় স্বর্গসংপ্রাপ্তি সংঘটিত হইবে। ইহাতে অন্যথা নাই। অতএব তুমি এবিষয়ে আর কোন উত্তর করিও না।

সূত কহিলেন, এই বলিয়া মহাভাগ মহর্ষি স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, উর্ব্বশী সকলের সমক্ষে স্বর্গভ্রষ্ট ও ধরাতলে পতিত হইয়া, ঋষিশাপের অবশ্যম্ভাবিতাপ্রযুক্ত দিব্য ঘোটকীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

বিংশ অধ্যায়।

রাজা দণ্ডী।

সূত কহিলেন, দ্বিজগণ! অবধান করিতে আজ্ঞা হউক।

স্বর্গে অমরাবতীর ন্যায়, পৃথিবীতে অবন্তীনগর বিরাজমান। শান্তির সমুদয়ে সাধুহৃদয়ের যেপ্রকার শোভা হয়, অবন্তির সান্নিধ্যে পৃথিবীর তদ্রূপ শোভা হইয়াছিল। তত্রত্য অধিবাসীগণ হৃষ্টপুষ্ট, সর্ব্বদা সমৃদ্ধিবিশিষ্ট এবং শিষ্ট, শান্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। তাহাদের মধ্যে কেহই নষ্টচরিত বা ভ্রষ্টপ্রকৃতি নহে। এইজন্য কাহারই কোন কালে কোনরূপ কষ্ট ছিল না। সকলেই শ্রেষ্ঠভাবাপন্ন এবং ভগবানে নিষ্ঠাসম্পন্ন। তাহাদের তেজ, সাহস, ধৈর্য্য, বীর্য্য, উৎসাহ ও কার্য্যশক্তির সীমা ছিল না। তাহারা বিবিধবিদ্যাবিশারদ, বিবিধশাস্ত্রপারদর্শী, বেদবেদাঙ্গে বিশিষ্টরূপ-জ্ঞানবান্, চতুঃষষ্টিকলানিপুণ এবং সকলেই পরস্পরের সাহায্যে প্রবৃত্ত ছিল।

নগরমধ্যে নিত্য ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান, নিত্য বিবিধ মহামহোৎসবসমাধান এবং নিত্য নানাপ্রকার বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদ ক্রিয়মাণ হইত। কাহারও ক্লেশ ছিল না, দারিদ্র্য ছিল না, শোক ছিল না, বিপদ ছিল না, অবসাদ ছিল না, অভাব ছিল না ও পাপ ছিল না। সকলেই সাধু, সচ্চরিত্র, সদাচার, সৎ ও সম্পন্নস্বভাব; এইজন্য, চৌর্য্য, তস্করতা, দস্যুবৃত্তি, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ছলনা ও কাপট্য ইত্যাদি দুষ্প্রবৃত্তির সম্পর্ক বা নাম ছিল না। কেহ অকালে মরিত না, কেহ অনাথ ছিল না, আতুর বা পঙ্গু অথবা অবশাঙ্গ কিংবা বিকলাবয়ব এপ্রকার ব্যক্তিরও নাম ছিল না। কেহ ভিক্ষা করিত না। সকলেই দানশীল, বদান্য, ধনধান্যসম্পন্ন ও সবিশেষ সৌভাগ্যবিশিষ্ট। ইত্যাদি বিবিধ কারণে

অবন্তীনগরী পৃথিবীর স্বর্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। এইজন্য পৃথিবীতে অবন্তীর গৌরবের সীমা ছিল না এবং এইজন্যই অবন্তীর নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল।

দেবরাজ যথাকালে বারিবর্ষণ করিয়া, অবন্তীর পরিপালন করিতেন এবং অন্যান্য লোকপালগণও অবন্তীর পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে তথায় কখনও অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ,মূষিক ও খগ ইত্যাদি লোকসংহারক উপদ্রবের সম্পর্ক ছিল না। দৈব, কাল, অদৃষ্ট, নিয়তি ও কর্ম্ম সকলেই অবন্তীর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। এই জন্য তাহার সুখের বিচ্ছেদ ছিল না। কোন দেবতা বা কোন গ্রহই তাহার প্রতি বিরুদ্ধ বা অপ্রসন্ন ছিলেন না।

মহারাজ দণ্ডী এবংবিধ ও অন্যবিধ বহুবিধ গুণবিশিষ্ট অবন্তীনগরের রাজপদ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার শরীরে সমস্ত রাজগুণই বিরাজমান। এইজন্য তিনি প্রজালোকের স্নেহ, প্রীতি, অনুরাগ, মমতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস ও আত্মীয়তা অধিকার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মন্! তিনি যেমন পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজালোকের পালন করিতেন; প্রজারা তেমনি পিতৃনির্ব্বিশেষ ভক্তি করিয়া, তাহার প্রতিশোধ প্রদান করিত। রাজা দণ্ডী এরূপ সৎস্বভাব ও অসীমপ্রভাববিশিষ্ট যে, প্রজালোকের ধনপ্রাণের ন্যায়, মনেরও প্রভু ছিলেন। তাঁহার শাসনে কেহই অসন্তুষ্ট ছিল না। তিনি শাসনবিষয়ে দ্বিতীয় রাম, তেজে দ্বিতীয় ভাস্কর, সৌম্যতায় দ্বিতীয় চন্দ্র, ধৈর্য্যে দ্বিতীয় পৃথিবী, গাম্ভীর্য্যে দ্বিতীয় সাগর ও প্রতাপে দ্বিতীয় যম ছিলেন।

তাঁহার শাসন কোন কালে কোন দেশে কোন ব্যক্তিতেই ব্যতিক্রান্ত বা লঙ্ঘিত হইত না। তাঁহার বিপক্ষ পক্ষ ক্রমশঃ কৃষ্ণপক্ষ-শশিবৎ ক্ষয় প্রাপ্ত ও মিত্রপক্ষ শুক্লপক্ষ-শশাঙ্কবৎ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি আপন গৃহের ন্যায়, যেখানে সেখানে বিচরণ করিতেন। এ বিষয়ে রাত্রি দিন, আলোক অন্ধকার, বিচার ছিল না। প্রহরী ও রক্ষী তাঁহার বাহ্য শোভামাত্র ছিল। নতুবা, প্রজালোকে সকলেই তাঁহার প্রহরী ও রক্ষী ছিল।

ভগবন্! হতভাগিনী ঊর্ব্বশী মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপে কলুষীকৃত ও তুরঙ্গিণীরূপে পরিণত হইয়া, পৃথিবীতে অবতরণপূর্ব্বক অবশ্যম্ভাবিনী ঘটনাবশে এই রাজা দণ্ডীর দিব্য বিহারকাননে বাস করিতে লাগিল। ঋষি অনুগ্রহপূর্ব্বক এইরূপে কিয়দংশে শাপের পরিহার করিয়াছিলেন যে, সে দিবসে অশ্বিনী ও রাত্রিতে দিব্যরূপলাবণ্যশালিনী রমণী হইবে। ইহাই তাহার শাপের পরিহার এবং ইহাই তাহার প্রবোধের কথঞ্চিৎ স্থান। ঊর্ব্বশী এইরূপ নিয়তিবশে অনায়ত্ত হইয়া, অগত্যা অশ্বিনীবেশে সেই দিব্য কাননপ্রদেশে বাস করিতে লাগিল। সে যেমন পূর্ব্বদেহে রমণীকুলের প্রধান ছিল, এক্ষণে তেমনি ঘোটকীদেহে তুরঙ্গিণীসমাজের শিরোমণিপদ অধিকার করিল। অথবা, মহাত্মাগণের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মই এই, তাঁহারা বিপদেও কখন স্বীয় প্রকৃতি পরিহার করেন না। দিবাকর অস্তগমনসময়েও তেজোরাগপ্রতাপময়ী দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ইহাই এবিষয়ের প্রমাণ।

একবিংশ অধ্যায়।

দণ্ডীর মৃগয়া ও ঘোটকীদর্শন।

শৌনক কহিলেন, সূত! তোমার কথাসকল সাক্ষাৎ অমৃত। এইজন্য বারংবার শ্রবণ করিতে নিরতি কৌতুক উপস্থিত হইতেছে, তুমি পুনরায় কীর্ত্তন কর।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! পরমভাগবত পরীক্ষিত এবংবিধ অপূর্ব্ব ঘটনা শ্রবণ করিয়া, পরমপ্রীতিমান্ হইয়া, পরমহংসপ্রধান শুকদেবকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ঊর্ব্বশী অশ্বিনী হইয়া, কতকাল সেই অরণ্য-প্রান্তরে বাস করিয়াছিল এবং কিরূপেই বা তাহার শাপ-মোচন হইল, বলিতে আজ্ঞা হউক।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! শ্রবণ করুন। ঊর্ব্বশী ঋষির শাপে স্বরূপভ্রষ্ট ও ধরাতলে ঘোটকীরূপে পতিত হইয়া, মনের দুঃখে সেই অরণ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। কতদিনে অষ্ট-বজ্রের একত্র সংমিলন ও তৎপ্রভাবে শাপ-মোচন হইবে, সর্ব্বদাই তাহার এই চিন্তা। স্বর্গ হইতে তাহার সহচারিণী অন্যান্য অপ্সরীরা যদিও প্রতিদিন তাহার নিকট যাতায়াত করিত; কিন্তু তাহার মন কুযোনিসংক্রম-বশতঃ অতিমাত্র ব্যাকুল হওয়াতে, সে তাহাদের সহবাসে সুখ লাভ করিতে পারিত না। কতদিনে স্বস্থান স্বর্গে সমাগত হইয়া, পুনরায় তাহাদের সহিত সেইরূপে পারি-

জাত-কাননে বিচরণ করিব, ইহাই ভাবিয়া সে সময়ে সময়ে অতিমাত্র বিহ্বল হইয়া, অনবরত ধাবমান হইত। তাহার তৎকালীন-ব্যস্তভাব-সন্দর্শনে অরণ্যবিহারী জন্তুগণ কেহ চকিত হইয়া থাকিত; কেহ বা পলায়ন করিত।

বিধাতার নির্ব্বন্ধ খণ্ডিত হইবার নহে। সে একদা ঐরূপ ব্যাকুল ও বিব্রত ভাবে ইতস্ততঃ সবেগে সঞ্চরণ করিতেছে; অরণ্যের তাবৎ পশুযূথ সসম্ভ্রমে তাহা সন্দর্শন করিয়া, কেহ স্থিরপদে অবস্থান, কেহ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন এবং কেহ বা ন যযৌ ন তস্থৌ এইপ্রকার অভিনয় প্রদর্শন করিতেছে; এমন সময়ে মহারাজ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দণ্ডী প্রচণ্ড যমদণ্ডবৎ একান্ত ভয়াবহ প্রকাণ্ড কোদণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক উচ্চণ্ড-তাণ্ডব-প্রবৃত্ত সৈন্যমণ্ডল সমভিব্যাহারে সেই অরণ্যপ্রান্তরে সমাগত হইয়া, উৎসাহভরে মৃগয়াব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি লঘুহস্ততাসহকারে অনবরত পশুসংহারে নিরত হইলে, বোধ হইল, যেন রুদ্রদেব ভৈরব আকারে স্বীয় উদরবিবরে সমগ্র সৃষ্টি নিবেশিত করিতেছেন। পশুগণ তৎকালীন-তদীয়-ভীষণমূর্ত্তি-সন্দর্শনে ভীত মনে, ব্যাকুল বদনে ও শুষ্ক নয়নে তৎক্ষণে প্রাণপণে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের সবেগ পদবিক্ষেপে সমস্ত অরণ্যানী প্রকম্পিত, ভয়ংকর চীৎকারে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত ও সাটোপ উল্লম্ফনে অসীম আকাশ যেন পরিপূরিত হইয়া উঠিল। বৃক্ষের পত্রসকল তাহার প্রতিঘাতে ঝর ঝর শব্দে পতিত হইতে লাগিল এবং লতাসকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে

পাওয়া গেল, দুর্ব্বলের বিপদ ও ভয় যেমন সহজ, এমন আর কিছুই নহে। সিংহ ও ব্যাঘ্রগণ দ্রুতপদে ধাবমান হওয়াতে, ক্ষুদ্রপ্রাণ হরিণ হরিণীরা তাহাদের প্রবল পদাঘাতে প্রক্ষিপ্ত ও তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া, ইহাই জানাইতে লাগিল, যে, যেখানে প্রবল ব্যক্তির বসতি, সেখানে দুর্ব্বলের বাস করা সর্ব্বথা বিধেয় নহে।

রাজন্! যখন এইপ্রকার প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত, তখন ঘোটকরূপিণী উর্ব্বশী ম্লান বদনে, শুষ্ক নয়নে ও বিষণ্ণ মনে নিতান্ত সন্নিহিত স্থানে শয়নপূর্ব্বক আপনার অবস্থার পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিতেছিল। সহসা উদ্বেল সাগরধ্বনিবৎ ভয়াবহ মৃগয়াকোলাহল কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করাতে, তৎক্ষণাৎ উত্থিত ও উদ্গ্রীব হইয়া, ইতস্ততঃ চকিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, অবলোকন করিল, অপার সৈন্যসাগর সমুচ্ছলিত হইয়া, সেই দিকেই সবেগে আগমন করিতেছে। তদ্দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, স্বর্গে যেমন সম্পদের উপর সম্পদ, পাপ পৃথিবীতে তেমন বিপদের পর বিপদ। স্বর্গে যেমন সত্য ও সদাচারেরই প্রাদুর্ভাব, মর্ত্ত্যে তেমনি মিথ্যা ও অত্যাচারই বলবান্। আশ্চর্য্যের বিষয়, মনুষ্যেরা জ্ঞান-জীব হইয়াও, অজ্ঞান-জীব পশুর সহিতও বিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হয় না! অতএব মনুষ্য ও পশুতে প্রভেদ নাই। এইরূপ প্রভেদ না থাকাতেই, মনুষ্যসংসারে বিবিধ শোক দুঃখের আবিষ্কার ও প্রবলপ্রচার হইয়াছে; যে সকল শোক দুঃখের সহসা বা সহজে প্রতিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। অথবা, শোক দুঃখ বিধাতার

মূর্ত্তিমান্ অভিশাপ। যাহারা জ্ঞানের সদ্ব্যবহার না করে, তাহাদেরই ঐপ্রকার অভিশাপভোগ হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন, এই অভিশাপই সাক্ষাৎ নরক ; তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র নরক নাই। ঊর্ব্বশী আরও চিন্তা করিল, মনুষ্য যেমন বিষয়ের দাস ও ইন্দ্রিয়ের উপাসক, এমন আর কেহই নহে। পশুগণের বরং এবিষয়ে নিবৃত্তি আছে, তথাপি মানুষের নিবৃত্তি নাই। মানুষ সকল দেশে, সকল কালে ও সকল অবস্থাতেই ব্যস্ত হইয়া, বিব্রত হইয়া, উৎসুক হইয়া, উৎকণ্ঠিত হইয়া, লোলুপ হইয়া, ব্যগ্র ও উদগ্র হইয়া এবং আগৃহীত ও নিগৃহীত হইয়াও, অসার, অস্থির, অস্বর্গীয়, অধর্ম্ম্য ও অযশস্য পাপবিষয়ের অন্বেষণ করে। এবিষয়ে তাহার রাত্রি দিন জ্ঞান নাই। এমন কি, স্বপ্নেও তাহার পরিহার নাই। সে স্বপ্নসময়ে কখনও সসাগরা ধরার অদ্বিতীয় অধিপতি হইয়া, অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সকলের শাসন করে ; কখন দিব্য-লাবণ্য-লাঞ্ছিত, সুরনর-বাঞ্ছিত, কনকবৎ-কমনীয়-বর্ণাঙ্কিত, নিন্দিত-ন কিঞ্চিৎ বর-রমনীদিগকে আলিঙ্গন করিয়া, শরীর শীতল করে ; কখনও প্রভু হইয়া, শত শত ভৃত্যের উপরে প্রভুত্ব করে ও কখন বা লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া, আপনাকে ঈশ্বরবৎ জ্ঞান করিয়া, অপার আহ্লাদ অনুভব করে। আশ্চর্য্যের বিষয়, অনেকে জাগ্রৎ অবস্থাতেও কল্পনাবশে আকাশে মনোহর নগর নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে বাস করে। ইত্যাদি বিবিধ কারণে মনুষ্যলোকে সুখের বার্ত্তা তিরোহিত হইয়াছে। হায়, কি দুর্ভাগ্য! আমি ঈদৃশ মনুষ্যলোকে

পতিত হইলাম! হায়, কি দুঃখ! আমি স্বর্গের দেবতা হইয়া, মর্ত্ত্যের পশু হইলাম! বিধাতা! তুমি সকলই করিতে পার! দৈব! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই! অদৃষ্ট! বুঝিলাম, তুমিই প্রধান ও সর্ব্বাধিক-বলবান্। অথবা, পাপ করিলে, এইপ্রকারই অধোগতি হয়। এ বিষয়ে দৈব বা অদৃষ্টের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। একমাত্র নিয়তিই বল-বতী। ভাগ্যবলে যদি কখনও উদ্ধার পাই, তাহা হইলে, আর স্বর্গে গমন করিব না। স্বর্গে পদে পদেই পতনসম্ভা-বনা এবং একবার পতিত হইলে, পুনরায় উত্থান করা সহজ নহে। হায়, কি কষ্ট! যে আমি আজন্ম নন্দনে বিচরণ করিয়াছি, কে জানিত, সেই আমায় ঈদৃশ জঘন্য গহনে ঈদৃশ ইতর পশু হইয়া, ঈদৃশ হীন অবস্থায় বিচরণ করিতে হইবে! হা দেবরাজ! হা দেবী শচী! তোমরা কোথায়! হা, সখি মেনকা! হা, সখি রম্ভা! তোমরা কোথায়! হায়, আমি যে স্বর্গে ছিলাম, একথা এখন স্বপ্ন বা কল্পনা-মাত্র বোধ হয়! অথবা, পাপ করিলে, সুখ সম্পদ সকলই স্বপ্ন বা কল্পনামাত্র হইয়া থাকে! এই সে দিন মহারাজ নৃগ পাপ করিয়া, কৃকলাস হইয়াছিলেন। এই সে দিন মহারাজ যযাতি পাপ করিয়া, অধোগামী হইয়াছিলেন। এই সে দিন মহারাজ দশরথ পাপ করিয়া, অপহত হইয়া-ছিলেন। এই রূপে পাপের ফল অবশ্যম্ভাবী ও প্রায়শ্চিত্ত অপরিহার্য্য। হায়, আমি আর কখনও পাপ করিব না! হা মহর্ষি দুর্ব্বাসা! আপনার পবিত্র ঋষিদেহে ও ঋষিমনেও করুণার সঞ্চার হইল না! অনাথা অবলা বলিয়াও আমি

আপনার কৃপালেশের পাত্রী হইলাম না! অথবা, পাপ করিলে, আপনার আত্মাও বিরুদ্ধ হয়, অন্যের কথা কি বলিব! অতএব আমি আর অধীর ও অবশাঙ্গী না হইয়া, ঐকান্তিক ও অম্লান চিত্তে এই পাপের ফল ভোগ করিব। আমার সৌভাগ্য, যে ঘোটকী হইয়াছি; নরকের কৃমি বা কীট হই নাই।

ঊর্ব্বশী ঘোটকীবেশে তাদৃশ নির্জ্জন প্রদেশে কতিপয় হরিণীমাত্রের সহবাসে আসীন হইয়া, মনের এইপ্রকার আবেশে ইতস্ততঃ চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে মহারাজ দণ্ডী দণ্ডধর কৃতান্তের ন্যায়, মৃগয়াপ্রসঙ্গে ক্রমে তথায় সমাগত হইলেন। তাঁহার হস্তে ত্রিভুবন-শাসন শরাসন, কটিতটে শমনের জিহ্বার ন্যায়, অসি এবং কক্ষে অমোঘ-শরপূর্ণ অক্ষয় তূণীর! তিনি যেন মূর্ত্তিমান্ ক্ষাত্রতেজ। তাঁহার কলেবর বসন্তকালীন বিকসিত মাধবীলতার ন্যায়, ব্যক্তিমাত্রেরই মনোহর এবং তাঁহার দৃষ্টি, পূর্ণিমার কৌমুদীবৎ পরমপ্রশান্ত ও সর্ব্বলোকলোভন-গুণবিশিষ্ট। এই সকলে তিনি যুগপৎ ভয় ও অভয়ের আধার এবং তজ্জন্য সকলেরই আশ্রয় ও শরণ্য। তিনি উল্লিখিত বেশে সমীপদেশে সহসা সমাগত হইলে, ঘোটকী ঊর্ব্বশী তাঁহার দর্শনমাত্র চকিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ লুক্কায়িত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। কেবল ইতস্ততঃ করিতে আরম্ভ করিল।

রাজন্! ঊর্ব্বশীর সেই স্বর্গীয় রূপবর্ণাদির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই; কেবল দেহেরই বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল।

তজ্জন্য, ঘোটকী-অবস্থাতেও তাঁহার রূপের ও সৌকুমা-র্য্যের সীমা ও উপমা ছিল না। বলিতে কি, তিনি যেমন স্বর্গীয় নর্ত্তকীর প্রধান ছিলেন, অধুনাও তেমন ঘোটকবংশের গৌরবস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠপদে বিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। পৃথি-বীতে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কোন কালেই তাঁহার ন্যায়, সুরূপ, সুদৃশ্য, সুন্দর, সুশোভন, সুগঠিত, সুকুমার ও সুসদৃশ আকার প্রকার ও অপূর্ব্ব ভাববিলাসাদি-বিচিত্রতাময় ঘোটকী জন্মগ্রহণ করে নাই। এইজন্য, তাঁহাকে দেখিবামাত্র মহা-রাজ দণ্ডী মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং পূর্ব্বাপর পর্য্যা-লোচনা না করিয়াই, সৈন্যদিগকে তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, প্রাণ দিয়াও এই ঘোটকীকে ধরিতে হইবে। অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া, ইহাকে ধরিবার চেষ্টা কর। সাবধান, ঘোটকী যেন পলায়ন না করে। যাহার সম্মুখ দিয়া পলায়ন করিবে, তাহারই প্রাণদণ্ড হইবে।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! মহারাজ দণ্ডী এইপ্রকার নিদারুণ আদেশ প্রদান করিলে, সৈন্যেরা সাধ্যাতীত চেষ্টা, যত্ন, অধ্যবসায়, উৎসাহ ও আগ্রহপ্রকাশপুরঃসর উর্ব্বশীকে ধরিবার জন্য সকলে সমবেত হইল। রাজাও স্বয়ং সোৎ-সাহে, সসম্ভ্রমে, সাবেশে ও সবিস্ময়ে তাহাদের পৃষ্ঠপূরক হইলেন। এইরূপে একাকিনী উর্ব্বশীকে ধরিবার জন্য বহু-লোক একত্র মিলিত হইলে, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রাদুর্ভূত হইল! দেবগণ বিমানে আরোহণ করিয়া, এই ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণের জন্য মৃগয়া-কোলাহল বিনিবৃত্ত হইল। ঘোটকীকে ধরিবে কি, সকলে

স্তম্ভিত, চকিত ও চিত্রিতের ন্যায় হইয়া, একতান নয়নে তাহার অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব, অতর্কিতপূর্ব্ব অপূর্ব্বদৃশ্য দর্শন করিতে লাগিল। রাজাও স্বয়ং মুগ্ধ, স্তব্ধ ও অনারব্ধ হইয়া উঠিলেন। উর্ব্বশীও এই ব্যাপার দর্শনে পদমাত্র চলিত না হইয়া,তথায় অবনতবদনে সাক্ষাৎ স্বর্গভ্রষ্ট উচ্চৈঃ-শ্রবস-ঘোটকীর ন্যায়, দণ্ডায়মান রহিলেন। ভাবিলেন, কি পাপে কি হয়, তাহা বলা যায় না। একবার যে পাপ করিয়াছি, তাহার ফলে এই জঘন্য ঘোটকী জন্ম লাভ হই-য়াছে। ইহার উপর পুনরায় পাপ করিলে, না জানি, ইহা অপেক্ষাও অন্যতর জঘন্যযোনি লাভ হইতে পারে। রাজা, আমায় ধরিতে না পারিলে, সৈন্যদিগের প্রাণবধের অবশ্যই আদেশ করিবেন। কেননা, মানুষ লোভের বশ হইয়া, সকলই করিতে পারে। আমায় দর্শন করিয়া, রাজার সেই লোভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সেইজন্য, তিনি চলিতবুদ্ধি ও চলিতমনস্ক হইয়া, প্রকাশ্যেই সৈন্যগণের প্রাণ-দণ্ডবিধি জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমি মনে করিলেই, পলা-য়ন করিতে পারি, কিন্তু তাহা হইবে না। কেননা, পলা-য়ন করিলে, এই মুহূর্ত্তেই সৈন্যগণের প্রাণাত্যয় সংঘটিত হইবে, সন্দেহ নাই। তাহাদের প্রাণাত্যয়ে আমারই গুরু-তর পাতকসম্ভাবনা। শাস্ত্রে আদিষ্ট, নির্দ্দিষ্ট ও উপদিষ্ট হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি পাপ করে, তাহার যত না অপরাধ, ও তজ্জন্য শাস্তিভোগ হয়, যে ব্যক্তি সেই পাপের হেতু, তাহার ততোধিক অপরাধ ও শাস্তি ভোগ হইয়া থাকে। ফলতঃ, পাপের কর্ত্তা, অনুমোদয়িতা ও দ্রষ্টা ইত্যাদি সক-

লেই নরকভাগী হয়। অতএব আমি আর পাপ করিব না। বিধাতা স্বর্গভ্রষ্ট ও দেবসমাজভ্রষ্ট করিয়া, আমার হৃদয়ে যে গুরুতর আঘাত করিয়াছেন, তাহার দারুণ বেদনা, মরণেও ভুলিবার নহে। বলিতে কি, আমি যদি অমর না হইতাম, তাহা হইলে, প্রাণত্যাগ করিয়া, এই পাপের পরিহার করিতাম। হায়, কি কষ্ট! ঈদৃশী বিসদৃশী ঘোটকীযোনি অপেক্ষা শতবার মৃত্যু হওয়া ভাল! অথবা, পাপীর মৃত্যু নাই। যদিও মৃত্যু থাকে, যত দিন না পাপের ভোগ হয়, ততদিন কিছুতেই তাহার মৃত্যু হয় না। যম কেবল সাক্ষিমাত্র।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! স্বর্বেশ্যা ঊর্ব্বশী এইপ্রকার চিন্তানন্তর দৈবী মায়ার আবিষ্কার করত সৈন্যদিগের দৃষ্টিতে যেন ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ করিয়া, স্বয়ং রাজারই সম্মুখ দিয়া, সবেগে পলায়মান হইলেন। তদ্দর্শনে অভিমানী দণ্ডী অপ্রতিভ হইয়া, আত্মার ধিক্কার জ্ঞান করত দ্রুতপদে তাঁহার অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে অরণ্যের দূরতর ও গহনতর বিভাগে সমাগত এবং পথশ্রমজন্য একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

রাজন্! লোভ অপেক্ষা মানুষের ভয়াবহ বিষম শত্রু নাই। উহা শত বিপদের মধ্যেও তাহাকে চালিত করিয়া, অবশেষে তাহার সর্ব্বনাশ করে। রাজা দণ্ডী এই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, গলদ্ঘর্ম্ম কলেবরে প্রাণপণে অপার্য্যমাণেও ঊর্ব্বশীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কোনমতেই নিবৃত্ত হইলেন না। ঊর্ব্বশীও কোনমতেই নিবৃত্ত না হইয়া, পূর্ব্ব-

বং সবেগে ধাবমান হইতে লাগিলেন। অবশেষে নরপতি দণ্ডী শ্রান্তবাহন ও চলৎশক্তিরহিত হইয়া, যখন ব্যাকুল নয়নে শুষ্ক বদনে চিত্রিতের ন্যায়,ইচ্ছা না থাকিলেও, সহসা পথিমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, শূন্যদৃষ্টিতে ধাবমান ঊর্ব্বশীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তখন ঊর্ব্বশীর কোমল হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ গমনে ক্ষান্ত হইয়া, অপেক্ষাকৃত অনধিগম্য প্রদেশে অবস্থান করিয়া, অমৃতায়মান উদার বাক্যে রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি পুরুষোত্তম! তুমি কে, পরিচয় প্রদান কর। কেননা, সামান্য মানবের সাধ্য নাই যে, আমাকে ধারণ করে। আমরা মানুষের ন্যায়, অধম বা অসার নহি যে, যার তার বশীভূত হইয়া, জীবন ও জন্ম কলঙ্কিত করিব।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! রাজরাজ দণ্ডী ঘোটকীর অদৃষ্টপূর্ব্ব অপূর্ব্ব রূপ দর্শনে যেরূপ মোহিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহার এই অসম্ভাবিতপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণে ততোধিক বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, পশুযোনি কখনও মানুষের ন্যায়, কথা কহিতে পারে না। পূর্ব্বে পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণিরাও কথা কহিতে পারিত। কিন্তু অগ্নির শাপে তাহাদের বাক্‌শক্তি বিনষ্ট ও জিহ্বা অরিষ্টভাবাপন্ন হইয়াছে। অতএব, এই ঘোটকী যেরূপ স্পষ্ট কথা বলিল, তাহাতে, ইহাকে পশু বলিয়া বোধ করা পশুর কর্ম্ম, সন্দেহ কি? ফলতঃ, এই ঘোটকী, মনুষ্যাদির ন্যায়, অবশ্যই কোন উৎকৃষ্ট জীব, মায়াবশে বা শাপবশে অথবা অন্য কোন হেতুবশে ঘোটকীবেশে এই বিজন

প্রদেশে ঈদৃশ বিলাসে বিচরণ করিতেছে। অতএব, আমি ইহাকে অবশ্যই ধৃত করিয়া, কৌতূহল ও আশা নিবৃত্তি করিব। যাহারা অসদ্বস্তুর অভিলাষ করে, তাহারা মূর্খ। সেই রূপ, যাহারা সদ্বস্তুর পরিহার করে, তাহারাও মূর্খ। সদ্বিষয়ে উদ্যোগী পুরুষ কখন অবসন্ন বা নিন্দনীয় হন না। প্রত্যুত, ঐরূপ উদ্যোগী না হওয়াই নিন্দা ও ঘৃণার কার্য্য, সন্দেহ নাই।

রাজা দণ্ডী এবংবিধ বহুবিধ চিন্তা করিয়া, অভীত বাক্যে কহিলেন, অয়ি ঘোটকি! পুষ্পে যে সৌগন্ধ আছে, পুষ্প নিজে তাহা কখন প্রকাশ করে না। এই দৃষ্টান্তে ভদ্র লোক কখনও নিজমুখে নিজগুণ ব্যাখ্যা করেন না। অতএব আমি কিরূপে আত্মগুণ বর্ণন করিয়া, মহাপাপে পতিত হইব? তুমি আকার প্রকার দেখিয়া, নিজেই বুঝিয়া লও, আমি একজন রাজা। লোকে আমায় অবন্তির রাজা বলিয়া থাকে। আমার নাম দণ্ডী। আমি স্বীয় প্রতাপে প্রলয়পাবকবৎ প্রজ্বলিত হইয়া, ইন্দ্রেরও দণ্ড করিতে পারি, এইজন্য লোকে আমায় ঐ নাম প্রদান করিয়াছে। তুমি দেবী বা মানবী, অপ্সরী বা কিন্নরী, যেই হও এবং পাতাল, বা স্বর্গ বা পৃথিবী যেখানেই বাস কর, আমার হস্তে কোন মতেই পরিহার প্রাপ্ত হইবে না। আমিও যে সে মনুষ্য বা যে সে ব্যক্তি নহি যে, যে সে বস্তুর অভিলাষ করিব। তোমার ন্যায়, অসামান্য বা অপার্থিব বস্তু সকলের অধিকার জন্যই মাদৃশ পুরুষগণের জন্ম হইয়াছে। উত্তম উত্তমেরই অনুসরণ করিবে, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধ পন্থা।

অতএব, আমি কোন মতেই তোমাকে ছাড়িব না। আর, তুমি প্রাণ থাকিতে পলাইয়া যাইবে, ইহাও ভাবিও না। এই অসিপ্রহারে তোমার মস্তক ছেদন করিব। অতএব, মঙ্গল চাহ ত, সহমানে আমার বশীভূতা হও। দণ্ড সাক্ষাৎ ধর্ম্ম এবং দণ্ড সাক্ষাৎ স্থিতি। কেননা, একমাত্র দণ্ডেই সকলের রক্ষা হইয়া থাকে। এইজন্য, কাহারও প্রতি অন্যায় দণ্ড প্রয়োগ করিতে নাই। যে ব্যক্তি অন্যায় দণ্ড প্রয়োগ করে, দণ্ড তাহারই মস্তকে পতিত হয়। এইজন্যই আমি তোমায় এখনও প্রহার করি নাই। অতঃপর আদেশ অমান্য করিলেই, এই দণ্ড তখনই তোমার শিরে পতিত হইবে। সংসারে সর্ব্বত্রই আমার অধিকার। অতএব তুমি কোথায় পলায়ন করিবে?

শুকদেব কহিলেন, নরদেব! ঋষির আদেশ ছিল, রাজা দণ্ডীর সহবাসপ্রাপ্তি হইলেই, শাপমুক্তি হইবে। উর্ব্বশী একাগ্র হৃদয়ে এতাবৎ তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া, কথঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করিয়া ছিল। সুতরাং, রাজা দণ্ডীর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, অভীষ্টসিদ্ধির আশু সম্ভাবনায় তাহার আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। বিপুল পুলকভরে অবশাঙ্গী হইয়া, সে রাজাকে সম্বোধন করিয়া, কহিতে লাগিল, রাজন্! স্বর্গে যে সকল প্রধানা অপ্সরী আছে, আমি তাহাদের অন্যতর। আমার নাম হতভাগিনী উর্ব্বশী। মহর্ষি দুর্ব্বাসার ক্রোধ উৎপাদন করিয়া, তজ্জনিত তদীয় দুরত্যয় শাপে আমার এইপ্রকার দুর্দ্দশার শেষদশা উপস্থিত হইয়াছে! না জানি, অদৃষ্টে আরও কত কি কষ্ট আছে!

কেননা, এই পৃথিবী হতভাগ্য মনুষ্যের বাসভূমি। এখানে ক্রোধ লোভাদির প্রাদুর্ভাব বশতঃ একমাত্র ক্লেশেরই প্রভুতা লক্ষিত হইয়া থাকে। আমি ঈদৃশ পাপমনুষ্যলোকে পতিত হইয়াছি। অতএব আমার ক্লেশের একশেষ হইবে, সন্দেহ কি? যাহা হউক, আপনার ন্যায়, মহাভাগগণের সহবাস একান্ত প্রার্থনীয়। কিন্তু——

মহারাজ! এই কথা বলিতে বলিতে, মনোবেগের আতিশয্য বশতঃ ঊর্ব্বশীর বাক্‌শক্তি সহসা যেন মায়াবশে রুদ্ধ হইয়া গেল। আর সে কথা কহিতে পারিল না। ঐ সময়ে প্রিয়তম স্বর্গভূমির তত্তৎ সুখসম্পত্তি স্মৃতিপথে সহসা যেন বলপূর্ব্বক সমুদিত হওয়াতে, সে একান্ত অসহমান হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। রাজন্! পাপ করিলে, তাহার পরিণাম এইপ্রকার শোচনীয় হইয়া থাকে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ঊর্ব্বশীর রূপবর্ণনা।

শুকদেব কহিলেন, নরদেব! ঐ সময়ে দেবদেবমূর্ত্তি ভগবান্ নলিনীবল্লভ স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিয়া, বিশ্রামার্থ অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলে, সর্ব্বজনপূজনীয় সন্ধ্যা তদীয় বিরহে বিধুরা হইয়াই যেন অন্ধকাররূপ মলিন বসন পরিধানপূর্ব্বক সমাগত হইলেন। তদ্দর্শনে ঋষিশাপের

অবশ্যম্ভাবিতাবশতঃ ঊর্ব্বশী তৎক্ষণে সেই ঘোটকীমূর্ত্তি পরিহার করিয়া, দিব্য রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বোধ হইল, যেন অমানিশার প্রগাঢ় অন্ধকারে সহসা পৌর্ণমাসী বিচিত্র কৌমুদীলীলার আবির্ভাব হইল। অথবা, যেন মহাপাপে মহাপুণ্যের উদয় হইল। তাহার ঐ দিব্য রমণীমূর্ত্তির তুলনা নাই, উপমা নাই এবং সাদৃশ্য নাই। উহা বিধাতার রচনা নহে। সুতরাং, সংসারে উহার দ্বিতীয় থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? ঋষিগণ মনে করিলে, শাপ দিয়া হউক, বর দিয়াই হউক, অপূর্ব্ব সৃষ্টি করেন, ইহাই তপস্যার প্রভাব। সংসারে যদি সকলে এই প্রভাব জানিত, তাহা হইলে, কি সুখেরই হইত! তাহা হইলে, রোগ, শোক, অকালমৃত্যু, কিছুরই প্রভাব বা প্রাদুর্ভাব থাকিত না! সকলেই সুখী ও সচ্ছন্দ হইত! ঐ প্রকার সুখসচ্ছন্দতার নামই স্বর্গবাস।

রাজন্! তুমি পদ্ম, কুমুদ ও শশাঙ্কাদির বিচিত্রতা দেখিয়াছ। আকাশে পৌর্ণমাসী নিশীথিনীতে অপূর্ব্বভাববৈচিত্র্যও দেখিয়াছ। এতদ্ভিন্ন, অন্যান্য বিবিধ বৈচিত্র্যও তোমার নয়নগোচর হইয়াছে। অথবা, তুমি বসন্তকালীন বিচিত্রতা দর্শন করিয়াছ। ঊর্ব্বশীর সেই দিব্য রমণীমূর্ত্তিতে ঐ সকল বিচিত্রতা একাধারে বিরাজ করিতেছে। এই কারণে উহা সর্ব্বজনলোভন ও সর্ব্বজনসমাদরণীয়। রাজন্! ঐ মূর্ত্তিতে অমৃতের অংশ আছে। পারিজাতমঞ্জরীর অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আছে এবং কুবের-সরসীর সারসর্ব্বস্ব কনকপদ্মের সৌকুমার্য্য আছে। সেইজন্য,

সংসারে উহার তুলনা নাই। ঐ শান্তিময়ী দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিলে, কামনিবৃত্তি ক্ষম এবং রতিভাবের ক্ষয় হইয়া থাকে। তৎকালে যে ভক্তিবিশেষের ও ভাববিশেষের আবির্ভাব হয়, তাহাই এবিষয়ের প্রমাণ। বাস্তবিক, বিধাতার সৃষ্টিতে কোন অপূর্ব্বরচনা দর্শন করিয়া, যাহার অন্তরে ভক্তিরসের সঞ্চার না হয়, সেই যথার্থ পশু। প্রকৃত প্রেমরসিকগণ সর্ব্বদাই ঐপ্রকার ভক্তিযোগ ভোগ ও তজ্জন্য বিনির্ম্মল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন। আহা, ঐ আনন্দের তুলনা নাই। উহা হৃদয়ে পদগ্রহণ করিবামাত্র, ভক্তের সমস্ত তাপ, সন্তাপ, পরিতাপ ও অনুতাপ তৎক্ষণে ভাস্করতাড়িত অন্ধকারবৎ, পলায়ন করে! আমার হৃদয়ে, অথবা লোকমাত্রেরই অন্তরে যেন জন্ম জন্ম ঐপ্রকার আনন্দযোগ সমুদ্ভূত হয়! ইহাই মাদৃশজনের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

সে যাহা হউক, প্রথমে অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অভাবিতপূর্ব্বঘোটকী, পরে মনুষ্যের ন্যায় তাহার অসম্ভাতবিপূর্ব্ব বাক্‌শক্তি, অনন্তর অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্যরমণীমূর্ত্তি, ইত্যাদি ধারাবাহিক আশ্চর্য্য দর্শন করিয়া, রাজা দণ্ডীর বুদ্ধিশুদ্ধি বিস্ময়বশতঃ যেন লোপ প্রাপ্ত হইল; মন যেন শূন্য হইয়া গেল, আত্মা যেন আচ্ছন্ন হইল এবং চিত্ত যেন বিগলিতপ্রায় হইল। হস্ত হইতে সশর শরাসন খসিয়া পড়িল। তিনি চিত্রিতের ন্যায়, স্তম্ভিতের ন্যায়, উৎকীর্ণের ন্যায়, স্থিরনিশ্চয় দণ্ডায়মান হইয়া, মৃতের ন্যায়, নির্জ্জীবের ন্যায়, শূন্য নয়নে ও শূন্য মনে দণ্ডায়মান রহিলেন। কি বলিবেন, কি করিবেন এবং কি বলিলে ও কি

করিলে, ভাল হয়, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন, ইহা ঘোটকী নহে। কোন দৈবী মায়া আমার ন্যায়, অসারচিত্তকে প্রতারিত করিবার জন্য লীলা-বশে এই বিজন প্রদেশে আবির্ভূত হইয়াছিল। অদৃশ্য হইয়াছে, ভালই হইয়াছে। কেননা, আমি ঐ মায়ার অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছি। অবিলম্বেই আমার প্রাণাত্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা। শাস্ত্র-কারেরা উপদেশ করেন, যাহাতে প্রাণাত্যয় ঘটিবার সম্ভা-বনা, অমৃত হইলেও, বিষবৎ ভাবিয়া, তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে না। কেননা, প্রাণ থাকিলেই, ভোগানন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। মৃত্যু হইলে, কোন্ ব্যক্তি বিষয়ভোগে সমর্থ হয়? সুতরাং, যাহারা ঐরূপ মারাত্মক বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহা রাই পশু, তাহারাই অধম এবং তাহারাই কুমানুষ। বলিতে কি, তাদৃশ ব্যক্তি দেবতা হইলেও, পশু, সন্দেহ নাই। আমি শাস্ত্রের এই শাসনবাক্য লংঘন করিয়া, সর্ব্বথা নিতান্ত অন্যায় করিয়াছি। হায়, এই মুহূর্ত্তে প্রাণাত্যয় সংঘটিত হইলে, কেই বা এই ঘোটকী ভোগ করিবে, এ কথা একবারও আমার হৃদয়ে পদগ্রহণ করিল না! সর্ব্বথা আমি অন্ধ ও অসার, সন্দেহ কি?

রাজা পুনরায় চিন্তা করিলেন, আমি কি স্বপ্ন দেখি-তেছি, না, বিকারগ্রস্ত হইয়াছি, অথবা আমার ভূতাবেশ কি গ্রহাবেশ হইয়াছে, কিংবা আমি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছি? সেইজন্য, পরস্পর অতিমাত্র বিরুদ্ধ ও একান্ত অসম্ভব ঘটনা সকল বারংবার আমার দর্শনবিষয়ে পতিত হইতেছে।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ সাতিশয় ক্ষীণ। এইজন্য, সে অল্পেই কাতর হইয়া থাকে এবং অবসন্ন ও বিপন্ন হইয়া উঠে। এবিষয়ে রাজা প্রজা বিশেষ নাই। এই কারণে মহারাজ দণ্ডীর সহসা মোহাবেশ হইল। পুনঃ পুনঃ আশ্চর্য্য দর্শনজন্য তাঁহার মস্তক ঘূর্ণায়মান হইয়া উঠিল। তাঁহার যখন এইপ্রকার শোচনীয় অবস্থা, তখন সেই দিব্যরমণীমূর্ত্তি তাঁহাকে আপনার আয়ত্ত করিবার আশয়ে অপূর্ব্ব মোহনী মায়ার আবিষ্কার করিয়া, সহাস্য আস্যে মৃদুল বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, রাজন্! মোহ ত্যাগ কর। তোমার ন্যায়, সৎপুরুষেরা কখনও বিস্ময় ও সন্দেহের বশীভূত হন না। (বিস্ময় ও সন্দেহ, এই দুইটী আত্মসিদ্ধির মূর্ত্তিমান্ মহা অন্তরায়। মনীষিগণ নির্দ্দেশ করেন, যে শরীরে এই দুইটীর প্রাদুর্ভাব, সে দেহ ও পশুদেহ উভয়ই সমান।) তাদৃশ শরীর লইয়া, কখনও সংসাররূপ অপার তমঃপার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব মোহের আবরণ নিরাকরণ করিয়া, মেঘের আবরণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত শশাঙ্কের ন্যায়, স্বীয় স্বাভাবিক সৌভাগ্য লাভ করুন এবং বিশদ বিমল শান্ত দৃষ্টিতে অবলোকন করুন, আমিই সেই ঘোটকী। ঈদৃশী দিব্যরমণীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি। রাজন্! মোহ অপেক্ষা লোকের শত্রু আর নাই। অতএব, ঈশ্বর করুন, কাহাকেও যেন কখনও সেই মোহে পাতিত করিতে না হয়। ফলতঃ, তোমাকে মোহিত করিবার জন্য আমার ঈদৃশী মূর্ত্তি কল্পিত হয় নাই। ইহা ঋষিশাপেরই সুখদুঃখময় পরিণাম। এইজন্য, ইহাকে শাপানুগ্রহ

বলে। মহাভাগ! পূর্ব্বপুণ্যবলে মহর্ষি আমাকে শাপ-দানান্তে এই অনুগ্রহ করিয়াছেন, যে, তুমি দিবসে ঘোটকী ও রাত্রিতে মোহিনীমূর্ত্তি রমণী হইবে।

শুকদেব কহিলেন, মহাভাগ৷ ঊর্ব্বশী এইপ্রকার বাক্য-প্রয়োগপুরঃসর দিগ্‌বিদিক্ আলোকিত করিয়া, সাক্ষাৎ দেবীর ন্যায়, মূর্ত্তিমতী কান্তির ন্যায়, অথবা ত্রিভুবনের রূপ-রাশির ন্যায়, রাজার সম্মুখে সবিলাসে, সানুরাগে, সসম্ভ্রমে, সচাতুর্য্যে, সমাধুর্য্যে, সগৌরবে, সাদরে, সপ্রেমে ও সপ্র-ণয়ে দণ্ডায়মান হইলেন। ঊর্ব্বশীর কথা শুনিয়া, রাজার চৈতন্য হইল। তখন তিনি শনৈঃ শনৈঃ নয়ন নিমীলিত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুরোভাগে দিব্যরমণীরূপে রূপ, রস, প্রণয় ও বিলাস প্রভৃতি যেন একত্রে বিরাজমান হই-তেছে এবং তাঁহারে সোৎসাহে, সসংরম্ভে ও সাবেগে যেন আলিঙ্গন করিবার জন্যই উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। তিনি কখনও পূর্ব্বে ঐরূপ রূপরাশি দর্শন, শ্রবণ বা স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। সুতরাং, স্তম্ভিত ও মোহিত হইয়া, একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে বিষমশর অবসর বুঝিয়া, খরশরপ্রহারপুরঃসর তাঁহাকে ক্রীড়ামৃগের ন্যায়, একান্ত আয়ত্ত করিলে, তিনি মত্তের ন্যায়, উন্মত্তের ন্যায়, প্রমত্তের ন্যায়, অতিমাত্র হতজ্ঞান ও হতবুদ্ধি হইয়া, গদ্‌গদ বাক্যে ঐ রমণীকে সম্বো-ধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, অয়ি মত্ত-মরাল-গামিনি! অয়ি কমলায়ত-লোচনে! অয়ি দিব্য-রূপ-বিলাসিনি! অয়ি পূর্ণ-চন্দ্র-নিভাননে! অয়ি পীন-শ্রোণি-পয়োধরে! অয়ি মদন-

গৃহ-নিবাসিনি ! অয়ি পুংস্কোকিল-কল-স্বনে ! তুমি কে ? কোথায় থাক ? আহা, তুমি যে লোকের নিবাসিনী, সেই লোক কি সৌভাগ্যশালী ! অয়ি সুভগে ! অয়ি মহাভাগে ! তুমি যাহাকে অনুরাগে দর্শন কর, সেই ব্যক্তিই ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য ! লোকে তোমার ন্যায়, এপ্রকার সুন্দর সামগ্রী যেরূপ দুর্লভ, সেরূপ আর কিছুই নহে । অয়ি কল্যাণি ! তুমি হৃদয়দেশে বহুযত্নে ঐ যে কুম্ভবৎ পদার্থদ্বয় ধারণ করিতেছ, উহা কি, জানিতে অভিলাষ করি । অয়ি মদিরায়ত-লোচনে ! যেখানে প্রীতি, প্রেম, প্রণয়, রূপ, সৌন্দর্য্য, বিলাস, বিভ্রম ইত্যাদি সুভগ দ্রব্যসকল বাস করে, তোমার ঐ হৃদয়স্থ কুম্ভযুগল কি সেই স্থানের সম্পত্তি ? আহা, উহার কি মাধুর্য্য ! কি সৌকুমার্য্য ! কি মোহনীয়তা ! উহা দর্শন করিয়াই যখন আমি ঈদৃশ অসুলভ সুখ অনুভব করিতেছি, না জানি, স্পর্শ করিলে, কতই সুখী হইব ! অয়ি প্রিয়ে ! তুমি কিজন্য উহা বসনাঞ্চলে আবৃত করিয়া, মেঘাবরণমধ্যগত চন্দ্রমার দশা প্রদর্শন করিতেছ ? ভাবিনি! তোমার ঐ বদনরূপ পদ্ম অমৃতে পরিপূর্ণ। উহাতে নেত্র-রূপ মধুকর বিহার করিতেছে। যদিও ঐ মধুকরের গুঞ্জন নাই; কিন্তু উহার শোভার সীমা নাই। আহা, আমার কি সৌভাগ্য ! কি অসীম পুণ্যযোগ ! কেননা, তুমি স্বর্গের সম্পত্তি হইলেও, মর্ত্ত্যলোকে আমিই অগ্রে তোমাকে দর্শন করিলাম, প্রিয়ে ! অদ্য তোমার শুভ পদার্পণে পৃথিবীর গৌরব বর্দ্ধিত ও স্বর্গ তোমার বিরহে অনাথ হইল ! তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গের সম্পত্তি। কেননা, পাপ পৃথিবীতে যেখানে

মনুষ্য ও পশুপক্ষ্যাদি বিবিধ পাপজীবেরই বাস, সেই পৃথিবীতে তোমার ন্যায় অসুলভ-রমণীরত্নের আবির্ভাব কখনই সম্ভব বা সঙ্গত হইতে পারে না। অয়ি দেবি! স্বর্গেও বোধ হয় তোমার দ্বিতীয় নাই। কেননা, আমি অনেক সময় স্বর্গীয় রমণীদিগকে দর্শন করিয়াছি। অয়ি তরলায়ত-স্নিগ্ধ-লোচনে! অয়ি পদ্ম-কুমুদ-শশাঙ্ক-রুচি-চৌরে! তুমি কিজন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছ? তোমার ন্যায় রমণী-রত্নের স্বর্গবাসই সর্ব্বথা শোভা পায়। অতএব যদি অনুগ্রহ করিয়া বা ইচ্ছা করিয়া, বা লীলা করিয়া, বা কৌতুক দর্শন অভিলাষ করিয়া, পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছ, কি-জন্য এই জঘন্য গহন প্রদেশে একাকিনী অবস্থিতি করিয়া, বৃথা ক্লেশ ভোগ ও তৎসহকারে আমাদিগকেও ক্লেশ প্রদান করিতেছ? আইস, আমার সমভিব্যাহারে আইস, আমি তোমায় রত্নসিংহাসন ও রত্ন-গৃহ প্রদান করিব। তুমি তথায় ইচ্ছানুসারে শয়ন ও উপবেশনাদি করিবে। অথবা, যদি ইচ্ছা হয়, এই মুহূর্ত্তেই এই হৃদয়াসন গ্রহণ কর। বলিতে কি, রাজা দণ্ডী সমস্ত পৃথিবীর সহিত, দর্শনমাত্র তোমার বশীভূত ও ক্রীতদাস হইয়াছে। মরিলেও, তোমায় ত্যাগ করিবে না। ভাবিনি! যে ব্যক্তি তোমার ন্যায়, দিব্যরত্নে বঞ্চিত অথবা তাহা ত্যাগ করে, সে কি হতভাগ্য! তাহার জীবিত-প্রয়োজন সর্ব্বথা নিষ্ফল, সন্দেহ কি? সে কখনও মনুষ্য নহে; যদিও মনুষ্য হয়, তাহার জ্ঞান নাই। কেননা, সংসারে রত্নসংগ্রহ করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব বা জ্ঞানের কার্য্য। অতএব আমি কখনও

তোমায় ত্যাগ করিব না। যদি তুমি স্বপ্ন বা ছায়া অথবা কোনরূপ দৈবী মায়া না হও, আমাকে প্রতারিত বা বঞ্চিত করিয়া, কোন মতেই যাইতে পারিবে না। আমি পাতালে, সাগরগর্ভে, পর্ব্বতগহ্বরে, ফলতঃ সর্ব্বত্রই বায়ুর ন্যায় প্রবেশ ও বিচরণ করিতে পারি।

অয়ি সর্ব্বলোক-সুরত্নভূতে! যদি ধনুর্ব্বাণ ও খড়্গ দেখিয়া, আমায় কঠিন বোধ ও তজ্জন্য আমার প্রতি বিমতিতা হইয়া থাকে, এই আমি উহা ত্যাগ করিলাম। আমার গৃহে যে অন্যান্য শত শত রমণীরত্ন আছে, যাঁহা তোমার তুলনায় বাস্তবিকই হীনতা, যদি বিশ্বাস না হয়, তাহাদিগকেও আমি ত্যাগ করিলাম। অধিক কি, যদি সর্ব্বত্যাগী হইতেও আদেশ কর, এই মুহূর্ত্তেই তদনুরূপ হইব। ফলতঃ, যে কোন উপায়ে তোমাকে লাভ করিব। তুমি দয়া না কর, নির্দ্দয় হইব, সহজ না হও, কাঠিন্য প্রদর্শন করিব এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক আয়ত্ত না হও, বলপ্রয়োগ করিব। অথবা, তুমি কিজন্য আমায় ভজনা করিবে না, বল। আমি অখণ্ড মেদিনীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর। তুমি যদি স্বর্গের বাসিনী হও, তোমাদের রাজা ইন্দ্র আমায় জানেন এবং তুমি যদি পাতালের নিবাসিনী হও, বাসুকিও আমায় জানেন। অথবা, সকল লোকই আমাকে বিশিষ্টরূপে জানেন।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! রাজা দণ্ডী এইপ্রকার সরস-বচন-বিন্যাস-পুরঃসর উচ্ছলিত মনোবেগ কোন মতেই সহ্য করিতে না পারিয়া, বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া, সবেগে

আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে, সেই দিব্যরমণীরত্ন ঈষৎ পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া, তাঁহাকে প্রতিষেধ করিয়া, অমৃতায়মান উদার বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! লোকে যাহা প্রার্থনা করে, তুমি সেই বস্তু। অতএব আমি যদি তোমায় প্রত্যাখ্যান করি, অবশ্য কলঙ্কভাগিনী হইব। কিন্তু আমার এক প্রতিজ্ঞা আছে, তাহা পালন না করিলে, কোন মতেই তোমারে ভজনা করিব না।

রাজা এই কথায় যেন হস্তে স্বর্গপ্রাপ্তি বোধ করিয়া, সাবেগে কহিতে লাগিলেন, অয়ি সরলে! অসাধ্য হইলেও, অবশ্য পালন করিব। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তোমার ন্যায় অসুলভ-রত্নসংগ্রহে প্রবৃত্ত না হয়?

ঊর্ব্বশী কহিলেন, আমায় কখনও ত্যাগ করিবে না, বল।

রাজা কহিলেন, ইহা ত সামান্য কথা। যদি আরও কিছু থাকে, বল; তাহাও করিব।

ঊর্ব্বশী কহিলেন, মানুষের স্বভাব অতি চঞ্চল। এই-জন্য ভয় হয়, পাছে তুমি পালন করিতে না পারিয়া, পরি-ণামে বিপরীত করিয়া ফেল।

রাজা কহিলেন, সকলেরই স্বভাব চঞ্চল নহে। অবশ্য পরিহার আছে, অতএব তুমি ভয় ত্যাগ কর।

ঊর্ব্বশী কহিলেন, রাজন্! সত্য বটে। কিন্তু আমার ন্যায় রূপবতী রমণীরা সাধারণের আমিষস্বরূপ। তোমার আত্মদৃষ্টান্তে ইহা অনুভব করিতে পার। দেখ, তুমি আমাকে দেখিয়াই হতজ্ঞান হইলে। তোমার ন্যায় বীর ও ধীর পুরুষের যখন এইপ্রকার অবস্থা, অপরের কথা আর

কি বলিব, অবশ্য আমার জন্য মনুষ্যলোকে মহামার উপ-স্থিত ও তুমুল কাণ্ড আপতিত হইবে। পৃথিবীর লোক হয় ত তোমার বিরোধী বা প্রতিযোগী হইয়া, আমারে লাভ করিবার চেষ্টা দেখিবে। তখন তুমি একাকী কি করিবে। হয় ত আমাকে অনাথাবস্থায় ত্যাগ করিবে। আমি তখন কোথায় যাইব। এইসকল চিন্তা করিয়া, আমি সন্দেহ-দোলায় আরোহণ করিয়াছি। আমার মনও অগ্র-পশ্চাৎ করিতেছে। এক্ষণে তুমিই এবিষয়ে আমার এক-মাত্র প্রমাণ বা অবলম্বন। যাহা হয়, সত্বর বিধান কর। আমি আর এরূপ বেশে এরূপ দেশে থাকিতে অভিলাষিণী নহি।

রাজা কহিলেন, এসকল সামান্য কথা; যাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া পালন না করে, তাহারা মানুষ নহে; পশুরও অধম। কেননা, পশুরাও স্ব স্ব সহচর বা সহচরীকে প্রাণ থাকিতে সহজে বা সহসা ত্যাগ করে না। অতএব তুমি নির্ভয়ে আমারে ভজনা কর। দেখ, কোন বিষয় জানিতে না পারিলে, কাহারও তাহাতে লোভ জন্মে না। আমি তোমায় সর্ব্বথা এরূপ সাবধানে রক্ষা করিব যে, আমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিরই তোমাকে জানিবার অধিকার থাকিবে না। এক্ষণে তুমি নির্ভয়ে ও নিঃসন্দেহে আমার গৃহে গমন কর। তথায় স্বর্গ অপেক্ষাও সুখে ও নিরুদ্বেগে বাস করিবে, সন্দেহ নাই।

শুকদেব কহিলেন, রাজা দণ্ডী এইপ্রকার আশ্বাসিত করিয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারে সে রজনী তথায় অতিবাহিত

করিলেন। প্রভাত হইলে, ঋষিশাপের অবশ্যম্ভাবিতা-বশতঃ উর্ব্বশী তাদৃশী প্রেয়সী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যবিহারিণী-তুরঙ্গিণী-কলেবর-ধারণ-পূর্ব্বক মহারাজ দণ্ডীর শোকসাগর সমুদ্বেলিত করিল। তিনি পূর্ব্বাপর-পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক আপতিত শোকাবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, সর্ব্বলোকপ্রশাসনী জগন্মোহনী নিয়তির অপরিহার্য্যতা চিন্তা করিতে করিতে, ঘোটকীকে সযত্নে ও সাদরে সমভিব্যাহারে লইয়া, স্বপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সংসারে সম্পদের প্রতিযোগী ও শত্রু অনেক, ভাবিয়া, কাহাকেও কোন কথা বলিলেন না। পাছে কেহ জানিতে পারে, এইজন্য অতি সাবধানে ও অতীব সংগোপনে সেই ঘোটকীকে রক্ষা করিয়া,একমনে একধ্যানে প্রাণপণে তাহারই পরিপালনে ও পরিপোষণে দিবানিশ প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোটকীই তাঁহার প্রাণ, ঘোটকীই তাঁহার ধ্যান, ফলতঃ ঘোটকীই তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

অপালনে লক্ষ্মীনাশ।

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! উর্ব্বশীঘটিত এইপ্রকার করুণ বৃত্তান্ত আকর্ণন করিয়া, রাজা পরীক্ষিতের যেন মোহ উপস্থিত হইল। পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া, ব্রহ্মশাপের অপরিসীম দুরন্ত প্রভাব স্মরণপূর্ব্বক তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা

একান্ত অসহমান হইয়া, করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! আমার কি হইবে! আপনারা আর্ত্তের বন্ধু। অতএব বিহিত উপায় ব্যবস্থা করুন। দুরত্যয় শাপবলে আমার বুদ্ধিশুদ্ধির যেন লোপ হইতেছে! কি করিলে, আশু এই যন্ত্রণার পরিহার হইতে পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করুন। ক্ষতে ক্ষারবারি সেচন করিলে, যেপ্রকার যাতনার আবিষ্কার হয়, আমার অন্তরে অন্তরে, শিরে শিরে ও পঞ্জরে পঞ্জরে ততোধিক বেদনা অনুভূত হইতেছে। হায়, আমি কি করিলাম! হায়, আমি স্বহস্তে দারুণ গরল ভক্ষণ করিলাম! হায়, আমি জানিয়া শুনিয়াও স্বয়ং মৃত্যুকে আহ্বান করিলাম! হায়, আমার কি হইল! হায়, আমি হত হইলাম, দগ্ধ হইলাম ও অনাথ হইলাম! পিতঃ! তুমি কোথায়? জননি! তুমি কোথায়? পিতামহ! তুমিই বা কোথায়? অথবা, আমি যে মহাপাপ করিয়াছি, তাহাতে আর তোমাদের ন্যায়, পবিত্রাত্মা পুরুষগণের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য নহি!

রাজা পরীক্ষিত এই বলিয়া, করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলে,মহাভাগ মহামনা শুকদেব তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, মহারাজ! অবধান করুন। রাজা দণ্ডী ঘোটকী লইয়া, যেন একবারেই মত্ত হইয়া পড়িলেন। দিন নাই, রাত্রি নাই, অভীষ্ট দেবীর ন্যায়, ঘোটকীর পরিচর্য্যা করিয়া, যাপন করেন। ঘোটকীই তাঁহার তপ জপ হইয়া উঠিল। অথবা, ইন্দ্রিয়ের দাস অধমগণের স্বভাবই এই; তাহারা দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, অবস্তুকেও বস্তু বোধে

সেবা ও তজ্জন্য বিবিধ বিপত্তি ভোগ করে এবং দুঃখেও সুখ বোধ করিয়া থাকে। ইহারই নাম মহামোহ বা ব্যামোহ। রাজা দণ্ডী এই মহামোহের বশীভূত হইয়া, আহার-নিদ্রা-পরিহার-পুরঃসর ঘোটকীর পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। স্বহস্তে পানভোজন প্রদান, গাত্রমার্জ্জন বিধান ও অন্যান্য কার্য্য সম্পাদন করেন। দিবসে এইরূপ কার্য্যে ব্যস্ত। তিলমাত্র অবসর নাই ও ক্ষণমাত্র বিশ্রাম নাই। প্রজালোকে আসিয়া দর্শন পায় না এবং মন্ত্রিরা আসিয়াও আজ্ঞা পান না। রাত্রিতেও তাঁহার ঐরূপ ভাব ও ঐরূপ অবস্থা। রাত্রি হইলেই, ঘোটকী দিব্যমোহন রমণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে; যে মূর্ত্তি দর্শনে রাজার জ্ঞানচৈতন্য তৎক্ষণে যেন মায়াবশে কোন্ দেশে অন্তর্হিত হয়। তিনি তখন পরমারাধ্যা দেবীর ন্যায়, সাক্ষাৎ অভীষ্ট সিদ্ধির ন্যায় অথবা মূর্ত্তিমতী দৈবী সাধনার ন্যায়, সেই মোহিনী মূর্ত্তির পরিলালনে ও পরিচারণে কায়মনে প্রবৃত্ত হন এবং তদুপলক্ষে জাগরণে যামিনীযাপনে নিরত হইয়া, ঐকান্তিক অন্তঃকরণে ও প্রাণপণে তদীয় চিত্তবিনোদনে স্বতঃ পরতঃ যত্ন করেন। তথাপি তাঁহার আশানিবৃত্তি ও পরিতৃপ্তি হয় না। তিনি পরমকীর্ত্তিমান্ ও প্রতিপত্তিমান্। কিন্তু এই কারণে তাহার লোপাপত্তি ও বিবিধ বিপত্তির দ্বার উদ্ঘাটিত হইবার উপক্রম হইল। তথাপি, তাঁহার এইপ্রকার তামসী প্রকৃতির নিষ্কৃতি না হইয়া, প্রত্যুত বিষম বিকৃতিরই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন, দেহের বল, বল নহে;

মনের বলই বল। পশুগণ ইহার দৃষ্টান্ত। সিংহব্যাঘ্রাদি পশুগণের দৈহিক বলের সীমা নাই। কিন্তু মানসিক বলের অভাবপ্রযুক্তই তাহাদের দুর্দ্দশার একশেষ উপস্থিত হইয়া থাকে। হস্তীর যদি মনের তেজ থাকিত, তাহা হইলে, সে কখনই মানুষের দাস হইয়া, জীবন যাপন করিত না। ফলতঃ, মনের তেজ না থাকিলে, সকলেরই এইপ্রকার অবস্থার আবিষ্কার হয়। এবিষয়ে মনুষ্য ও পশুতে প্রভেদ নাই। রাজা দণ্ডীর মনের তেজ ছিল না। এইজন্য তিনি কামের দাস ও তজ্জন্য ইন্দ্রিয়ের দাস ও স্ত্রীর ক্রীড়া-মৃগ হইয়া, নিতান্ত ঘৃণ্য, জঘন্য ও নগণ্য ভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কামজনিত অবসাদবশতঃ তাঁহার উৎসাহ ভগ্ন, সাহস মগ্ন ও মন যেন বিলগ্ন হইয়া গেল। তিনি আর সে দণ্ডী রহিলেন না। তাঁহার তেজঃপ্রতাপ সমস্তই যেন মায়াবশে লীন বা উড্ডীন হইল।

রাজন্! সহবাস ও দৃষ্টান্ত সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্; একথা তোমার ন্যায়, বুদ্ধিমান্‌কে বলা বাহুল্য মাত্র। যাহার যেমন প্রকৃতি, সহবাসবশে তাহার আর তাহা তেমন থাকে না। অবশ্যই তাহার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এই কারণে পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন, যে, স্বয়ং বিধাতাও সহবাসবশে প্রকৃতিভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। অতএব যাহাতে আত্মার উন্নতি হয়, ইহলোক ও পরলোক সাধিত হয় এবং স্বার্থ ও পরমার্থ রক্ষিত হয়, তাদৃশ সহবাসে বাস করিবে। রাজা দণ্ডী ইহার বিপরীত আচরণ করিয়া, বিপরীত হইয়া উঠিলেন। তিনি দিবসে পশু ও রাত্রিতে

স্ত্রীর সহবাসে থাকিয়া, পুরুষের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রী ও পশু অপেক্ষাও নিতান্তনীচভাবাপন্ন এক অভূতপূর্ব্ব ইতর জীবভাবে পরিণত হইলেন। তাঁহার মানুষিক বুদ্ধিশুদ্ধির লোপ ও তেজঃপ্রতাপ দূর হইয়া গেল। না মানুষ, না পশু, না স্ত্রী, না পুরুষ, না চেতন, না অচেতন, এইপ্রকার অবস্থাযোগবশতঃ তাঁহার অতিমাত্র শোচনীয় দশার আবির্ভাব হইল।

মহারাজ! লক্ষ্মী স্বভাবতঃ সাতিশয় তেজস্বিনী। তিনি কখনও হীনবীর্য্য, হীনতেজ, নিরুদ্যম ও নিঃসত্ত্ব পুরুষকে আত্মদান করেন না। যাহার উৎকর্ষ আছে, পুরুষত্ব আছে, উদ্যোগ বা উদ্যম আছে এবং অধ্যবসায় বা উত্তেজনা আছে, তাদৃশ ব্যক্তিই লক্ষ্মীর একমাত্র অভীষ্ট ও কামনার সামগ্রী। দেবদেব নারায়ণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্টভাবাপন্ন, এইজন্য, লক্ষ্মী সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহারই আশ্রিত, অনুগত ও বশীকৃত; ইহাই উক্ত বিষয়ের দৃষ্টান্ত। সুতরাং, মহারাজ দণ্ডী ঐপ্রকার তেজোভ্রষ্ট, স্বার্থভ্রষ্ট ও পৌরুষভ্রষ্ট হওয়াতে, লক্ষ্মী তাঁহাকে ত্যাগ করিবার উপক্রম করিলেন। তদ্দর্শনে গ্রহগণ তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন, দৈব প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিলেন এবং অদৃষ্টও যেন রুষ্টভাবাপন্ন হইল। ইত্যাদি বিবিধ কারণে তাঁহার রাজ্যরক্ষা হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। তিনি তীর-তরুর ন্যায়, পতনোন্মুখ হইলেন, কীট-নিষ্কুশিতের ন্যায়, অন্তঃসারশূন্য হইলেন, বিকারির ন্যায় একান্ত অবসাদদশায় পতিত হইলেন এবং মায়াবিদ্ধের ন্যায় বুদ্ধিশুদ্ধিবিরহিত হই-

লেন। এই রূপে কার্য্যদোষে ও সহবাসদোষে তাঁহার অশেষ ক্লেশ উপস্থিত, সুখ নামমাত্রে সংস্থিত, সন্তোষ অস্থিত ও আহ্লাদ নিতান্ত দুঃস্থিত হইয়া উঠিল।

ইত্যাদি বিবিধ কারণে তাঁহার রাজ্য অরাজকপ্রায় বিবিধ বিপদে পূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। পৃথিবী আর তাঁহারে বহন করিতে পারেন না। কেননা, তিনি যেন পৃথিবীর দুর্ভর ভারস্বরূপ হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

সংসারে কেহই চিন্তাশূন্য নহে।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! অবধান করুন, দুর্ব্বৃত্তের কোন কালে, কোন দেশে ও কোন অবস্থাতেই সুখ নাই। সে রাজা হইলেও দরিদ্র। রাজা দণ্ডীর প্রবৃত্তিদোষে তাহাই হইল। না দেখাতে ও না শুনাতে, তাঁহার কোষ, বল, যান, বাহন প্রভৃতি দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল এবং প্রজা-লোকে রোগ, শোক ও অকালমৃত্যুর প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হইল। বাল-বিধবা ও ভিক্ষুকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং অনাথ ও নিরাশ্রয় লোকে রাজ্য পূর্ণপ্রায় হইল।

এইপ্রকার অরাজক ভাব দর্শন করিয়া, লোকপালবর্গ সমবেত হইয়া, তাহার প্রতিকারকল্পনার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে উর্ব্বশী-বিরহ স্মরণ করিয়া, দেব-

রাজের মন ঈষৎ চঞ্চল ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ঊর্ব্বশী নিজগুণে দেবসভার প্রধান ভূষণ ও স্বর্গের গৌরবস্থানীয় ছিল। নন্দনে যেমন পারিজাত, দেবসভায় তেমনি ঊর্ব্বশী। অথবা, পারিজাত, অমৃত, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, কল্পলতা, কামধেনু, বজ্র ও ঊর্ব্বশী প্রভৃতি কতিপয় অপ্সরা, এই কয়টী বিশেষ পদার্থ লইয়াই স্বর্গ। অর্থাৎ, যেখানে এই সকল পদার্থের একত্র সমবায়, তাহারই নাম স্বর্গ। সুতরাং, ঐ সকল সামগ্রীর একতরের অভাব হইলে, যে, স্বর্গের অঙ্গ-হানি, শোভাহানি ও গৌরবহানি হইবে, তাহা প্রতিপাদন করা বাহুল্য।

তথাহি, লোকমাত্রেরই স্বভাব এই, সে আপনার অবস্থা ও পদকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিতে অভিলাষী হয়। এ বিষয়ে দেব মানব প্রভেদ নাই। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব বা সর্ব্ব-লোকপতিত্বও ঐ সকল পদার্থকে লইয়া। এইজন্য, ঊর্ব্বশী-বিরহ দেবরাজের একান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিল। তিনি অহরহ তজ্জন্য দারুণ অন্তর্দ্দাহ ভোগ করিতে লাগিলেন। দেবতার বিকার নাই। সেই জন্য, তাঁহার আকারপ্রকার-দর্শনে যদিও তাহা কাহারও অনুভূত হইত না; কিন্তু তিনি ব্যাকুল ও বিব্রত হইয়া, দিবারাত্র ঊর্ব্বশীর উদ্ধারের উপায় চেষ্টা করিতেন। লোকমাত্রেই আপনার অবস্থা আপনি জানে; অন্যের তাহা জানিবার উপায় বা অধিকার নাই। সংসারে সুখের ভাগী সকলে; দুঃখের ভাগী নাই, বলিলেও হয়। সুতরাং, নিজের দুঃখ নিজে যেমন জানিতে পারা যায়, পরে কখনও সেরূপ নহে। ঊর্ব্বশীর বিরহে দেব-

রাজের মনে কি হইতেছিল, তাহা তিনি নিজেই জানিয়াছিলেন; অন্যে তাহা কি জানিবে?

পুনশ্চ, মহতের সহবাসে মহতের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে পূর্ণ আকাশের পূর্ণশোভাই সমুদ্ভূত হয়, একথা সংসারের সকলেই জানে। উর্ব্বশীর সান্নিধ্যেও তদ্রূপ দেবরাজের ও স্বর্গের গৌরব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। বিষেশতঃ রজনীতে, প্রদীপব্যতিরেকে যেমন গৃহের শোভা হয় না, উর্ব্বশীব্যতিরেকে তেমনি নন্দনাদির শোভা তিরোহিত হইয়াছিল।

এই কারণে দেবরাজ তাহার উদ্ধার জন্য একান্ত ব্যাকুল ও বিব্রত হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন; বহুদিন হইল, স্বর্গের শোভা ও অলঙ্কাররূপিণী উর্ব্বশী মর্ত্ত্যে গমন ও রাজা দণ্ডীর সহবাস লাভ করিয়াছে। পৃথিবী স্বভাবতঃ পাপে পরিপূর্ণ; সুতরাং, উর্ব্বশীর তথায় বিলক্ষণ ক্লেশ ঘটিবার সম্ভাবনা। সে চিরকাল স্বর্গে ছিল। স্বর্গে নিত্য সুখশান্তি বিরাজমান। সুতরাং, উর্ব্বশী কখনও দুঃখের বার্ত্তা অবগত নহে। অতএব আর তাহাকে পৃথিবীতে রাখা ভাল দেখায় না ও শোভা পায় না। গুরুদেব বৃহস্পতি বলিয়াছেন, পৃথিবী দ্বিতীয় নরক। পাপ করিলে, নরকভোগ হয় এবং নরকভোগ হইলেই, পাপের ক্ষয় ও আত্মশুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। অতএব পৃথিবীতে বাস করিয়া, উর্ব্বশী সর্ব্বথা নিষ্কলুষ ও পুনরায় স্বর্গবাসের উপযুক্ত হইয়াছে। অধুনা তাহাকে স্বর্গে আনাই যুক্তিযুক্ত ও উপযুক্ত কল্প। আর, উর্ব্বশী না হইলেও, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব শোভা পায় না।

এইপ্রকার চিন্তানন্তর তিনি একান্ত আগৃহীত হৃদয়ে দেবর্ষি নারদকে ভক্তিসহকারে স্মরণ করিলেন। দেবর্ষি তৎক্ষণাৎ তথায় সমাগত হইলেন। মহারাজ! মহাপুরুষগণের শরীরে যে সকল অলোকসামান্য দিব্য লক্ষণপরম্পরা স্বভাবতঃ লক্ষিত হইয়া থাকে, দেবর্ষি তৎসমস্ত সুলক্ষণে সর্ব্বাবয়বে অলঙ্কৃত। সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী হইয়া, সর্ব্বদা কায়মনে ঐকান্তিক ভাবে সত্যপুরুষ নিত্যচৈতন্য ভগবানের ভজনা করিলে, সচরাচর আকার প্রকারে, কথা বার্ত্তায় ও আচার ব্যবহারে যে অলৌকিকতার আবির্ভাব ও সর্ব্বভুবনমোহন শক্তিবিশেষের আবেশ হয়, দেবর্ষির তাহাতে কোন অংশেই কিছুমাত্র অভাব নাই। এই কারণে তিনি সকল লোকেরই আত্মীয় ও পরমপ্রীতিভাজন অকৃত্রিম বন্ধু। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেরই তিনি পক্ষপাতী ও সকলেই তাঁহার অনুগত। সমস্ত সংসারই তাঁহার সংসার ও সমস্ত লোকই তাঁহার পরিবার। অথবা, ভূমানন্দ ভগবানে ভক্তিযোগ নিয়োগ করিলে, এইপ্রকার দিব্য দশা ও দিব্য বিভব সংঘটিত হয়, সন্দেহ নাই।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণনারদসংবাদ।

শুকদেব কহিলেন, নরদেব! অবধান করুন। দেবর্ষি সমাগত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্রের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। তিনি শশধর-সন্দর্শনে সরিৎপতির ন্যায় ও সদ্বিবেক সমাগমে সম্বুদ্ধির ন্যায়, সমধিক সমুচ্ছলিত ও সমুল্লসিত হইয়া, সমুচিত-সভাজন-সহকৃত-সৎকারপুরঃসর যথাবিধি সপর্য্যাবিধি সমাহিত করিয়া, সবিনয় বচনে দেবর্ষিকে বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! যাহারা আপনার ন্যায়, ভাগবত পুরুষের সন্দর্শন লাভ করে, সংসারে তাহারাই ধন্য! অতএব অদ্য আপনার সাক্ষাৎকারে পরম অনুগৃহীত ও ধন্য বোধ করিলাম। আপনি বিশ্বাসভক্তির সাক্ষাৎ অবতার ও প্রেমভক্তির মূর্ত্তিমান্ আদর্শ। চন্দ্রোদয়ে আকাশের ন্যায়, বসন্তোদয়ে ভুবনের ন্যায়, যৌবনোদয়ে দেহের ন্যায়, জ্ঞানোদয়ে হৃদয়ের ন্যায়,আপনার উদয়ে স্বর্গের সাতিশয় শোভাসম্পদ সমুদ্ভূত হইল। আপনি ভগবৎপ্রসাদে পূর্ণকাম। তজ্জন্য কোন বিষয়েরই প্রার্থী নহেন এবং তজ্জন্য সমস্ত সংসার আপনার নিকট সর্ব্বথা প্রার্থী। এইজন্য, আমি আপনার নিকট প্রার্থী হইয়াছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুমতি করিলে, নির্ভয়ে প্রার্থনা করিতে পারি।

দেবর্ষি কহিলেন, হায়, সংসারের কি বিচিত্র গতি! যাহার কিছুরই অভাব নাই, তাহারও অভাব। দেবরাজ! বলিতে কি, অদ্য আপনারে প্রার্থী হইতে দেখিয়া, আমার ইন্দ্রপদেও অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা উপস্থিত হইল। ধিক্ সংসার! ধিক্ সাংসারিক ঐশ্বর্য্য! বুঝিলাম, একমাত্র ভগবৎ প্রেমই সারসর্ব্বস্ব। উহার অধীন হইলে, সমস্ত সংসার আপনা হইতেই অনায়াসে অধীন হইয়া থাকে, সুতরাং আর প্রার্থনা করিবার কিছুই থাকে না। এই রূপে যে ব্যক্তি কামনার বা প্রার্থনার দাস নহে, তাহাকেই প্রকৃত প্রভু বলা যায়। ঐরূপ প্রভুই প্রকৃত পূজার পাত্র ও পরমভক্তিভাজন। পণ্ডিতগণ ঐরূপ প্রভুকেই ইন্দ্র বলিয়াছেন।

যাহা হউক, দেবরাজ! আমি তোমার অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি। যথাবিহিত বিধান করিব। উর্ব্বশীরও শাপাবসানসময় উপস্থিত হইয়াছে। রাজা দণ্ডীরও মত্ততা ও প্রমত্ততার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পৃথিবীরও ভারাপনোদন হওয়া কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে, অনেক দিন হইল, আত্মপ্রভু ভগবান্ বাসুদেবের পবিত্র-পাদপদ্ম-দর্শনজনিত অতুলিত ব্রহ্মানন্দসন্দোহ সম্ভোগ হয় নাই। পৃথিবী অতি কুস্থান। সেখানে পতিত হইলে, স্বভাবতঃ সকলেরই আত্মবিস্মৃতি সংঘটিত হইয়া থাকে। এইজন্য ইহার নাম অধোলোক। প্রভু এখন দেবকার্য্য-সাধনোদ্দেশে লীলাবশে মনুষ্যবেশে দ্বারকাদেশে বিবিধ-জাতীয় স্ত্রীপুরুষসহবাসে বাস করিতেছেন। অতএব দাস আমাদিগকে হয় ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইত্যাদি বিবিধ কারণে

মর্ত্ত্যলোকে গমন করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমি চলিলাম। তুমি স্থির হইয়া, নিরুদ্বিগ্ন হৃদয়ে অবস্থিতি কর।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! দেবর্ষি নারদ দেবরাজকে এইপ্রকার কহিয়া, বীণায় স্বরসংযোগপূর্ব্বক সমস্ত সংসার শীতল ও সুখিত করিয়া, আকাশ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। বৈমানিকগণ তাঁহার অনুগামী হইল। অথবা, সমস্ত সংসার ভক্তের দাস। ভগবদ্ভক্তি অপেক্ষা মোহনী শক্তি আর নাই। ভক্তপুরুষ পাষণ্ডকেও বশীভূত করিয়া থাকেন। প্রহ্লাদ ও ধ্রুব প্রভৃতি মহাভাগ ভক্তগণের নাম করিলেও, লোকে পুলকিত ও লোমাঞ্চিত হয়। দেবর্ষি নারদও ভক্তগণের মধ্যে প্রধান। এই কারণে সমস্ত সংসার তাঁহার দাস এবং এই কারণে সর্ব্বত্রেই তাঁহার অসীম ও অপার প্রভুত্ব। ভক্তির আর এক গুণ এই, উহা নির্জীবকে সজীব এবং সজীবকে চিরজীব করিয়া থাকে। এই কারণে দেবর্ষি ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান সকল কালেই বর্ত্তমান, স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল সকল দেশেই অব্যাহত-গতিমান্ এবং উত্তম মধ্যম অধম সকল সমাজেই গণ্য, মান্য ও প্রতিপত্তিমান্। অতএব তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বতো-ভাবে ভগবানে ভক্তি কর, অবশ্যই মুক্তিলাভ করিবে, সন্দেহ নাই। রাজন্! ভক্তি অপেক্ষা রক্ষা-কবচ আর নাই। ইন্দ্রের বজ্রও ঐ কবচে প্রতিহত হইয়া থাকে! দেবর্ষি এই ভক্তিগুণে বিশ্বমান্য। তাঁহার বীণার সুমধুর ঝঙ্কার শ্রবণ করিয়া, বিমানবিহারী ভূতগণ সকলেই সস-

ক্রমে সমুত্থানপূর্ব্বক সবিশেষ শ্রদ্ধা ও সমাদরসহকারে তাঁহার সমুচিত সভাজন করিতে লাগিল। স্বর্গদ্বাররক্ষী মহাপ্রাণী-গণ তৎক্ষণে ভীতমনে তাঁহারে স্বর্গদ্বার মুক্ত করিয়া দিল। আকাশ-রক্ষাধিকৃত পুরুষগণও দর্শনমাত্র স্ব স্ব অধিকার সহ-কৃত কর্ত্তব্য ব্যাপার পরিহারপুরঃসর পথপ্রদর্শন জন্য তাঁহার পার্শ্বে, বিপার্শ্বে, সম্মুখে ও পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল এবং তিনি অনুমতি করিলে, প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, পূর্ব্ববৎ স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইল।

দেবর্ষি এই রূপে আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভগবান্ নারায়ণকে এক মনে স্মরণ করিতে করিতে মর্ত্ত্যলোকের সীমন্ত স্বরূপ, সমুদায় নগর নগরীর আদর্শ স্বরূপ, সমস্ত পৃথিবীর অনুকৃতি স্বরূপ, সমুদায় প্রকৃতির একাধারে অব-স্থিতি স্বরূপ, সমস্ত সৌন্দর্য্য ও শোভাবিভবের কেন্দ্র স্বরূপ, বিশ্বকর্ম্মার সাক্ষাৎ নির্ম্মাণচাতুর্য্য স্বরূপ এবং পৃথিবীর স্বর্গ স্বরূপ, অলৌকিক সমৃদ্ধি ও অসামান্য বিভবশালিনী দ্বারকা নগরীতে পদার্পণ করিলেন। দেখিলেন, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-পতি ভগবানের সান্নিধ্যবশতঃ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠের ন্যায়, নগ-রীর নিরুপম সুষমার আবিষ্কার হইয়াছে। স্বয়ং সাগর সুদু-র্লঙ্ঘ্য পরিখা রূপে উহার রক্ষা করিতেছে। তত্রত্য অধিবাসী-মাত্রেই, বৈকুণ্ঠের অধিবাসীর ন্যায়, সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল-স্বভাব এবং স্বর্গীয় অমরবর্গ অপেক্ষাও যেন তাহাদের আকার প্রকারে দিব্যভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। রাজন্! যেখানে দেবরূপী মহাপুরুষগণের আবির্ভাব বা অধিষ্ঠান, সেখানেও যখন প্রতারণা, পরদার, চৌর্য্য ও তস্করতা প্রভৃতি দোষ ও

অত্যাচার সকলের লেশমাত্র থাকে না, তখন যেখানে সাক্ষাৎ ভগবান্ বিরাজমান, সে স্থলের কথা আর কি বলিব? অতএব আপনা আপনিই বুঝিয়া লও, দ্বারকা-নগরীর কিপ্রকার দিব্য, সমৃদ্ধ ও অলৌকিক অবস্থার সঞ্চার হইয়াছিল! আপনার পূর্ব্বপুরুষ পুরুষপ্রধান প্রধানপুরুষ-প্রিয় প্রিয়ধর্ম্ম ধর্ম্মনন্দন লোকনন্দন যুধিষ্ঠিরও যেখানে বাস করিতেন, সেখানেও এইপ্রকার দিব্যপবিত্র অলৌকিক অবস্থাযোগ লক্ষিত হইত। এই কারণেই মহাপুরুষগণ সংসারের পূজ্য ও আদরণীয় হইয়া থাকেন। আশীর্ব্বাদ করি, তোমারও যেন এইপ্রকার মহাপুরুষ ভাবের সঞ্চার হয়।

দেবর্ষি নারদ ঐরূপে নগরীর শোভা দর্শন করিতে করিতে, যেখানে পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ অধিষ্ঠানপূর্ব্বক লোক-ব্যবহার পর্য্যবলোকন করেন, সেই সর্ব্বলোকাতিশায়িনী সমৃদ্ধি ও অতুলিত মহিমাদিতে অলঙ্কৃত সভাগৃহের দ্বারদেশে সমাগত ও আজ্ঞাপ্রতীক্ষায় স্থিরভাবে একদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজন্! মহাত্মাদের অভিমান নাই এবং কোন-প্রকার দুরহঙ্কারও নাই। যাহাতে লোকস্থিতির ব্যাঘাত না হয়, তাঁহারা তজ্জন্য সতত সাবধান ও স্বতঃপরতঃ যত্ন-বান্। বলিতে কি, শতশঃ অপমান বা অনাদর হইলেও, তাঁহারা লোকস্থিতির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন না। দেখুন, দেবর্ষি বিশ্বপূজ্য হইলেও, রাজনিয়মের অন্যথাপত্তি-সম্ভাবনায়, ইতর পুরুষের ন্যায়, আজ্ঞাপ্রতীক্ষায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। স্বয়ং জগৎপতি জনার্দ্দনও যাঁহাকে

দেখিলে, তৎক্ষণে অকপট মনে উত্থান করেন, তিনি আজি সামান্যের ন্যায়, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়াবহ ব্যাপার আর কি আছে বা হইতে পারে? ক্ষুদ্রগণের ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা অল্পেই অবমানিত ও অনাদৃত বোধ করে এবং তজ্জন্য মহাপ্রলয় উপস্থিত করিয়া থাকে। এই মহাপ্রলয়ের ফল আত্মনাশ বা লোকবিনাশ। সময়বিশেষে এই দুইই যুগপৎ সংঘটিত হইয়া থাকে। রাজা বলি ও তোমার পিতৃপুরুষ দুর্য্যোধনাদি কুপুরুষগণ এবিষয়ের দৃষ্টান্ত। হায়, তুমিও যদি এইপ্রকার দুরভিমান ও দুরহঙ্কারে অন্ধ ও উদ্ধত না হইতে, তাহা হইলে, কখন দুরত্যয় ঋষিশাপের দুরত্যয় আঘাতে ঈদৃশী দুরত্যয় মর্ম্মবেদনা ভোগ করিতে না! অথবা সকলই বিধাতার লীলা এবং সকলই নিয়তির ক্রীড়া-বিলসিত! যে দিন যাহা হইবে, তাহা অবশ্যই হইবে; কোনমতেই তাহার অন্যথাপত্তির সম্ভাবনা নাই। যাহারা এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, স্বতঃপরতঃ সাবধান থাকে, তাহাদেরই বিনাশ বা অধঃপতন সুদূরপরাহত হয়, সন্দেহ নাই। রাক্ষসকুলধুরন্ধর বিজিত-পুরন্দর দশকন্ধর জ্ঞানবিজ্ঞান-বিশারদ হইলেও, এই দুরত্যয় ও দুরভিভাব্য নিয়তিবশে দেবী সীতাকে হরণ করিয়া, সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, অন্যান্য ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। বাহুল্যভয়ে সে সকলের উল্লেখ করিলাম না। অধুনা প্রস্তুত বিষয়ের অবতারণা করি, অবধান কর।

মহারাজ! দিব্যদর্শন দীনবৎসল দেবর্ষি নারদ আগমন

করিবেন, ইহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া, ভগবান্ লক্ষ্মীপতি তাঁহার সভাজন জন্য সপরিবারে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ভক্তের প্রতি ভগবানের শ্রদ্ধা, মমতা ও ভক্তিরও সীমা নাই। এইজন্য তিনি দেবী রুক্মিণীর সমভিব্যাহারে কোন নির্জ্জন পবিত্র প্রদেশে নারদের সভাজন জন্য সম্মুখদেশে পবিত্র আসন স্থাপনপূর্ব্বক উপবেশন করিয়াছিলেন। এবং একজন প্রতিহারীকেও দেবর্ষির প্রতীক্ষায় যথাস্থানে যোগ্যবিধানে দণ্ডায়মান থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন। দেবর্ষি আজ্ঞাপ্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তৎক্ষণে প্রতিহারী সমীপদেশে দ্বারদেশে সমাগত ও ভক্তিভরে প্রণত হইয়া, প্রভুর আদেশ নিবেদন করিল। দেবর্ষি ভগবানের অপার ভক্তবৎসলতাগুণের শতমুখী মানসিকী প্রশংসা করিতে করিতে, প্রতিহারীর সমভিব্যাহারী হইয়া, ধীরপদে অবারিত গমন করিতে লাগিলেন এবং ষোড়শ সহস্র রমণীর ষোড়শ সহস্র পুরী অতিক্রম করিয়া, ক্রমে ক্রমে ভগবানের অধিষ্ঠিত উল্লিখিত প্রদেশে সমাগত হইলেন।

তিনি ভগবানের প্রধান ভক্ত ও প্রধান পার্ষদ। এই কারণে তাঁহারে দেখিবার জন্য অন্তঃপুরমধ্যে মহাজনতা উপস্থিত হইল এবং তত্রত্য বালকগণের মধ্যেও মহাকৌতুকজনক ব্যাপার সংঘটিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবর্ষির হস্তস্থিত দিব্য বীণা দেখিয়া, তাহা লইবার জন্য ব্যগ্রচিত্ত ও কেহ কেহ বা রোদনপরায়ণ হইল। কেহ কেহ তাঁহার অভূতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্য কমণ্ডলু গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ করিতে লাগিল। কেহ কেহ তাঁহার

কনকবৎ-কমনীয়-বর্ণাঞ্চিত কোমল-কান্তি জটাকলাপ সুবর্ণ-খচিত ক্রীড়নক চামর বোধে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। দেবর্ষির অসীম প্রভাব। তিনি বালক, বৃদ্ধ, বনিতা সকল-কেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিয়া, গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পদ্ম, কুমুদ ও শশাঙ্কের ন্যায়, সমুল্লাসিনী স্নিগ্ধ গম্ভীর মধুর মূর্ত্তি শত্রুমিত্র সকলেরই মনোমোহন ও বশীকরণ স্বরূপ। দেখিলেই বিশ্বস্ত হৃদয়ে আত্মদান করিতে স্বতই অভিলাষ হয়। অথবা,ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বরভক্তির এই প্রকারই স্বভাব। উহা মানুষকে দেবতা ও দেবতাকে মহাদেব ভাবে পরিণত করে এবং বিষকে অমৃত ও বিপদকে সম্পদ করে। আশী-র্ব্বাদ করি, তুমি ঈশ্বরচিন্তায় ব্যাপৃত হও, তাহা হইলে, আর কখনও তোমাকে জন্মযন্ত্রণা ভোগ ও দুর্ব্বিষহ শাপা-নলদাহ সহ্য করিতে হইবে না।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! ঋষিদেব শুকদেব এইপ্রকার আশীর্ব্বাদ করিয়া, পুনরায় বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! অবধারণ করুন। ভগবানের অসীম মহিমা এবং শক্তিরও সীমা নাই। তিনি ভক্তপ্রধান মহাভাগ নারদকে আপ-নার ও তাঁহার মহিমার অনুরূপে দর্শন দান ও সভাজন করি-বার জন্য স্বীয় বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র স্ত্রী এবং তাঁহাদের ষোড়শ সহস্র প্রাসাদ। দেবর্ষি নারদ তাঁহার দর্শনাভিলাষে যখন যে দিকে বা যে প্রাসাদে গমন করেন, তখন সেই দিকে বা সেই প্রাসাদে তাঁহাকে দেখিতে পান। আবার, হৃদয়মধ্যে চাহিয়া দেখেন, সেখানেও তিনি বিরাজমান। পুনশ্চ,

তিনি চাহিয়া দেখিলেন, অন্তঃপুরের সর্ব্বত্রেই ভগবান্। ভগবান্ ভিন্ন আর কিছুই নাই। তিনি অগ্রে কাহাকে প্রণাম ও কাহার সহিত সম্ভাষণ করিবেন, ভাবিয়া অস্থির হইলেন। তাঁহার হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল। অবশেষে তিনি স্বীয় প্রভুকে একস্থানে দেখিতে যেমন অভিলাষী হইলেন, তৎক্ষণাৎ অবলোকন করিলেন, তাঁহার সম্মুখদেশে অতিসংকীর্ণ প্রদেশে ষোড়শ সহস্র কৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র স্ত্রী সমভিব্যাহারে একাসনে সমাসীন হইয়া, তাঁহারে সাদর বচনে বারংবার আসুন বলিয়া, আহ্বান করিতেছেন। ঐ সময়ে তিনি ব্যস্ত হইয়া, বিব্রত হইয়া, আপনার সম্মুখে পশ্চাতে যে দিকে চান, সেই দিকেই ভগবান্‌কে ঐরূপে দেখিতে পান। তদ্দর্শনে তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তৎক্ষণাৎ তিনি কমণ্ডলুস্থ বেদময় সলিলে যথাবিধি আচমন করিয়া, ধ্যানবশে নিমীলিতলোচন হইয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে ভগবানের স্তবগানে প্রবৃত্ত হইলেন ;—

ভগবন্ সত্যপুরুষ আনন্দাত্মন্ কৃপানিধে গুণময় গুণাতীত অপারবিভব অগাধসত্ত্ব! মাদৃশ নিতান্ত অনুগত দাসানুদাসের ও সেবকানুসেবকের প্রতি যেপ্রকার কৃপা ও অনুকম্পা হওয়া বিধেয়, আপনার তাহাতে কোন অংশে কোন রূপেই কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। হায়, কি সৌভাগ্য! আহা, কি আনন্দ! অদ্য আমি মনের অভিলাষে প্রভুরূপ দর্শন করিয়া, কৃতকৃতার্থ হইলাম! যেন জন্ম জন্ম আমার এইপ্রকার ঘটে। ভগবন্! ভক্তকে এই রূপে বহু রূপে দর্শনদান করাই যদি [illegible] হয়, তাহা হইয়াছে। অথবা,

তুমি ঈশ্বর ও চরাচরের একমাত্র পাতা। যখন যাহা কর, তাহাই ভাল ও শোভা পায়। এমন কি, তোমার বিহিত বিপদও সম্পদ, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। কেননা পিতা কখনও পুত্রকে বিপদে পাতিত করেন না। এই-জন্য, সাধুগণ তোমার প্রেরিত মৃত্যুকেও অমৃতজ্ঞানে আলি-ঙ্গন করেন। ফলতঃ, যে হস্তে জীবনের সৃষ্টি হইয়াছে, সে হস্তে কখনও মৃত্যুসৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে না। পিতা কখনও পুত্রকে বিষ দিতে পারেন না। অতএব তুমি যাহা বিধান কর, তাহা মাদৃশ স্থূলবুদ্ধি ও স্থূলদর্শী ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে কোন অংশেই ভাল না হইলেও, সর্ব্বাংশেই ভাল ও সর্ব্বতোভাবেই বিধেয়। এই কারণে, তুমি এইরূপ বহু রূপে আমারে মোহিত করিলে,ইহাতে আমি আপ্তকাম হইলাম। বলিতে কি, আমার এই মোহও আমার সুখের কারণ। আহা, আমি যেন জন্ম জন্ম এইপ্রকার মোহ প্রাপ্ত হই। কেননা, ইহাই পারলৌকিক সৌভাগ্য, সন্দেহ কি?

ভগবন্! তুমি যাহা মনে করিয়াছিলে, তাহা সম্পন্ন করিলে। এক্ষণে ভক্ত আমি যাহা মনে করিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে। তুমি আপনার এই অগাধরূপিণী অপার মায়া সংবরণ কর। যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই পিতামহ ব্রহ্মাও যখন তোমার মায়াবিভবে মোহপ্রাপ্ত হন, তখন মাদৃশ অতিক্ষুদ্র জনের কথা আর কি বলিব? অত-এব এই বিষম মায়া সংবরণ কর। অয়ি গুণনিধে! আমি পূর্ব্বে অনেকবার তোমারে দর্শন করিয়াছি; কিন্তু কখনও

এপ্রকার মায়াচক্রে পতিত হইয়া, বারংবার এরূপে মোহিত ও ভ্রান্ত হইতে হয় নাই। ইহা আমার পক্ষে যথেষ্ট অনুগ্রহ বটে। কিন্তু যাবৎ সম্ভাষণ করিতে না পাইতেছি, তাবৎ কোনমতেই ভক্ত আমার তৃপ্তি হইতেছে না। অথবা, আমি ভ্রমবশে ও বুদ্ধিদোষে কি বলিতেছি ? প্রভুকে যখন দেখিয়াছি, তখনই আমার চরমতৃপ্তি সম্পন্ন হইয়াছে। অধুনা, যেজন্য আসিয়াছি,পাদপদ্মে নিবেদন করিব। ভগবান্ এক হইলেও অনেক এবং অনেক হইলেও এক। অতএব এই বহুরূপী ভগবান্ অবশ্য আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন।

শুকদেব কহিলেন, তত্ত্বপারদর্শী দেবর্ষি নারদ এইপ্রকার বহুমত অভিমত বাক্য প্রয়োগ করিয়া, মনে মনে প্রভুকে স্মরণ করত কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! যেখানে আপনার অধিষ্ঠান, সেই মর্ত্ত্যলোকে কি অত্যাচার দেখুন! দুরাত্মারা অনায়াসেই সৎপথবিপ্লাবনে প্রবৃত্ত হইয়াছে; ক্ষুদ্রেরা অনায়াসেই মহতের অবমাননা আরম্ভ করিয়াছে; কুক্কুরেরা অনায়াসেই যজ্ঞীয় হবি লেহন করিতেছে; দেবতার আর আদর নাই; মহতের আর গৌরব নাই; ঈশ্বরের আর অস্তিত্ব নাই; ঈশ্বরভক্তেরও আর সমাদর নাই। নাথ! কতকাল এই রূপে যাইবে, জানিতে অভিলাষ করি। কতকাল পাপের প্রশ্রয় ও সত্যের পরাজয় হইবে, ইহাও জানিতে অভিলাষ।

ভগবন্! সে দিন বসুমতী পাপে তাপে দগ্ধভাবাপন্ন ও গুরুভারে অবসন্ন হইয়া, পিতামহের গোচরে গমনপূর্ব্বক আত্মদুঃখ নিবেদন করিলে, তিনি আমাদের সমক্ষে বলিয়া-

ছিলেন, পুত্রি! পরিতাপপরিহারপূর্ব্বক স্বস্থানে গমন কর; তোমাকে আর অধিক দিন কষ্টভোগ করিতে হইবে না। স্বয়ং ভগবান্ তোমার ভারাপনোদনজন্য দ্বারকায় বিরাজ করিতেছেন। যে দিন কর্ত্তব্য বোধ করিবেন, সেই দিনই তোমার গুরুভারপরিহার হইবে, সন্দেহ নাই।

পিতামহ এই বলিয়া বসুমতীকে বিদায় দিলে, তিনি কথঞ্চিৎ স্বস্থ হইয়া, স্বস্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন। নাথ! আমরা স্বভাবতঃ অজ্ঞানাচ্ছন্ন। এইজন্য জিজ্ঞাসা করি, পিতামহ যে দিনের কথা কহিয়াছেন, সে দিন কি আজিও উপস্থিত হয় নাই? যাহাহউক, ভক্তের প্রাণে ভগবান্ আপনার অবমাননা কোনমতেই সহ্য হয় না। সত্বর ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। পাপ মর্ত্ত্যলোকেও আর আপনার অবস্থিতি করা বিধেয় হয় না। অতঃপর ঘোর কলি উপস্থিত হইয়া, পুরুষের বলবুদ্ধি হরণ করিবে। ঐ দেখুন, তাহার উপক্রম হইয়াছে। দুরাচার দণ্ডী দণ্ডত্যাগ করিয়া, অনায়াসেই দেবদ্রব্য ভোগ করিতেছে। অথবা, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সকলই জানেন এবং কিরূপে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহাও আপনার বিশেষ বিদিত আছে। অতএব বিহিত বিধানে সত্বর অনুমতি হউক। আমরা বার্ত্তাহর মাত্র। নাথ! অধুনা স্বস্থানগমনে অভিলাষ করি। অনুজ্ঞাদানে অনুগৃহীত করুন।

শুকদেব কহিলেন, নরদেব! দেবর্ষি নারদ এইপ্রকার বাক্যবিন্যাস পুরঃসর ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিয়া, পূর্ব্ববৎ ধ্যানস্তিমিত নয়নে অপার দর্শনানন্দ ভোগ করত

দণ্ডায়মান হইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ তদ্দর্শনে প্রীতি-মান্ হইয়া, তৎক্ষণাৎ মায়াসংবরণ ও নারদের হস্তধারণ-পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া, সহাস্য আস্যে সুমধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! এ কি! প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় বিস্ময়ের বশবর্ত্তী হওয়া, আপনার বিধেয় হয় না। সংসারে যে যেমন পাত্র, তাহাকে তদ্রূপে দান করাই বিধি। যদিও কাহার প্রতি আমার পক্ষপাত নাই, কিন্তু যাহারা আমার ভক্তগণের মধ্যে প্রধান, আপনার ন্যায়, তাদৃশ মহাপুরুষ-দিগকে আমি এইরূপ মহাপুরুষ কলেবরেই দর্শন দিয়া থাকি। ইহাই আমার স্বভাব এবং ইহাই আমার ভক্ত-গণের প্রতি ভূরি অনুগ্রহ। অতএব আপনি বিস্ময় ত্যাগ করিয়া, স্বস্থ ও ধ্যান হইতে বিনিবৃত্ত হউন। তাত! ধ্যানের ফল অভীষ্ট বস্তুর দর্শন, আপনার তাহা হইয়াছে। বলিতে কি, আমি ভক্তেরই দাস। ভক্তপুরুষ ইচ্ছা করি-লেই, আমারে যেখানে সেখানে, যখন তখন দর্শন করিতে সমর্থ হয়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

শুকদেব কহিলেন, নরদেব! দেবদেব বাসুদেব এই-প্রকার দেববাক্যে আশ্বাসিত করিলে, ঋষিদেব নারদ তাঁহার সুকোমল হস্তস্পর্শমাত্র অমৃতসাগরে মগ্নবৎ একান্ত আপ্যা-য়িত ও কৃতকৃত্য হইয়া, অল্পে অল্পে ধ্যান হইতে বিনিবৃত্ত হইলেন। যাঁহারা সর্ব্বদা ঐকান্তিক বা একোদগ্র হইয়া, ভক্তিযোগের আলোচনা করেন, তাঁহাদের কখন শোক সন্তাপ সমুদ্ভূত, আধি ব্যাধি আপতিত ও অন্যবিধ কোন-রূপ উৎপাতাদি উপস্থিত হয় না। তাঁহারা আপ্তকাম,

নিত্যপূর্ণচিত্ত, সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট ও প্রফুল্লতাময় এবং সর্ব্বদাই শীতল, সুখিত, সচ্ছন্দ, নিরুদ্বিগ্ন, নিরাময়, পরম নির্ব্বৃত ও নিশ্চিন্ত এবং অন্তরে অন্তরে, মর্ম্মে মর্ম্মে, প্রাণে প্রাণে ও মনে মনে সর্ব্বদাই বিমল বিচিত্র অখণ্ডব্যাপ্ত আনন্দসন্দোহ সম্ভোগ করেন। তজ্জন্য, তাঁহাদের আর কোন বিষয়েই কোন রূপে অভিলাষ নাই এবং তজ্জন্য তাঁহারা আর কিছু-রই কোন কালে কোন মতেই প্রার্থী নহেন। একমাত্র ভগবানই তাঁহাদের কামনা, অভিলাষ ও প্রার্থনার বিষয় হইয়া থাকেন। ভগবান্ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ই তাঁহা-দিগকে প্রলোভিত ও আকৃষ্ট করিতে পারে না। এইজন্য বিষ্ঠা চন্দন তাঁহাদের সমজ্ঞান হইয়া থাকে। এইজন্য তাঁহারা সংসারী হইয়াও সংসারী নহেন, বিষয়ী হইয়াও বিষয়ী নহেন এবং ব্যাপারী হইয়াও ব্যাপারী নহেন। ভক্তপ্রধান নারদেরও এইপ্রকার অবস্থার আবির্ভাব হইয়াছিল। তথাপি, তিনি ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াই, সপ্রেমে ও সাবেগে বলিয়া উঠিলেন, অয়ি সত্যপুরুষ আত্মদেব! অদ্য আমি কৃতার্থ হইলাম। অদ্য আমার কামনা পূর্ণ হইল! অদ্য আমার সাধনা সফল হইল! অদ্য আমার ভক্তির সার্থকতা হইল! কেননা, অদ্য আমি তোমাকে দর্শন করিলাম! নাথ! তোমার দর্শনই সৌভাগ্য এবং সাক্ষাৎ অপবর্গ। কে না তাহার প্রার্থনা করে? কিন্তু কয় জন তাহা লাভ করে? অতএব আমিই ধন্য ও আমিই পূর্ণ! প্রার্থনা করি, ভক্ত-মাত্রেরই যেন এইপ্রকার নিত্য ঘটনা হয় এবং আমি যে জন্য আসিয়াছি, তাহাও যেন পূর্ণ হয়।

শুকদেব কহিলেন, দেবদেব নারায়ণ তাঁহাকে বারবার আলিঙ্গন ও আপনার আসনে উপবিষ্ট করিয়া, হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, ভগবন্! ভাল আছেন? আপনার ন্যায়, মহা-পুরুষগণের দর্শন একান্ত প্রার্থনীয়। কেননা, সংসারের উহাই একমাত্র সুখ।

নারদ কহিলেন, দেব! যাহারা আপনার ভক্ত, তাহা-দের অমঙ্গল কোথায়? আপনি স্বয়ং মঙ্গলস্বরূপ, অমঙ্গল বিনাশী মহাদেব। অহো! আপনার কি মহিমা! যাহারা আপনার সেবা করে, তাহাদের বল্কলমাত্র বসন, ফলমূল মাত্র ভক্ষ্য, ভূমি মাত্র শয্যা, তৃণমাত্র আসন, পাণিমাত্র ভোজনপাত্র এবং ভস্মমাত্র বিলেপন হইয়া থাকে। এই-রূপে তাহাদের কিছুই থাকে না, সকল বিষয়েরই অভাব উপস্থিত হয়। তাহারা আকিঞ্চন দরিদ্রদশা ভোগ করে। তথাপি, তাহাদের সুখের সীমা নাই। তাহারা দরিদ্র হইলেও, মহাধনী, দুর্ব্বল হইলেও মহাবল, অসহায় হইলেও মহাসহায় এবং নিরাশ্রয় হইলেও আশ্রয়বান্। অধিক কি, তাঁহারা রাজারও রাজা, মহারাজেরও মহারাজ এবং সম্রা-টেরও সম্রাট্।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! এইপ্রকার কথোপকথ-নান্তে দেবর্ষি আত্মপ্রভু ভগবান্‌কে যথাযোগ্য বন্দনাদি করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বরের সহিত বিবাদ করিও না।

শুকদেব কহিলেন, নরদেব! দেবর্ষি প্রস্থান করিলে, দেবদেব বাসুদেব ইতিকর্ত্তব্যতা চিন্তা করিয়া, অন্যতর বিশ্বস্ত দূতকে রাজা দণ্ডীর নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন, যে, মহারাজ! তুমি যে মায়াঘোটকী প্রাপ্ত হইয়াছ ও এত দিন না জানাইয়া, ভোগ করিয়াছ, সত্বরে ইহার সমভিব্যাহারে দ্বারকানগরে আমার গোচরে প্রেরণ করিবে, অন্যথা না হয়।

দূত, যে আজ্ঞা, বলিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল এবং রাজা দণ্ডীর নিকট সমাগত হইয়া, প্রভুর প্রদত্ত আদেশবার্ত্তা বিনিবেদন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! আমরা বার্ত্তাহরমাত্র; যাহা বিহিত হয়, সত্বরে বিধান করুন। এখানে দিনমাত্রও অবস্থিতি করিতে প্রভুর নিষেধ।

শুকদেব কহিলেন, রাজা দণ্ডী এই কথায় যেন জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সরোষে কহিলেন, যাও, আমি তোমার প্রভুকে চিনি না। দিনমাত্রের কথা কি, ক্ষণমাত্রও এখানে অবস্থিতি করিলে, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দণ্ডীর প্রচণ্ড যমদণ্ডবৎ দারুণ দণ্ড, বজ্রের ন্যায়, তোমার শিরে পতিত হইবে।

দূত, যে আজ্ঞা, মহারাজ! বলিয়া, তথা হইতে প্রস্থান

এবং যথাসময়ে প্রভুর নিকট আগমন করিয়া, সমস্ত সবিশেষ নিবেদন করিল এবং কহিল, মহাভাগ! দণ্ডীর যেপ্রকার গর্ব্ব ও যেপ্রকার আক্রোশ, তাহাতে সহজে ঘোটকী প্রদান করে, বোধ হয় না। এক্ষণে যথাবিহিত বিধানে আজ্ঞা হউক।

ভগবান্ বাসুদেব এই কথায় সবিশেষপর্য্যালোচনাপূর্ব্বক মনে মনে কহিতে লাগিলেন, সহসা কোন কার্য্য করা বিধেয় নহে। কার্য্যনিষ্পত্তির পূর্ব্বে বহু চিন্তা ও বহু গবেষণা করিবে। শস্য এক দিনেই পক্ক হয় না, সূর্য্য এক বারেই উদিত হয় না এবং মেঘ এক বারেই বর্ষিত হয় না। এই রূপ, গুরুতর বিষয়মাত্রেই এক দিনে সম্পন্ন করা যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব আমার স্বরূপ কোন ব্যক্তিকে রাজার নিকট প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, তিনি আপনার বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ পরমভক্ত উদ্ধবকে নির্জ্জনে আহ্বান করিলেন এবং সমস্ত বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, মারিষ! তোমার ন্যায় বহুশ্রুত, বহুবিদিত ও বহুদৃষ্ট ব্যক্তিকে কোন কথা বলা বাহুল্যমাত্র। আমার দৃঢ়প্রতীতি আছে, তুমি জ্ঞানবলে সত্বরে এ কার্য্য অবশ্যই সমাধা করিবে। অতএব কালবিলম্বপরিহারপূর্ব্বক প্রস্থান কর। তোমার মঙ্গল হউক।

শুকদেব কহিলেন, প্রিয়মাধব উদ্ধব কৃষ্ণের এবম্বিধ আদেশে একান্ত অনুগৃহীত বোধ করিয়া, তৎক্ষণাৎ দণ্ডীর রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং নানা দেশ, মহাদেশ, পত্তন, নগর ও গ্রাম অতিক্রম করিয়া, কিয়দ্দিনমধ্যেই তথায়

সমাগত হইলেন। রাজসভায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তিনি লোক দ্বারা আপনার আগমনসংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলে, মহারাজ দণ্ডী আকার প্রচ্ছাদন ও ছলনাপূর্ব্বক পরিহারপ্রাপ্তি কামনায় স্বয়ংই তাঁহার সকাশে গমন করিলেন। উভয়ে সাক্ষাৎ হইলে, স্ব স্ব পদোচিত ও মহিমা-সমুচিত সভাজনাদি-বিনিময়ের পর মহাভাগ, মহামতি, মহাজ্ঞানী ও মহাবাগ্মী উদ্ধব তৎকাল-সমুচিত মধুরোদার বাক্যে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,মহারাজ! তোমার ন্যায়, প্রজাপতিসম পরম ধার্ম্মিক ও পুণ্যশীল রাজার রাজলক্ষ্মী চিরস্থায়িনী হয়, ইহা সকলেরই অভিলাষ। আমি সেই অভিলাষসিদ্ধির জন্যই তোমার সকাশে আগমন করিয়াছি। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ক্রোধে তপস্যার ক্ষয় হয়, অভিমানে আত্মার ক্ষয় হয়, অহঙ্কারে মিত্রতার ক্ষয় হয় এবং ঈশ্বরবিরোধে সর্ব্বস্বক্ষয় হয়। অতএব তুমি পরম ঈশ্বররূপী বাসুদেবের সহিত বিরোধ না করিয়া, আমার হস্তে ঘোটকী ন্যস্ত কর। তোমার ও তোমার রাজ্যের ও রাজপদের মঙ্গল হউক। রাজপদ ও রাজমান অতীব অসামান্য বস্তু। সামান্য পশুর জন্য তাদৃশ অসামান্যের পরিহার বা ভ্রংশ করা তোমার ন্যায় বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। আমি যাহা বলিলাম, সবিশেষপ্রণিধানপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা কর; আমার বাক্যের সারবত্তা ও ভবিষ্যকারিতা বুঝিতে পারিবে। বাসুদেব যে সে ব্যক্তি নহেন, যদুবংশও যে সে বংশ নহে, সুদর্শনও যে সে চক্র নহে, গরুড়ও যে সে বাহন নহে, দ্বারকাও যে সে নগরী নহে, নারায়ণী সেনাও যে

সে সেনা নহে এবং শাম্বাদি কৃষ্ণপুত্রগণও যে সে পুত্র নহে। ফলতঃ, বাসুদেবের বল বীর্য্য, যান বাহন, রথ সারথি, সহায় সম্পদ, সাধন উপায়, অশ্ব গজ, পদাতি রথী, ইত্যাদি কোন বস্তুই যে সে বা যা তা নহে। আমি একাকী এ কথা বলি না। তোমরাই এক বাক্যে তাঁহার অসামান্যতা স্বীকার করিয়াছ। অতএব সত্বর ঘোটকী পরিত্যাগ কর। অনর্থক মহাপ্রলয় উপস্থিত করিও না। সত্য বটে, জয় পরাজয়ের স্থিরতা নাই; সত্য বটে, অদৃষ্টের গতি ও ভাগ্যের গতি বুঝা যায় না; সত্য বটে, সংসারে সম্পদ হইতেও বিপদ ও বিপদ হইতেও সম্পদের আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং সত্য বটে, তজ্জন্য যুদ্ধেও লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু যাহা একান্ত সম্ভব, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাই চিন্তা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। ঐরূপ সম্ভব সঙ্গত ও অনুষ্ঠান করিলে, কখনই পতিত বা ভ্রষ্ট হইতে হয় না। কৃষ্ণের প্রভাব যেরূপ বর্ত্তমানে সাধারণ্যে অসামান্য বলিয়া প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাহাতে, তাঁহারই জয়লাভ সর্ব্বথা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। তুমি স্বয়ংই ইহা বিবেচনা কর। ফল কথা, ঈশ্বরের সহিত বিরোধ করিও না।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

মিথ্যা কথাই সাক্ষাৎ সর্ব্বনাশ।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! মনের তেজ না থাকিলে, মানুষকে অতি অসার ও অপদার্থ করে। সে জন্যেই ভীত

ও শঙ্কিত হয় এবং বিড়ম্বনা, প্রতারণা ও মিথ্যা আশ্রয় করিয়া থাকে। বলে কার্য্য না হইলেই, কৌশলে কার্য্য-সিদ্ধির উপায় অবলম্বিত হয়, ইহা প্রতিপাদন করা বাহুল্য মাত্র। দণ্ডীর অবিকল তাহাই ঘটিয়াছিল। উদ্ধবের কথা শুনিয়া, পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া, তাঁহার বুদ্ধি-শুদ্ধি যেন হরিয়া গেল। কি বলিবেন, কি করিবেন, ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিলেন না। এক এক বার কৃষ্ণের প্রভাব মনে করেন, আর উর্ব্বশীকে স্মরণ করিয়া, ব্যাকুল হয়েন। কোন্ দিক্ রক্ষা করেন, ভাবিয়াই পান না। অবশেষে উদ্ধবকে প্রতারিত করাই প্রশস্ত কল্প,মনে করিয়া, মিথ্যার দ্বার আশ্রয় করত কহিতে লাগিলেন, অয়ি মতি-মন্! কৃষ্ণের সহিত দূরে থাক, কাহারই সহিত বিবাদ করা কাহারই উচিত নহে। বিবাদে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট হানি হয়। বিশেষতঃ, কৃষ্ণ চিরকাল আমাদের প্রভুপক্ষ। আমরা তাঁহার করদ। সুতরাং, তাঁহার সহিত বিবাদে আমাদেরই হানি ও সর্ব্বতোভাবে পরাজয়, ইহা আমি বিলক্ষণ জানি। অতএব ঘোটকী থাকিলে, এই মুহূর্ত্তেই আমি স্বয়ং যাইয়া, দিয়া আসিতাম। আপনার বৃথা আগ-মনশ্রমে প্রয়োজন হইত না। অথবা, আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। অনেক দিন হইল, আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ নাই। বিশেষতঃ, অনেক দিন হইল, প্রভু কৃষ্ণের কোন-রূপ বার্ত্তা প্রাপ্ত হই নাই। তজ্জন্য মন অতিমাত্র ব্যাকুল ছিল। আজি আপনাকে দেখিয়া ও প্রভুর সংবাদ শুনিয়া, অতিশয় সুখী ও সন্তুষ্ট হইলাম। হায়, মিথ্যা হইতেও

লোকের মঙ্গলোৎপত্তি হইয়া থাকে ! দেখুন, আমি ঘোটকী পাই নাই, কিন্তু কোনও ব্যক্তি মিথ্যা করিয়া, আপনাদিগকে বলিয়াছে, যে, রাজা দণ্ডী ঘোটকী পাইয়াছে। আপনারা এই মিথ্যা সংবাদে আমার রাজ্যে বহুদিনের পর পদার্পণ করিয়া, আমাকে পরম সুখী করিলেন। আমার যেন জন্ম জন্ম এইপ্রকার ঘটনা হয় !

পুনশ্চ, কৃষ্ণই লোকের প্রভু ও কৃষ্ণই লোকের সর্ব্বস্ব। অতএব সামান্য ঘোটকীর কথা কি, তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই সমস্ত রাজ্য ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া দিতে পারি। কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, কার্য্যে করিয়া দেখুন। আসুন, আপনাদের রাজ-প্রাসাদে আসুন। অশ্বশালায় যত অশ্ব আছে, একে একে প্রত্যক্ষে পরীক্ষা করুন। অথবা, ইচ্ছা হইলে, প্রভুর প্রত্যয় জন্য সমস্তই সমভিব্যাহারে লউন। যাঁহার ধন, তিনিই লই-বেন, ইহাতে আমার আপত্তি কি ? আমি পুনরায় অশ্বসংগ্রহ করিব। আমি দূতকেও এই কথাই বলিয়া দিয়াছি।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! দণ্ডী এইপ্রকার মিথ্যা কৌশলবাক্য প্রয়োগ করিলে, সূক্ষ্ম-সুতীক্ষ্ণ-সহজ-বুদ্ধি সরলোদার-স্নিগ্ধপ্রকৃতি মহাভাগ উদ্ধব ঈষৎ ক্রুদ্ধহাস্যে কহিলেন, মহারাজ! তোমার আকার প্রকার ও কথা বার্ত্তায় আমার স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, তুমি জানিয়া শুনিয়াও, মিথ্যা বলিলে। হায়, কি কষ্ট ! তোমার ন্যায় মহাপ্রাণও নিতান্ত ক্ষুদ্রপ্রাণের কার্য্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হইল না ! আমি আর কি বলিব ? মিথ্যার উত্তর নাই। একমাত্র দেবতারাই তাহার উত্তর

দিবেন। মিথ্যা করিয়া কেহ কখনও ভদ্রলাভে সমর্থ হয় নাই। অতএব তোমারও যে মঙ্গল হইবে, কখনই সম্ভব নহে। আমি চলিলাম, তুমি সুখে থাক। পাপের ফল অবশ্যম্ভাবী, তাহা যেন মনে থাকে। প্রার্থনা করি, তোমায় যেন পশ্চাত্তাপ করিতে না হয়।

মহারাজ কাহারও কোন রূপে অমঙ্গল দেখিতে, শুনিতে অথবা করিতে না হয়, ইহাই আমার নিত্য অভী-প্সিত ও একমাত্র অভীষ্ট ব্রত। অতএব আমি প্রভুকে গিয়া কি বলিব, নির্দ্দেশ কর। অবশ্য, তোমার মন বিচলিত হই-য়াছে, বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়াই, যাহা তাহা বলা উচিত হয় না। বালকেরাই সামন্য বিষয়ে লুব্ধ হয়, মূর্খেরাই ক্ষুদ্রবিষয়ে লোভ করে এবং স্ত্রীজাতিই সামান্যের জন্য মিথ্যা কহে, কলহ করে ও বিবাদ করে। তোমারও কি সেইরূপ ঘটিয়াছে? ইহারই নাম মতিচ্ছন্নতা। হায়, কি কষ্ট! রাজ্যেশ্বর দণ্ডীরও সামান্যের জন্য মতিচ্ছন্নতা ঘটিল! যাহা হয়, বিধান কর। আমি চলিলাম।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

আত্মাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে।

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! পরম-নির্ব্বিণ্ণ-হৃদয় রাজা পরী-ক্ষিত অবধূতশ্রেষ্ঠ বিশিষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট শুকদেবের বদনরূপ-হিমালয়-গুহা হইতে বিনির্গত হরিকথারূপ তরঙ্গিণীতে

বারংবার অবগাহন করিয়া, যার পর নাই আপ্যায়িত, স্নিগ্ধ ও যেন বিগতসন্তাপ হইলেন। তজ্জন্য, অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ভগবন্! কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য! পুনরায় পাপনাশনী, সর্ব্বসংসাধনী, অশেষ-কলুষ-শেষকরণী, কলিমলাপহরণী, ভুক্তিমুক্তিনির্ব্বাণজননী, বিনিপাত-নিপাতনী, পরিতাপসংশাতনী, পরম পবিত্রতাশালিনী হরিগুণ-বাণী কীর্ত্তন করিয়া, পাপী আমার, পাষণ্ড আমার, পতিত আমার, পামর আমার, পরিতপ্ত আমার উদ্ধার ও শান্তি বিধান করুন। ব্রহ্মন্! আর আমার মৃত্যুর বিলম্ব নাই। দিনের পর দিন অতীত হইতেছে, রাত্রির পর রাত্রি গত হইতেছে, ক্ষণের পর ক্ষণ অতিবাহিত হইতেছে এবং মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত অতিক্রান্ত হইতেছে। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে জীবনও ধাবমান হইতেছে। লোকে বুঝিতে পারে না। মনে করে, আমার পরমায়ুর বৃদ্ধি হইতেছে। হায়, কি অন্ধতা! হায়, কি মূর্খতা! হায়, কি মোহ! হায়, কি ব্যামোহ! ধিক্ মানুষ! ধিক্ সংসার! ধিক্ জন্ম! ধিক্ কর্ম্ম!

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! হরিই প্রাণ, হরিই আত্মা, হরিই চেতনা, হরিই মন, হরিই দেহ। এই রূপে হরিই সর্ব্বস্ব। সুতরাং, হরিকথা শুনিতে কাহার না অভিলাষ হয়? অতএব অবধান করুন।

মহাভাগ উদ্ধব ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যাহারা ভগবানের বিরোধী, তাহারা সংসারের শত্রু এবং যাহারা মিথ্যা বলে, তাহারা

সাক্ষাৎ নরহত্যাকারী দস্যু, সন্দেহ নাই। তাহারা যে স্থানে অবস্থিতি করে, সে স্থান, স্বর্গ হইলেও, মহানরক। সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা পরিত্যাগ করিবে। যদি পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা না থাকে, তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবে। ইহাই শাস্ত্রসম্মত ও মহাজনসঙ্গত প্রকৃত বিধি বা ব্যবস্থা। অতএব আমি আর পাপ দণ্ডীর পাপ রাজ্যে বাস করিব না। দণ্ডী মিথ্যা বলিয়া ও ভগবানের সহিত বিরোধ করিয়া, নিশ্চয়ই পতিত হইয়াছে। পতিতের সহিত বাস করিলেও, পতিত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। অতএব এই মুহূর্ত্তেই নরাধমের রাজ্যে শাপ দিয়া, প্রভুর স্থানে গমন ও যথাযথ নিবেদন করিব। তিনিই যথাকর্ত্তব্য বিধান করিবেন। এইপ্রকার পরিকলনপূর্ব্বক মহাভাগ উদ্ধব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

উদ্ধব প্রস্থান করিলে, মহারাজ দণ্ডী কিয়ৎকাল হতবুদ্ধির ন্যায়, গ্রহাবিষ্টের ন্যায়, কি ভাবিতে ভাবিতে দণ্ডায়মান থাকিয়া, পরে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং যেখানে তাঁহার প্রিয়তমা ঘোটকী অবস্থিতি করিতেছিল, তথায় সমাগত হইলেন। রাজন্! তিনি প্রতিদিন স্বহস্তে ঘোটকীকে আহার দেন, পানীয় দেন, স্নান ও মার্জ্জন করাইয়া দেন এবং অঙ্গসংবাহনাদি অন্যান্য কার্য্যও নিজেই সম্পাদন করেন। আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও তথায় যাইতে দেন না। এমন কি, বায়ুও তথায় সন্তর্পণে প্রবেশ করিয়া থাকে এবং চন্দ্র সূর্য্যও সভয়ে গতিবিধি করেন। দিবাভাগ এই রূপে যায়। রাত্রি হইলে, ঘোটকী যখন মোহিনী মূর্ত্তি

পরিগ্রহ করে, তখন তিনি তাঁহাকে লইয়া, দিব্য অট্টালিকায় দিব্য শয়নে বিহার করেন। তখনও তিনি ভিন্ন অন্যের সাধ্য কি, তাহাকে দর্শন করে। সুতরাং, তিনি যে ঘোটকী পাইয়াছেন, সকলেই উপকথাবৎ তাহা একান্ত অসম্ভব মনে করিয়া থাকে।

মহারাজ! যাহার প্রতি এইপ্রকার প্রাণাধিক প্রীতি ও আত্মাধিক মমতা, তাহাকে কি সহজে পরিত্যাগ করা মানুষের সাধ্য হইয়া থাকে? দুর্ব্বল মানুষের মন প্রাণ সকলই দুর্ব্বল। সেইজন্য সে পদেপদেই বদ্ধ, বিপন্ন ও বিষমী দশায় পতিত হয়। এবিষয়ে রাজা প্রজা বিশেষ নাই। তবে দণ্ডীর পক্ষে বিশেষ হইবে কেন? বরং, বহু দিনের অভ্যাস বশতঃ দণ্ডী আরও বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তজ্জন্য উদ্ধবের হিতবাক্যও একান্ত অহিতের ন্যায় তাঁহার প্রণয়ী হৃদয়ে বজ্রবৎ আঘাত করিল। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথিত হইয়া উঠিলেন এবং দৃঢ় হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যাহা হয়, হউক; প্রাণ থাকিতে, বিন্দুমাত্র শোণিত থাকিতে, প্রাণাধিক প্রীতিময়ী ঘোটকীকে কোন মতেই ত্যাগ করিবেন না। তিনি সূর্য্যাগ্নি সাক্ষী করিয়া, বীরের ন্যায়, এইপ্রকার প্রতিজ্ঞাস্থাপনপূর্ব্বক অন্তঃপুরমধ্যে ঘোটকীর অধিষ্ঠিত প্রদেশে তৎক্ষণাৎ সমাগত হইলেন। দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা ঘোটকী পূর্ব্ববৎ প্রসন্ন হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছে। তাহাকে দর্শন করিয়া, তদ্গত-প্রাণ, তদ্গতচিত্ত, তদেক-তৎপর ও তদেক-বিষয় মহারাজ দণ্ডীর শোকের সীমা রহিল না। যতই শোক বা সন্তাপ থাকুক,

অন্য দিন ঘোটকীকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই শোক ও সন্তাপ, সূর্য্যোদয়ে হিমরাশিবৎ বিগলিত হইয়া যায়। কিন্তু আজি তাহাকে দর্শন করিয়া, শোকের উপর শোক ও সন্তাপের উপর সন্তাপ সংঘটিতে লাগিল। কোন মতেই বেগধারণে সমর্থ হইলেন না। আশীবিষ-বিষবিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায়, একান্ত অধীর ও অবশ হইয়া উঠিলেন। ঘোটকীর সেই সুপ্রসন্ন বদনচন্দ্রমা যতবার দেখেন এবং তৎসহকারে তাহার সেই নিশাকালীন মোহনী মূর্ত্তি যতই মনে করেন, ততই তাঁহার শোকসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তখন তিনি অধীর হইয়া, বিধুর হইয়া, ব্যাকুল হইয়া, আকুল হইয়া, শুষ্ক-শুষ্ক শূন্য হৃদয়ে ও শূন্য প্রাণে চিন্তা করেন,আমি কিরূপে কোন্ প্রাণে এই সর্ব্বাধিক-প্রীতিস্থান ও বিশ্বাধিক-স্নেহনিধান প্রিয়তমা ঘোটকীকে পরিত্যাগ করিব! হায়, আমার কি হইল! হায়, আমি হত হইলাম, দগ্ধ হইলাম ও বিনষ্ট হইলাম! হায়, সংসার অতি কঠিন স্থান! লোকেও অতি কঠিনপ্রাণ! দৈবেরও মায়া নাই, অদৃষ্টেরও প্রসন্নতা নাই, গ্রহগণও অনুকূল নহে এবং ভাগ্যও সম্মত নহে! হায়, আমি কোথা যাই, কি করি, কাহার শরণাপন্ন হই, কে আমায় এবিপদে রক্ষা করে! হায়, ভাগ্যগুণে স্বয়ং জগৎপতিও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন! যাঁহার করুণায় সমস্ত সংসার আবহমান কাল বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই হরিও ভাগ্যগুণে আমার প্রতি নির্দ্দয় হইলেন! এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই। অতএব আমি কোথায় যাইব! অয়ি জীবনসর্ব্বস্ব-সারভূতে প্রীতিময়ী ঘোটকি! আমি তোমায় কোন্ প্রাণে পরিত্যাগ করিব!

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! রাজা দণ্ডী এই রূপে নিরুপায় ভাবিয়া, আকাশ পাতাল অন্ধ দেখিয়া, অনাথা স্ত্রীর ন্যায়, অনবরত কেবল বিলাপ করিতে লাগিলেন। তদীয় প্রিয়তমা পতিপ্রাণা মহিষী গবাক্ষরন্ধ্র যোগে এই শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করিয়া, তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদ সঞ্চারে পতির গোচরে আলুলায়িত কেশে ভ্রষ্ট বেশে সমাগত হইলেন এবং সমস্ত সবিশেষ শ্রবণ করিয়া, তৎকালোচিত হিতগর্ভ যুক্তিসম্মত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, নাথ! নিশ্চয় বুঝিলাম, আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। অথবা, আপনার দোষ নাই। যার যেপ্রকার সহবাস, তার সেইপ্রকার রীতিচরিত্র হইয়া থাকে। আপনি ইদানীং যেমন সর্ব্বদাই এই পশুর সহবাসে বাস করেন, আপনার রীতিচরিত্র ও আচার ব্যবহার তেমনি পশুর ন্যায়, ভ্রষ্ট ও অপ্রকৃষ্ট হইয়াছে। স্বভাব ভ্রষ্ট হইলেই, লোকে যার তার সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয়। তখন ঈশ্বর অনীশ্বর জ্ঞান থাকে না। দুরাচার রাবণ এইরূপ স্বভাবদোষেই স্বয়ং ভগবানের সহিত বিরোধ করিয়া, অবশেষে সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। দুরাত্মা হিরণ্যকশিপুও এইপ্রকার স্বভাবভ্রংশ-প্রযুক্ত নিতান্ত হতজ্ঞান ও ভগবানের বিরোধী হইয়া, সামান্য পশুহস্তে ভয়াবহ মৃত্যু লাভ করিয়াছিল। অন্বেষণ করিলে, এইরূপ বহুরূপ দৃষ্টান্ত সংসারে অসুলভ নহে। হায়, কি কষ্ট, আপনারও তদ্বৎ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে! আপনি কি ভাবিয়াছেন, কাহার কথা শুনিয়াছেন, কোন্ উপদেশ বা কোন্ পরামর্শে চলিয়া থাকেন, বলিতে পারি না। যার তার

সহিত বিবাদ নহে; স্বয়ং ভগবানের সহিত বিবাদ, যাহা ভাবিলেও, মন প্রাণ শিহরিয়া উঠে!

স্ত্রী জাতি বলিয়া আমার কথায় হয় ত আপনার উপহাস হইতে পারে। কিন্তু আপনিই ভাবিয়া দেখুন, এই কার্য্য কি প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য হইতেছে? মহাজনেরা বলিয়া থাকেন, একশ দিবে, তবু বিবাদ করিবে না। অতএব এক-মাত্র ঘোটকী কি, এইরূপ শত ঘোটকী প্রদান করিলেও, যদি ভগবান্ প্রসন্ন হয়েন, এখনই তাহা করুন। নতুবা, আপনার নিস্তার নাই। ভগবানের সহিত বিবাদ করিলে, সর্ব্বনাশের একশেষ হইয়া থাকে। কোন লোকে, কোন কালে ও কোন পাত্রেই পারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অত-এব, যদি মঙ্গললাভের অভিলাষ থাকে, স্বয়ং যাইয়া,ঘোটকী দিয়া আসুন এবং অজ্ঞানকৃত ত্রুটিজন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করুন। নাথ! আপনি কি জানেন না, ইন্দ্রাদি অমরবর্গও তাঁহারে প্রণাম ও বন্দনা করেন; আপনার ন্যায় সামান্য মনুষ্য রাজার কথা কি বলিব?

আমি এস্থলে আপনার প্রবোধজন্য আত্মগীতা কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান করুন। সর্ব্বতোভাবে আত্মাকে রক্ষা করিবে। কেননা, আত্মার রক্ষায় সকল রক্ষা হয়। এই-জন্য পণ্ডিতেরা ধন ও স্ত্রী দিয়াও আত্মাকে রক্ষা করিতে সর্ব্বথা উপদেশ করেন। শিষ্ট,শান্ত ও বিনয়ী হইবে। লোকের উপকারে সাধ্যানুসারে প্রবৃত্ত হইবে। ধর্ম্ম, সত্য, ন্যায়, শান্তি, সরলতা, অনৃত, দয়া, অনুকম্পা, বিরতি, বৈরাগ্য ও উপরতি ইত্যাদি সদ্গুণ সকল সঞ্চয় জন্য সর্ব্বদা কায়-

মনে সচেষ্ট হইবে। প্রধানের প্রতি প্রধান ও সমানের প্রতি সমান সমুচিত ব্যবহার নিরত হইবে। সর্ব্বথা অনুদ্ধত, নম্র ও অনুত্থিত হইবে। অহংকার ও অভিমান ত্যাগ করিয়া এবং ক্রোধ ও অমর্ষ বিসর্জ্জন করিয়া, সকলের প্রিয়পাত্র ও আত্মীয় হইবার জন্য সবিশেষ যত্নপরায়ণ হইবে। কাহারও অনিষ্ট করিবে না, মিথ্যা বলিবে না, দাম্ভিক ও আত্মশ্লাঘী হইবে না, নিজমুখে নিজ গুণ গান করিবে না, কাহারও স্তুতিনিন্দায় কর্ণ দিবে না, ঈশ্বরে অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা করিবে না, প্রভুকে অবজ্ঞা বা প্রতারণা করিবে না, মহৎ লোকের মানরক্ষায় অপ্রবৃত্ত হইবে না, যে যেমন, তাহার মর্য্যাদা রাখিতে অবহেলা করিবে না এবং আপনার ও অন্যের ব্যাঘাত করিয়া কোন কার্য্য করিবে না। ক্রোধ অপেক্ষা শত্রু নাই, ক্ষমা অপেক্ষা বন্ধু নাই; ঈশ্বর অপেক্ষা সহায় নাই,প্রকৃতি অপেক্ষা আশ্রয় নাই এবং আত্মা অপেক্ষা প্রিয় নাই, জানিয়া, যথাযথ ব্যবহারবর্ত্মে প্রবৃত্ত হইবে। এই সকলই আত্মরক্ষার উপায়।

অথবা, আপনার ন্যায়, স্বভাবতঃ বুদ্ধিবিদ্যাজ্ঞানোৎকর্ষবিশিষ্ট মহাপুরুষকে অধিক বলা বাহুল্য। এইজন্য, সংক্ষেপে বলিলাম, আত্মাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

প্রতিজ্ঞাপালনই পুরুষত্ব।

শুকদেব কহিলেন, নরদেব! পতিদেবী রাজমহিষী এইপ্রকার বাগ্‌বিন্যাসপুরঃসর সাশ্রুনয়নে বিনিবৃত্ত হইলেন, এবং স্বামী কি বলেন, তাহার প্রতীক্ষায় অধোমুখে ভূমি-বিলিখন করিতে লাগিলেন। স্বামীর সুখদুঃখে সুখদুঃখ বোধ করা পতিব্রতার প্রধান লক্ষণ। রাজমহিষীর সে বিষয়ে কোন অংশেই কোনরূপ ত্রুটি ছিল না। এইজন্য তিনি সহসা সেস্থল পরিত্যাগ করিলেন না।

রাজা দণ্ডীও তাঁহার পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান বা অগ্রাহ্য না করিয়া, মধুর বাক্যে কহিলেন, প্রিয়ে! সংসারে প্রকৃতপক্ষে সুখ নাই। তথাপি মানুষ বলপূর্ব্বক যাহাকে সুখ বলে বা ভাবিয়া থাকে, সেই সুখের মধ্যে তোমার ন্যায়, প্রিয়বাদিনী ও প্রিয়া ভার্য্যা অন্যতর সুখ। সুখদর্শী পণ্ডিতেরা বলেন, ভার্য্যা যদি প্রিয়া ও প্রিয়বাদিনী হয়, তাহা হইলে, স্বর্গে প্রয়োজন কি? কেননা, ঐরূপ ভার্য্যা স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও সুখ-প্রদ। ভাগ্যবলে আমি তোমার ন্যায় তাদৃশী ভার্য্যা লাভ করিয়াছি। ভাগ্যবলে তোমার ন্যায় সতীত্বের মূর্ত্তিমান্ আদর্শ, সংসার-দুর্লভ রমণীরত্ন আমার গৃহলক্ষ্মী হইয়াছেন! হায়, কি সৌভাগ্য, তুমি আমার স্বর্গসমসুখদায়িনী তাদৃশী

ভার্য্যা! অতএব তোমার কথাসকল সকল কালে ও সকল অবস্থাতেই আমার শিরোধার্য্য।

স্বামীই হউক, স্ত্রীই হউক, আত্মীয়ই হউক, বান্ধবই হউক, আর নাই হউক, সর্ব্বদা সকলকে সদুপদেশ প্রদান করিবে। কেননা, সকলে সকল বিষয় বুঝিতে পারে না। এইজন্য উপদেষ্টা ও পরামৃষ্টার আশ্রয় গ্রহণ আবশ্যক হইয়া থাকে। ভাগ্যগুণে আমি তোমায় সেইরূপ সদুপদেষ্টা প্রাপ্ত হইয়াছি। ভাগ্যগুণে তুমি আমায় সর্ব্বতোভাবেই সদুপদেশ প্রদান করিয়াছ। তুমি স্ত্রী হইলেও, এই কারণে আমার পূজনীয়। কেননা, সংসারে সদ্‌বিষয়ের বক্তা অতিদুর্লভ। যে বিষয় দুর্লভ, তাহারই সমাদর ও সবিশেষ পূজা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আমিও তোমায় পূজা করি। কিন্তু সকল কথা সকল সময় সকলের পক্ষেই সুশোভিত বা সুসঙ্গত হয় না। আমারও তদনুরূপ ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ, পূর্ব্বাপর না জানিয়া, কথা কহিলে, স্বয়ং বৃহস্পতিকেও অপ্রতিভ ও পর্য্যুদস্ত হইতে হয়। তোমারও তাহাই ঘটিয়াছে। তুমি যাহা বলিলে, সমস্তই সুসঙ্গত ও সেবনে পরমসুখপ্রদ। কিন্তু আমার পূর্ব্বাপর অবস্থা না জানাতে, উহা অসৎকথার ন্যায়, আমার পক্ষে বর্ত্তমানে একান্ত অগ্রাহ্য ও অপরিসেব্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

অয়ি কল্যাণি! কোন্ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া জ্বলন্ত অনল শিরে পদার্পণ করিতে উদ্যত হয়? এবং কোন্ ব্যক্তিই বা জানিয়া শুনিয়া, হলাহলসেবনে অভিলাষ

করে? মহাভাগ ভগবান্ বাসুদেব যে প্রলয়কাল-প্রাদুর্ভূত প্রজ্বলিত পাবক, যাহাতে ইন্দ্রের বজ্রও, সামান্য তৃণের ন্যায় নিমেষমধ্যেই দগ্ধ হইয়া যায়,আমি কি, তাহা অবগত নহি? অয়ি চারুদতি! ইহাও আমার বিলক্ষণ বিদিত আছে, যে, আত্মাকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহার মস্তক নাই,তাহার মস্তকবেদনা যেমন অসম্ভব, সেইরূপ,যাহার আত্মা নাই, তাহার আবার আত্মরক্ষা কি? বলিলে, বোধ হয়, বিশ্বাস হইবে না, যে, আমারও আত্মা নাই। আমার যদি আত্মা থাকিত, তাহা হইলে, স্বয়ং আত্মরূপী ও আত্মবন্ধু ভগবান্ কখনও আমার বিরোধী হইতেন না এবং সামান্য ঘোটকীতেও কখন আমার প্রবৃত্তি বা অনুরাগ হইত না! এ সকল দৈবের বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

হায়, আমি যে ঘোটকী পাইয়াছি, তাহা প্রভুকে কে বলিল! অথবা, প্রভু অন্তর্যামী, সকলই জানিতে পারেন। হায়, প্রভুর আমার কিসের অভাব! তথাপি, তাঁহার এই সামান্য ঘোটকীতে লোভ সঞ্চরিত হইল! অথবা, সংসারে এরূপ ব্যক্তির অভাব নাই, যাহারা বিনা কারণে ও বিনা স্বার্থেও লোকের অনিষ্টচেষ্টায় ধাবমান হয় এবং অন্যকেও তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করে। হয় ত, কোন ব্যক্তি এইপ্রকার অকারণ-বৈর-পরবশ হইয়া অথবা বাস্তবিকই আমার কোন পূর্ব্বকৃত অপকারের প্রতিশোধ বাসনা করিয়া, প্রভুকে এই রূপে পরপীড়নে উদ্যত করিয়াছে, সন্দেহ নাই। সংসারে কুত্রাপি আমার শত্রু নাই, ইহা কখনও সম্ভব নহে। কেননা,

আমার কাম আছে, ক্রোধ আছে, ঈর্ষ্যা আছে, দ্বেষ আছে। এই সকল অন্তর রিপু সত্ত্বে বাহ্য শত্রুর অভাব কি? বোধ হয়, আমি কখনও এই সকল রিপুর পরবশে কাহারও কোন রূপে গুরুতর অনিষ্ট করিয়া থাকিব। সেই ব্যক্তিই প্রভুকে আমার বিপক্ষে অভ্যুত্থিত করিয়াছে।

অথবা এ সকল চিন্তায় এখন আবশ্যক নাই। কেননা, উহাতে কোন ফলই হইবে না। মূর্খেরাই ঐরূপ চিন্তা করে। এবং না জানিয়া ও না ভাবিয়া, কার্য্য করিলেই, ঐরূপ ভাবনায় পড়িতে হয়। পণ্ডিতেরা ইহাকেই অনুতাপ, অনুশয়, আত্মগ্লানি, অন্তর্দ্দাহ ও চিত্তহানি প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত করেন। আমার তাহাই ঘটিয়াছে। অতএব বৃথা চিন্তা করিয়া কি করিব?

প্রিয়ে! যাঁহার ধন, তিনি লইবেন, তাহাতে আমার আপত্তি কি ও দুঃখ কি, ইহা আমি বিলক্ষণ জানি। অতএব এই মুহূর্ত্তেই আমি স্বয়ং যাইয়া, প্রভুকে ঘোটকী দিয়া আসিতাম। কিন্তু তাহা হইবে না। কেন হইবে না, শ্রবণ কর এবং শ্রবণ করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য হয়, বিধান কর। প্রিয়ে! পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, প্রতিজ্ঞাপালনই পুরুষত্ব। অতএব, ধন, প্রাণ অথবা যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া, প্রতিজ্ঞাপালন করিবে। মহারাজ শিবি স্বীয় মাংস দান করিয়া, প্রতিজ্ঞাপালন করেন। ইহা সকলেই জানে, মহাবল কর্ণ সে দিবস এই প্রতিজ্ঞাপালন অনুরোধেই স্বহস্তে পরমপ্রিয়পাত্র পুত্রের মস্তক ছেদন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তদবধি তাঁহার নাম দাতা কর্ণ বলিয়া, বিশ্বমধ্যে বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছে।

মনুষ্যের কথা কি, দেবতারাও প্রতিজ্ঞাপালন করেন। দেবদেব মহাদেব প্রতিজ্ঞা করিয়া অবধি কালকূট মহাবিষ কণ্ঠে বহন করেন, কোন মতেই ত্যাগ করেন না। ভগবান্ কমঠ পিতামহের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া অবধি গুরুভরা বসুন্ধরারে অম্লান চিত্তে অদ্যাপি পৃষ্ঠদেশে বহন করিতেছেন। বাসুকিও এই প্রতিজ্ঞাপালন অনুরোধে পৃথিবীরে স্বীয় মস্তকে স্থান দিয়া রাখিয়াছেন। ফলতঃ, মহাত্মামাত্রেই প্রতিজ্ঞা পালন করেন। এই কারণে পণ্ডিতগণের মতে প্রতিজ্ঞাপালন মহাত্মার অন্যতর লক্ষণ। স্বভাবতঃ নীচপ্রকৃতি কাপুরুষগণই প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহা পালন করে না। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে এবং প্রতিজ্ঞা পালন না করে, যমদূতগণ মরণান্তে তাহাদের জিহ্বা ছেদন করিয়া, প্রজ্বলিত পাবকে প্রক্ষিপ্ত করে,এবং তাহাদের জিহ্বা পুনরায় তৎক্ষণে উদ্ভূত হইলে, ঐরূপ করিয়া থাকে। এ কথা ভাবিলেও, শোণিত শুকাইয়া যায় এবং প্রাণের ভিতর গুরুতর আহত হইয়া থাকে!

প্রিয়ে! পুরুষের এক কথা এবং কাপুরুষের দুই কথা। পুরুষের কথাও যে, কাজও সে এবং কাপুরুষের কথা এক, কার্য্য অন্যপ্রকার। আমি যখন তখন এই সকল চিন্তা করিয়া থাকি এবং প্রাণ দিয়াও, প্রতিজ্ঞা পালন করিতে কুণ্ঠিত হই না। অথবা, পুরুষের স্বভাবই এই। পারুক বা না পারুক, ব্যক্তিমাত্রেরই এই স্বভাবের অনুসারী হওয়া সাধ্যানুসারে একান্ত কর্ত্তব্য। তবে আমি কেন সাধ্য থাকিতে, এই কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইব? আমি প্রথ-

সেই প্রতিজ্ঞা করিয়া, ঘোটকীকে ধৃত করিয়াছি। আমার প্রতিজ্ঞা এই, প্রাণ থাকিতেও, ইহাকে ত্যাগ করিব না। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াই এ পর্য্যন্ত ইহাকে পালন করিতেছি। বলিতে কি, ইহার জীবনেই আমার জীবন এবং ইহার মরণেই আমার মরণ। অতএব আমি কোন মতেই ইহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। প্রিয়ে! তুমি দুঃখ ত্যাগ কর। প্রতিজ্ঞাপালনই পুরুষত্ব। আমি যদি সেই প্রতিজ্ঞাপালন করিতে না পারি,তাহা হইলে, কখনই পুরুষ-মধ্যে গণ্য হইব না। লোকে আমায় অধম পুরুষ বা ক্লীব বলিয়া, উপহাস ও বর্জ্জন করিবে। কল্যাণি! ঈদৃশ ক্লীব বা কাপুরুষ স্বামীতে তোমার প্রয়োজন কি?

ভদ্রে! স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেবের সহিত বিবাদ করিয়া, সংসারে বাস করা সহজ নহে। অতএব আমি ঘোটকী লইয়া, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইব। যদি কখন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারি, গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইব এবং আবার তোমার পূর্ণেন্দুবিনিন্দিত-বদনবিনিস্যন্দিত কথাসুধা পান করিয়া, শান্তির সরোবরে অবগাহন করিব। আর যদি প্রতিজ্ঞা পালন করিতে না পারি, তাহা হইলে, নিশ্চয় জানিও, মরিয়া গিয়াছি। বলিতে কি, মরিয়া না গেলেও, মরিয়াছি, ভাবিবে। কেননা, প্রতিজ্ঞাপালনই পুরুষের জীবন এবং তদভাবই মৃত্যু। ভদ্রে! তুমি মৃতস্বামী লইয়া কি করিবে? তখন বিধবা হইয়াছ, মনে করিয়া, আমায় ভুলিয়া থাকিও।

অয়ি সুভগে! কোন-বিষয়েরই অত্যন্ত ভাল নহে এবং

কোন বিষয়েই নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করাও উচিত নহে। রাজা রাবণ ভুবনের বীর হইয়াও, এইপ্রকার নির্ব্বন্ধাতিশয় জন্যই সবংশে বিনষ্ট হইয়াছেন। তিনি যদি সীতাপরিত্যাগে নির্ব্বন্ধ না করিতেন, তাহা হইলে, কখনই বানরের হস্তে পতিত হইতেন না। যাহারা নির্ব্বন্ধ করে, তাহাদেরই এইপ্রকার অধঃপতন হইয়া থাকে, ইহাই এবিষয়ের দৃষ্টান্ত। হত-দগ্ধ পাপ বিধাতা আমারও অদৃষ্টে হয় ত এইপ্রকার ভয়াবহ অধঃপাত লিখিয়া রাখিয়াছেন। নহিলে, সামান্য ঘোটকী-ত্যাগে আমারও এপ্রকার নির্ব্বন্ধ ঘটিবে কেন? সর্ব্বথা আমি বিনষ্ট হইলাম—হত হইলাম! আমার আর পরিত্রাণের উপায় নাই! সংসারে সকলই বাসুদেবের। অতএব কেই বা আমায় কোথায় বা স্থান দিবে ও আশ্রয় দিবে! সর্ব্বথা আমি অনাথ ও অশরণ হইলাম!

প্রিয়ে! যাহার সহায় নাই, সাধন নাই এবং তজ্জন্য যে ব্যক্তির জীবন মরণের কোনরূপ নির্দ্ধারণা নাই, কাষ্ঠলোষ্ট্রাদি জড়বস্তুর সহিত তাহার বিশেষ কি? আমারও তদনুরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। আমি নামমাত্র মানুষ বা নামমাত্রে জীবিত। বস্তুগত্যা, জড়ে ও আমাতে কোনরূপ ইতর বিশেষ বা তারতম্য নাই। তুমি ঈদৃশ জড় স্বামী লইয়া কি করিবে? অতএব আমার আশা ও মমতা ত্যাগ কর এবং নিশ্চিন্ত হইয়া, স্বগৃহে প্রবেশ কর। দেবতারা অসহায়ের সহায় এবং গুণের পক্ষপাতী। অতএব অবশ্যই তোমার ন্যায়, গুণবতী সহায়হীনা রমণীর রক্ষা করিবেন, সন্দেহ নাই।

পুনশ্চ, ভাবিয়া দেখ, আমি যদি পলাইয়া না গিয়া, গৃহে থাকি, তাহা হইলে, বিনা যুদ্ধে কখনই ঘোটকী দিতে পারিব না। সমরে পরাঙ্মুখ হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। অতএব অবশ্যই আমাকে যুদ্ধ করিতে ইইবে। কিন্তু বাসুদেবের সহিত যুদ্ধে ইন্দ্রেরও প্রাণ বাঁচান ভার। এরূপ অবস্থায় নিশ্চয়ই আমার প্রাণবিনাশ সম্ভাবনা, সন্দেহ নাই। বলিতে কি, আমি এই কথা কহিতে কহিতেই স্বপ্ন দেখিতেছি, যেন সেই যুদ্ধে মরিয়া গিয়াছি। অতএব ভাবিনি! আমার পলায়নই সর্ব্বথা শ্রেয়স্কর। উহাতে জীবিত থাকিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কেননা, ভীত, পলায়িত, শস্ত্ররহিত, শরণাগত, ইত্যাদি অবস্থান্বিত ব্যক্তিদিগকে বধ করিতে নাই, ইহা বাসুদেবের অবিদিত নাই। আর, কাল সকলই করিতে পারে। উহার প্রভাবে বহুদিনের বদ্ধমুল বৈরও শিথিল হইয়া থাকে; আবার বহুদিনের বদ্ধমূল প্রণয়ও শিথিল হইয়া, ঘোর বৈরমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। অতএব আমি নিরুদ্দেশ হইলে, সন্ধান না পাইয়া, বাসুদেব আমায় ক্ষমা করিলেও,করিতে পারেন। সংসারে কত লোকের এইরূপ হইয়াছে, বলিবার নহে। অতএব আমার কেন না হইবে, ভাবিয়াই পাই না।

প্রিয়ে! দুর্ব্বলের বৃথা রোষ, ক্ষীণের বৃথা অভিমান এবং অসমর্থের বৃথা অহংকার। আমার সে সকলই ঘটিয়াছে। আমি ক্রোধ করিলে, যেমন বাসুদেবের কিছুই হইবে না। আমার অভিমান ও অহঙ্কারও তেমনি কোনই কার্য্যকর হইবে না। অতএব আমার পলায়নই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃকল্প। যদি বাঁচিয়া

থাকি, পুনরায় দেখা হইবে। নতুবা, এই পর্য্যন্তই উভয়ের শেষ দর্শন। প্রিয়ে! পরলোকে পুনরায় উভয়ে মিলিত হইব।

বলিতে কি, যাহারা অরিভয়ে পলায়ন করে, তাহাদের মরণই মঙ্গল এবং যাহারা আত্মাকে রক্ষা করিতে না পারে, মৃত্যুই তাহাদের আত্মরক্ষার উপায়। অতএব আমি অবশ্যই মরিব! তুমি আমায় শেষ আলিঙ্গন প্রদান করিয়া, সুখী ও স্বস্থ কর। তোমার মঙ্গল হউক।

শুকদেব কহিলেন, দণ্ডীর এই শেষ কথায় রাজমহিষীর মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। তিনি এতক্ষণ নীরবে শুনিতেছিলেন। আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া, সহসা ছিন্নমূলা লতার ন্যায়, রাজার পদতলে পতিত হইলেন। তাঁহার জ্ঞানচৈতন্য রহিত হইল। পতিদেবতা রমণীগণের স্বভাবই এই। স্বামীর জীবনেই তাহাদের জীবন এবং মরণেই তাহাদের মরণ। রাজা তাঁহাকে অতিমাত্র ব্যাকুলা দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে গাত্রোত্থান করাইয়া, সবিশেষ আশ্বাস দিয়া, সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিয়া, মৃদু মধুর শান্ত বাক্যে কহিলেন, কল্যাণি! শোক পরিত্যাগ কর। সংসারের গতিই এই। যে প্রভু সৃষ্টি করেন, তিনিই বিনাশ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য ক্ষুণ্ণ বা বিষণ্ণ হওয়া কোন অংশেই বিধেয় নহে। আর, ক্ষুণ্ণ হইলেই বা কি হইবে? যে দিন যাহা হইবে, অবশ্যই হইবে। অতএব তুমি আশ্বস্ত হও। আমি যাবৎ সাধ্য, প্রাণ রক্ষা করিব। সংসারে সকলেই কিছু বলবান্ ও স্বয়ংসিদ্ধ-কার্য্য-ক্ষম হইতে পারে না। অবশ্য

তাহাকে অন্যের সাহায্য ও আশ্রয় লইতে হয়। আমিও প্রথমে যথাসাধ্য ও যথাশক্তি সাহায্য ও আশ্রয় প্রাপ্তির চেষ্টা দেখিব। একান্ত অসাধ্য হইলে, অগত্যা অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

ভাবিনি! আমি সংক্ষেপে ভাল মন্দ সকল কথাই বলিলাম। যেমন বুঝিব, সেইরূপই করিব। তুমি নিজগৃহে প্রবেশ কর। আমি চলিলাম। আর কালবিলম্ব করা বিধেয় হয় না। মহাভাগ উদ্ধব বাসুদেবের বহিশ্চর প্রাণ। তাঁহার কথা শুনিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ আমার বিপক্ষে যাত্রা করিবেন।

ত্রিংশ অধ্যায়

দণ্ডীর পলায়ন।

শুকদেব কহিলেন, নরদেব! রাজা দণ্ডী এইপ্রকার বচনরচনা পুরঃসর তৎক্ষণাৎ ঘোটকীর সকাশে গমন করিলেন। তাঁহার হৃদয় দুরন্ত চিন্তাবশে বাতাহত সাগরবৎ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি যেন জ্ঞানগোচরশূন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার যেন পশু মানুষ বোধ ছিল না। তন্নিবন্ধন তিনি ঘোটকীকে গাঢ় আলিঙ্গন ও সাবেগ চুম্বন করিয়া কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে! রাজা দণ্ডী তোমার প্রণয়ের অপরিজ্ঞ নহে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি তোমাকে ত্যাগ করিব না। ইহাই তোমার প্রণয়ের প্রতি-

দান। অদ্য তাহার পরীক্ষার শুভ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অদ্য দণ্ডী তোমার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইবে।

বাস্তবিক, প্রকৃত প্রণয় অতি অপূর্ব্ব পদার্থ। উহা অন্ধকারকে আলোক, অচেতনকে সচেতন ও বিপদকেও সম্পদ্ করিয়া থাকে এবং বনকেও উপবন, মরুকেও নগর ও গহনকেও সুগম করে। প্রাণের অভ্যন্তরে ও হৃদয়ের অন্তস্তলে যেখানে ক্রূরতা নাই, ঈর্ষ্যা নাই, বিশ্বাসঘাতকতা নাই, যেখানে কেবল শান্তি প্রভৃতি পারমার্থিক পবিত্রভাবসকলের অধিষ্ঠান, সেইখানেই অকৃত্রিম প্রণয় বাস করে। ইহা ধন চাহে না, মান চাহে না, রাজ্য বা ঐশ্বর্য্য অথবা দেশাদি কোনরূপ বিভব চাহে না; একমাত্র হৃদয়ের পরিবর্ত্তে হৃদয় পাইলেই, ভুবন অধিকৃত হইল, মনে করে। এই কারণে পশুর সহিত মানুষের প্রণয় হইয়া থাকে। মহর্ষি ভরত হরিণ হরিণ করিয়া, প্রাণত্যাগ করেন। রাজা দণ্ডীও ঘোটকীর জন্য প্রাণদানে উদ্যত হইলেন। রাজন্! এই প্রণয় লোককে তন্ময়, তৎপ্রাণ ও তচ্চিত্ত করে। রাজা দণ্ডীও প্রাণ মন সমস্ত অর্পণ করিয়া, যেন ঘোটকী হইয়াছিলেন। তাঁহাতে আর তিনি ছিলেন না। তিনি এখন মানুষ হইয়াও পশু।

পরীক্ষিত কহিলেন, ভগবন্! দণ্ডী অতঃপর কি করিলেন, শুনিতে অভিলাষ হইতেছে, সত্বর বলিতে আজ্ঞা হউক। দেখুন, আমার আর সময় নাই। যতই সেই ভয়ংকর দিন নিকট হইতেছে, ততই যেন আমার বুদ্ধিশুদ্ধির লোপ হইতেছে, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হইতেছে, জ্ঞান খর্ব্বীকৃত

হইতেছে এবং বিচারবিবেক বিরহিত হইতেছে। হায়, আমি কি করিলাম! হায়, আমার কি হইল! আমার রাজ্য ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই। কেননা, উহাই আমার সর্ব্বনাশের হেতু। আমি যদি রাজা না হইতাম, তাহা হইলে, মৃগয়ায় গমন করিয়া, কখন ব্রহ্মশাপে পতিত হইতাম না! পণ্ডিতেরা এই কারণেই রাজপদকে বিষম বিপদের আস্পদ বলিয়া থাকেন। অতএব রাজা হওয়া অপেক্ষা আমার দরিদ্র হওয়া ভাল ছিল।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! আশ্বস্ত হউন। গতানুশোচনায় প্রয়োজন নাই। অতএব শোক ত্যাগ করিয়া, শ্রবণ করুন। রাজা দণ্ডী উল্লিখিত-পূর্ব্ব-বাগ্‌বিন্যাস-পুরঃসর তৎক্ষণাৎ সেই অশ্বীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, গৃহের বাহির হইলেন এবং পাছে শত্রুপক্ষ সহসা দেখিতে পায়, এইজন্য বিদিক্ আশ্রয় করিয়া,দ্রুত বেগে ধাবমান হইলেন। মন্ত্রী বা ভৃত্য বা অন্যবিধ পরিকর বা পুরঃসর, কাহাকেও সমভিব্যাহারে লইলেন না এবং স্ত্রী ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিকেই এই বৃত্তান্ত জানাইলেন না। প্রতিদিন যেমন অশ্বারোহণে গমন করেন, আজিও সেই রূপে একাকী প্রস্থান করিলেন। শোণিতলোলুপ দুর্দ্দান্ত শার্দ্দূল পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, ক্ষুদ্রপ্রাণ হরিণ যেমন সভয়ে ও সবেগে পলায়মান হয়, তিনি তদ্রূপ বেগভরে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া, গমন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! প্রাণের মায়া অতি ভয়ংকর। সংসারে কোন ব্যক্তিই সহসা বা সহজে জীবিতাশা ত্যাগ করিতে

পারে না। মৃত্যু সম্মুখে দণ্ডায়মান, এই মুহূর্ত্তেই গ্রহণ করিবে, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। তথাপি, লোকে কত কাল বাঁচিব, মনে করিয়া, নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন হইয়া থাকে। বলিতে কি, পুত্র অপেক্ষা পিতামাতার প্রাণাধিক কেহ নাই। কিন্তু জননী উদরের জন্য ও নিজের প্রাণপোষণ জন্য সেই স্নেহনিধি পুত্রকেও বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হন না! ইহা অপেক্ষা প্রাণের মায়া কি হইতে পারে? ধিক্ মানুষ! ধিক্ তার বুদ্ধি!

রাজন্! দণ্ডী যেমন প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য প্রাণ পণ করিয়াছিলেন, তেমনি প্রাণরক্ষাজন্যও বিব্রত হইয়াছিলেন। জিজীবিষা বা বাঁচিবার ইচ্ছা স্বভাবতই বলবতী। প্রতিদিন প্রতিক্ষণে প্রাণিগণ যমভবনে গমন করিতেছে। তথাপি আমি মরিব, বলিয়া, কাহারই মনে হয় না। সকলেই বাঁচিব বলিয়া ইচ্ছা করে এবং কায়মনে চেষ্টা করিয়াও থাকে। ইহা অপেক্ষা উপহাসজনক, ঘৃণাজনক ও বিস্ময়জনক নারকী ব্যাপার আর কি আছে বা হইতে পারে, বলিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞানবিশারদ পণ্ডিতেরা চক্ষুকর্ণবিশিষ্ট মনুষ্যের ভূয়সী নিন্দা করিয়াছেন। অতএব দণ্ডীর এ বিষয়ে ব্যভিচার বা পরিহার হইবে কেন? তিনি প্রাণপণে দেশ হইতে দেশ, দ্বীপ হইতে দ্বীপ, নগর হইতে নগর, গ্রাম হইতে গ্রাম ও পত্তন হইতে পত্তন অতিক্রম করিয়া, একমনে গমন করিতে লাগিলেন। দিন নাই, রাত্রি নাই, উন্মত্তের ন্যায়, বা মত্তের ন্যায়, ক্রমাগত গমন করেন। কিন্তু কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থিরতা নাই। তাঁহার অভিমানেরও

সীমা ছিল না; কিন্তু কি করেন, স্বয়ং বাসুদেব বিপক্ষ। কাযেই তাঁহারে স্ত্রীলোকের ন্যায়, অনাথ ও অসহায়ের ন্যায়, পলায়নমাত্রপরায়ণ হইতে হইল।

একত্রিংশ অধ্যায়।

দণ্ডিরসাগরসংবাদ।

পরীক্ষিত কহিলেন, ব্রহ্মন্! রাজা দণ্ডীর তাদৃশী বুদ্ধি ছিল না, স্পষ্টই বোধ হইতেছে। দেখুন, আপনার মনকে যেমন কোন কথাই গোপন করা যায় না, সেইরূপ, বাসুদেবকেও গোপন বা প্রতারণা করিয়া, পলায়ন বা অবস্থান কোনরূপ কার্য্য করা মানুষের কথা কি, দেবতারও সাধ্য নহে। তবে তিনি কিজন্য পলায়ন করিলেন এবং পলায়ন করিয়াই বা কোন্ স্থানে গেলেন, বলিতে আজ্ঞা হউক।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! রাজা দণ্ডী এ বিষয় বুঝিতেন না, এমন নহে। তবে, বিপদে পড়িলে, তাহার প্রথম আঘাতে লোকের বুদ্ধিশুদ্ধির যেন লোপ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি কোন রূপে সেই প্রথম বেগ সহ্য করিতে পারে, তাহারই কথঞ্চিৎ পরিহার লক্ষিত হয়। সে যাহা হউক, দণ্ডী এই পলায়ন উপলক্ষে যে যে স্থানে গমন ও যে যে কার্য্য করেন, শ্রবণ করুন।

ক্রমাগত গমন করিতে করিতে, মনের বেগ ও ভয়ের আবেগ কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হওয়াতে, অপেক্ষাকৃত চৈতন্যের

উদয়ে রাজা দণ্ডী বুঝিতে পারিলেন, আমি এ কি করিতেছি? দিন নাই, রাত্রি নাই, ক্রমাগত কোথায় যাইতেছি? এরূপে দেশত্যাগী বা সর্ব্বত্যাগী হইয়া, কত কাল কোথায় ভ্রমণ করিব? বাসুদেবের রক্ষিত চরেরা বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্রই গতিবিধি করিয়া থাকে। কোন না কোন সময়ে অবশ্যই আমারে দেখিতে পাইলে, তৎক্ষণাৎ ধৃত করিবে। তখন আমার কি হইবে? অতএব এই বেলা কোন রূপে প্রতিকার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। এরূপ বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করাও উচিত নহে। সংসারে কি বাস্তবিকই রক্ষাস্থান নাই? সত্য বটে, ঈশ্বর রক্ষা না করিলে, কেহই রক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু আমি এমন কি মহাপাতক করিয়াছি, যে, একবারেই সংসারের ও ঈশ্বরের বর্জ্জিত হইব? আমার ন্যায়, কত পাতকী জীবিত রহিয়াছে ও সুখভোগ করিতেছে, বলিবার নহে। তবে আমি কেন হতাশ হইব? অন্বেষণ করিলে, অবশ্যই রক্ষার উপায় মিলিবে। শেষে না হয়, প্রাণত্যাগ করিব। সংসারে যে সকল প্রধান প্রধান পদার্থ বা ব্যক্তি আছে, তাহাদের আশ্রয়েই গমন করিব। অবশ্য তাহারা সকলে মিলিয়া, আমারে রক্ষা করিবে। স্বয়ং না পারে, কোনরূপ পরামর্শও বলিতে পারে। কিছুই না পারে, তখন প্রাণত্যাগ বা সংসারত্যাগ, যাহা হয়, করা যাইবে।

শুকদেব কহিলেন, রাজা দণ্ডী এইপ্রকার চিন্তানন্তর মনে মনে স্থির করিয়া, প্রথমে সলিলাধিপতি সাগরের নিকট গমন করিলেন এবং তীরদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, বিহিত

বিধানে পূজাবিধি সমাধা করিয়া, সাশ্রু লোচনে বিষণ্ণ বদনে ও গদ্‌গদ বচনে ব্যাকুল মনে বলিতে লাগিলেন, অয়ি জলদেব! সংসারে তুমি ভূতগণের মধ্যে অন্যতর মহাভূতের অক্ষয় আধারস্বরূপ। তুমি না থাকিলে, নদ, হ্রদ, সরিৎ ও সরোবর ইত্যাদি কিছুই থাকে না এবং মেঘও বর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। হায়, তোমার কি মহিমা! তুমি মহাভূত-সৃষ্টির সাক্ষাৎ আদর্শ! পৃথিবীকে অগাধ পরিখা রূপে বেষ্টন করিয়া আছ। তোমার বিশাল দেহ, বিশাল স্রোত, বিশাল বিস্তৃতি, বিশাল তরঙ্গ, বিশাল গর্জ্জন, বিশাল আস্ফোটন, বিশাল আক্ষেপ, বিশাল সীমা, বিশাল তট, বিশাল কল্লোল, বিশাল উচ্ছ্বাস, বিশাল বিক্ষোভ, বিশাল ঘূর্ণন, বিশাল আবর্ত্ত, বিশাল বিস্ফার; ফলতঃ, তোমার সমস্তই বিশাল ভাব, সাক্ষাৎ বিশ্বম্ভর বা বিরাটমূর্ত্তির নিদর্শন; দর্শন করিলে, লোকমাত্রেরই গর্ব্ব খর্ব্ব, অহংকার চূর্ণ, অভিমান বিগলিত ও শ্লাঘা বিনষ্ট হইয়া, আপনা আপনি নম্রতার ও বিনয়ের সঞ্চার এবং তদ্ভিন্ন কতই শিক্ষাসম্পত্তি লাভ হয়, বলিবার নহে। যাহারা মনে করে, আমা অপেক্ষা বড় কেহ নাই, তাহারা তোমার দর্শনমাত্র তৎক্ষণে হতদর্প ও হতগর্ব্ব হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কেননা, তাহারা দেখিতে পায়, তুমি মহত্ত্বের মূর্ত্তিমান্ আদর্শ বা অবতার। পুনশ্চ, যাহারা মনে করে, আমা অপেক্ষা আশ্রয়দাতা আর কেহই নাই, তাহারাও তোমার দর্শনমাত্র হতদর্প হইয়া থাকে। কেননা, তুমি সাক্ষাৎ আশ্রয়স্বরূপ। তোমাতে ক্ষুদ্র মহান্ কত শত, কত সহস্র, কত অযুত, কত নিযুত,

কত লক্ষ ও কত কোটি জন্তু বাস করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শতযোজনবিস্তৃত তিমি হইতে অঙ্গুষ্ঠমাত্র শফরী পর্য্যন্ত অসংখ্যেয় জীব তোমাকে আশ্রয় করিয়া, তোমারই অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, তোমাতে যত জীব আছে, সমস্ত পৃথিবীতে তাহার অর্দ্ধক আছে, কি না, সন্দেহ। মানুষ আমরা নিজের একমাত্র উদরপূরণজন্য দিবানিশ ব্যস্ত; অন্যের উদরপূরণ করিব কি প্রকারে? কিন্তু তোমার কি মহিমা! তুমি অনন্ত কোটি-জীবকে অনায়াসেই প্রতিদিন পালন করিতেছ, তথাপি তোমার বিকার নাই! কিন্তু ক্ষুদ্র আমরা সামান্য পাঁচজনকেও অন্ন দিয়া, আপনা আপনি কতই গৌরব ও অহংকার করিয়া থাকি! তোমার সহিত কাহার তুলনা? অয়ি সরিৎপতে! যাহারা আপনা আপনি ধনী বলিয়া অহংকার করে, তোমার দর্শনমাত্র তাহাদেরও অহঙ্কারগর্ব্ব চূর্ণ হইয়া থাকে। কেননা, তুমি রত্নের আকর ও ধনের ভাণ্ডার। স্বয়ং কুবে-রও তোমার প্রার্থী।

এই রূপে তোমার মহিমার সীমা নাই। এই কারণে আমি তোমার আশ্রয় লইলাম। আমারে রক্ষা করিয়া, নিজ মহিমার পরিচয় প্রদান কর।

শুকদেব কহিলেন, ব্যাকুলহৃদয় দণ্ডী এবংবিধ-প্রার্থনা-পুরঃসর ঘোটকীসংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলে, সরিৎপতি চকিত হইয়া, সসম্ভ্রমে কহিতে লাগি-লেন, রাজন্! বরুণ নহেন, ইন্দ্র নহেন, কুবের নহেন, যমও নহেন, সাক্ষাৎ ভগবানের সহিত বিবাদ। ভাবিলেও, হৃদয়

চকিত ও শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তুমি কিরূপ করিয়া, এরূপ কথা মুখে আনিলে এবং আমিই বা কিরূপে ইহা শ্রবণ করিলাম! নিশ্চয়ই তোমার বুদ্ধিবিভ্রম বা মতিচ্ছন্ন উপস্থিত হইয়াছে। সেইজন্য তুমি আপনিই আপনার শক্রতা করিতেছ। যাহারা ঈশ্বরের শক্র, তাহারা সংসারের শক্র এবং আপনারও শক্র, সন্দেহ নাই। অতএব যাও, সেই জগৎপতির চরণে ধরিয়া, ক্ষমা চাও। এতদ্ভিন্ন,তোমার পরিত্রাণের উপায় নাই। রাজন্! তুমি আমার যে মহিমা বর্ণন করিলে, তাঁহারই প্রভাবে আমার ঐপ্রকার মহিমার আবিষ্কার হইয়াছে। আমার সাধ্য নাই, তোমারে রক্ষা করি।

শুকদেব কহিলেন, ভয়, ঘৃণা, অভিমান ইত্যাদি বিবিধ কারণসমবায় বশতঃ দণ্ডীর বাস্তবিকই বুদ্ধিভ্রম হইয়াছিল। বুদ্ধিভ্রান্ত মানবমাত্রেরই জ্ঞানচৈতন্যলোপ এবং তৎসহকারে গুরুলঘুগণনা ও বাচ্যাবাচ্যবোধও তিরোহিত হইয়া থাকে। দণ্ডীর প্রকৃত পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি সাগরের কথা শুনিয়া, হতাশ্বাস ও তজ্জন্য সহসা হৃদয়ে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, দুর্ব্বিহ মনোবেগ ধারণ করিতে না পারিয়া, কটুবাক্যে সাগরকে উত্তর করিলেন, শাস্ত্রকারেরা উপদেশ করেন, আকারমাত্র দেখিয়াই, কাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই। হস্তীর আকার অতি বৃহৎ; কিন্তু তাহাতে সারাংশলেশমাত্র নাই। এইজন্য সে অতিক্ষুদ্রকলেবর মানুষের দাসত্ব করে। হায়, আমি প্রতারিত হইলাম! সাগরের বৃহৎ বিস্তৃত কলেবর দেখিয়া, ভুলিয়া গেলাম!

আমার সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইল! এতক্ষণ অন্যত্র চেষ্টা করিলে, বোধ হয়, আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত।

সরিৎপতি! তোমার দোষ নাই। তুমি স্বভাবতঃ নীচ ও নীচগামী। এইজন্য বনের বানরেও তোমায় বন্ধন করিয়াছিল এবং শৃগাল কুকুরাদিও অনায়াসে তখন লঙ্ঘন করিয়াছিল। ধিক্, আমায় ধিক্! আমি জানিয়া শুনিয়াও, ঈদৃশ নীচের ও নীচগামীর আশ্রয় লইতে উদ্যত হইলাম! হায়, মহর্ষি অগস্ত্য এক গণ্ডূষেই যাহাকে পান করিয়াছিলেন, তাহার আবার গৌরব কি এবং পর-রক্ষণক্ষমতা কি? অতএব আমি অন্যত্র গমন করিব। রে নীচগামী ও নীচপ্রকৃতি সাগর! তুমি চিরকাল এইরূপ হীনাবস্থায় অবস্থিতি কর; আমি চলিলাম।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! রাজা দণ্ডী জ্ঞানশূন্য হইয়া, সাগরকে উদ্দেশ করিয়া, যে সকল নিন্দা করিলেন, বাস্তবিকই তাহা সেইরূপ, মনে করিও না। সাগরাদির ন্যায়, মহান্ পদার্থ সকলের প্রকৃত স্বভাব নিরূপণ করা সহজ নহে। পাছে তোমার দণ্ডীর কথায় মতিভ্রম উপস্থিত হয়, তজ্জন্য সংক্ষেপে এবিষয়ের প্রতিবাদ করিতেছি, শ্রবণ কর। সাগর যদি নীচগামী না হইয়া, উচ্চগামী হন, তাহা হইলে, মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রলয়সময়ে সাগরের এইপ্রকার উচ্চগতি প্রাদুর্ভূত হয়। এই কারণেই মহাত্মারা নীচ বা নম্রভাবে অবস্থিতি করেন। পুনশ্চ, মহাত্মারা লোকের উপকারজন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন, সামান্য বন্ধনাদির কথা আর কি বলিব? ফলতঃ, সাগর যদি আপনা

আপনি বানরের বন্ধন স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে, লোককণ্টক রাবণের বিনাশ ও তজ্জন্য সংসারের শান্তি ও স্বস্তি লাভ হইত না। পরের উপকারের জন্যই মহাত্মাদের জীবন।

পরীক্ষিৎ কহিলেন, বলিয়া যান, আমি বুঝিতে পারিয়াছি। মহতের মান মহতের নিকট। এইজন্য, মহর্ষি অগস্ত্যের মহিমাঘোষণা বাসনায় সাগর ইচ্ছা করিয়াই এক গণ্ডূষে তাঁহার উদরস্থ হইয়াছিলেন। আমার ত ইহাই বোধ হয়।

শৌনক কহিলেন, সূত! রাজা পরীক্ষিত যথার্থ বলিয়াছেন। পুনশ্চ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,অত্যন্ত উদ্ধত হইলে, সামান্য ব্যক্তির কথা কি, ইন্দ্র চন্দ্রাদিকেও পতিত হইতে হয়। মহর্ষি অগস্ত্য অত্যুদ্ধত সাগরকে পান করিয়া, লোকদিগকে কৌশলে ঐপ্রকার শিক্ষাদান করেন। যাহাই হউক, তুমি বলিয়া যাও। তুমি যেমন শুভমতি, তদ্রূপ শুভ ক্ষণেই শুভস্বরূপ বাসুদেবের শুভ চরিতবিষয়িণী শুভ কথার শুভ অবতারণা করিয়াছ, তোমার কল্যাণ হউক।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

অভক্তের বা ঈশ্বরভ্রষ্টের সহায় নাই।

পরীক্ষিত কহিলেন, ভগবন্! মহারাজ দণ্ডী অতঃপর কোথায় গেলেন,কি করিলেন, যথাযথ বলিতে আজ্ঞা হউক।

আপনার কথা সকল পরমপ্রীতিজনক ও পরমশুভাবহ, শুনিবার জন্য স্বতই কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! রাজা দণ্ডী সাগরের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া,মনে মনে চিন্তা করিলেন, সংসারে বাসুদেবের যে সকল বিপক্ষ আছে,তন্মধ্যে দন্তবক্র শিশুপাল এবং জরাসন্ধাদিই প্রধান। আমি একে একে তাহাদের সকলের নিকট গমন করিব। অতঃপর এইরূপ অনুষ্ঠানই প্রশস্ত কল্প। যাহার হস্ত নাই, পদ নাই, চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, সাগর সেই পদার্থ; সুতরাং সর্ব্বথা অকর্ম্মণ্য ও সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য, সন্দেহ নাই। মানুষ না হইলে, মানুষের মর্য্যাদা জানে না। স্বজাতির উপর সকলেরই স্নেহ হইয়া থাকে। ইহা স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম। সরিৎপতি সরিৎ প্রভৃতিরই আদর, অবেক্ষা ও রক্ষাদি করিয়া থাকে, ইহা এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত। অতএব আমি অতঃপর মানুষেরই আশ্রয় লইব। বন্ধনগ্রস্ত হইয়া অবধি সাগরের গৌরব গিয়াছে। কেননা, বন্ধন বা দাসত্ব যেমন অনায়াসেই হৃদয়ের সার হরণ করিয়া থাকে, এমন আর কিছুই নহে। ইহার যুক্তি ও কারণ সুস্পষ্ট।

এইপ্রকার চিন্তা করিয়া,রাজা দণ্ডী মহাবল শিশুপালের শরণার্থী হইয়া, তাঁহার সমীপে গমন ও আত্মদুঃখ সবিশেষ নিবেদন করিলেন এবং সবিনয়ে ও সকরুণে কহিলেন, রাজন্! এই ঘোটকীই আমার প্রাণ। আমি কোন মতেই ইহাকে ছাড়িতে পারিব না। তজ্জন্য আপনার শরণাপন্ন। আমারে রক্ষা করিতে হইবে। আপনি কুল, শীল, বল,

বীর্য্য, সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ। দেখুন, আমার কোন অপরাধ নাই। নিরপরাধীর প্রাণদণ্ড হওয়া কি অধর্ম্ম! আপনারা থাকিতে, সেই অধর্ম্ম হওয়া যার পর নাই দুঃখের বিষয়!

শিশুপাল এই কথা শুনিয়া, কিয়ৎক্ষণ চিন্তানন্তর কহিলেন, রাজন্! এই ঘোটকীতে কৃষ্ণের অধিকার আছে। যেহেতু, সেই অরণ্যানী যদুবংশের অধিকৃত। বিশেষতঃ, যদুবংশ অতি দুর্দ্দান্ত ও পরাক্রান্ত। কৃষ্ণ ও বলরাম তাহাদের নেতা। বলরামের লাঙ্গল বিশ্ববিখ্যাত,উহাতে কাহারও নিস্তার নাই এবং কৃষ্ণের সুদর্শনও সামান্য অস্ত্র নহে। উহাতে ইন্দ্রের বজ্রও খণ্ডিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমি এ সকলের অণুমাত্র ভয় করি না। আমার একমাত্র ভয় এই, পাছে বসুদেব আমাকে লজ্জা দেন। পরের জন্য অকারণে আত্মবিচ্ছেদ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। আত্মীয় কখনও শত্রু হয় না। সহস্র শত্রুতা থাকিলেও, অপরের সহিত বিবাদসময়ে ঐকমত্য সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব আমি তোমারে ক্ষমা করিতে পারিব না, তুমি যাহাই ভাব, আমার দ্বারা তোমার কোনরূপ উপকার হইবে না। অতএব প্রস্থান কর। বলিতে কি, যাহাদের আত্মরক্ষার ক্ষমতা নাই; বলবানের সহিত অথবা কাহারই সহিত তাহাদের বিবাদ করা কর্ত্তব্য নহে।

দণ্ডী কহিলেন, রাজন্! অনধিকার চর্চা করা নিতান্ত উপহাসের বিষয়। আমি আপনারে মধ্যস্থ মানিবার জন্য আসি নাই। অবশ্য বিপদ পড়িলে, সকলেই সকলের সাহায্য প্রার্থনা করে, সংসার যেপ্রকার বিষম স্থান, তাহাতে,

পরস্পরসাহায্যব্যতীত এক পদও চলিবার সম্ভাবনা নাই। আমি চলিলাম, আপনি বাসুদেবের যেমন অনুবৃত্তি করিতেছেন, সেইরূপই চিরকাল করুন।

শুকদেব কহিলেন, দণ্ডধর দণ্ডী এইপ্রকার কহিয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান ও মহাবল জরাসন্ধের নিকট গমন করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই, বাসুদেব এই জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা ত্যাগ করিয়া, সলিল আশ্রয় করিয়াছেন। অতএব তিনি রক্ষা করিতে পারিবেন। এই উদ্দেশে তিনি তথায় গমন ও যথাযথ আত্মদুঃখ নিবেদন করিলেন। জরাসন্ধ শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনী হইয়া রহিলেন। অনন্তর পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, রাজন্! তোমার গুরুলঘুজ্ঞান নাই। সেইজন্য তুমি, সিংহ হইয়া, শৃগালের সহিত সংগ্রাম করিতে উদ্যত হইয়াছ। এবং আমাকেও তাদৃশ নীচপথে প্রবর্ত্তিত করিতে অভিলাষ করিয়াছ। সামান্য ছিন্ন তৃণের সহিতও যদুবংশের তুলনা হয় না, কৃষ্ণ আবার সেই বংশের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্রের সহিত মাদৃশ ব্যক্তির যুদ্ধ করা শোভা পায় না। মহাত্মার সহিত বিরোধ করিবে, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ ও গুরুজনের আদেশ। অতএব তুমি প্রস্থান কর।

শুকদেব কহিলেন, জরাসন্ধ প্রত্যাখ্যান করিলে, রাজা দণ্ডী ক্ষুণ্ণ, বিষণ্ণ ও ভগ্নচিত্ত হইয়া, অগত্যা তথা হইতে গমন করিলেন। যাইবার সময় কোনরূপ বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল।

তিনি তদবস্থায় চিন্তা করিলেন, আর মানুষের দ্বারে যাইব না। মানুষ মানুষের শত্রু; তজ্জন্য পরস্পরের ভাল দেখিতে পারে না। অতএব আর আমি মানুষের শরণার্থী হইব না। মানুষ স্বভাবতঃ কাল, কর্ম্ম ও অদৃষ্টের দাস। সুতরাং সে নিজেই অরক্ষিত, কি রূপে অন্যের রক্ষা করিবে? আমি না জানিয়া তাহার দ্বারস্থ হইয়াছি। হায় কি কষ্ট! মানুষ স্বার্থের দাস; তজ্জন্য সর্ব্বদাই আপনা লইয়াই ব্যস্ত। সে যে কখন কখন অন্যের রক্ষা করে ও পালন করে, তাহাও নিজের স্বার্থানুরোধে। এই স্বার্থের জন্য সে সময়-বিশেষে আত্মহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আবার, অনেক সময় এই স্বার্থের জন্য সে পরকে আশ্রয় দেওয়া ও রক্ষা করা দূরে থাক, অনায়াসেই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। অতএব আমি আর মানুষের অনুবৃত্তি বা আনুগত্য করিব না।

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে, তিনি নগাধিরাজ হিমালয়ের আশ্রয়ে উপনীত হইয়া কহিলেন, অয়ি পর্ব্বত-রাজ! তুমি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছ; এই জন্য তোমার নাম ভূভৃৎ বা মহীধর। অতএব, আমাকে ধারণ করিতে তোমার কোনই কষ্ট হইবে না। স্বয়ং মহাদেব তোমার অনুগত। অতএব তোমার ন্যায়, মহাত্মা ও মহাপ্রভাব আর কেহই নাই। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, মহতেরই আশ্রয়ে বাস করিবে। মহতের আশ্রয়ে প্রাণত্যাগ করাও ভাল; ক্ষুদ্রের আশ্রয়ে রক্ষা পাওয়াও মৃত্যুর সমান, সন্দেহ নাই। চাতক পিপাসায় প্রাণ ত্যাগ করে; তথাপি পল্বলাদির

জল কোন মতেই পান করে না। ইহাই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত। আমি এই কারণেই তোমার আশ্রয়ে উপনীত হইয়াছি। যে সকল গুণ থাকিলে, লোকে লোকের আশ্রয় হইয়া থাকে, গিরিরাজ! তোমাতে তাহার কোন অংশেই অভাব নাই; বরং সর্ব্বতোভাবেই প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। আমার ন্যায় কত শত ক্ষুদ্র মহৎ প্রাণী সর্ব্বদা তোমার আশ্রয়ে বাস ও জীবন ধারণ করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। অথচ এক দিন এক ক্ষণের জন্যও কেহ কোন অংশেই অসুখী বা অসন্তুষ্ট নহে। ইহা অপেক্ষা তোমার লোকোত্তর মহিমা বা পরমসাধীয়সী বিভূতি আর কি আছে বা হইতে পারে? এবং ইহা অপেক্ষা সর্ব্বলোকসমাশ্রয় যোগ্যতাও আর কি আছে? অধুনা, আমাকে আশ্রয় দিয়া, সর্ব্বলোকোত্তর স্বীয় অপার মহিমা ও অকৃত্রিম উদারতার পরিচয় প্রদান কর। আমি আবার দানের প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র, সন্দেহ নাই।

শুকদেব কহিলেন, নরদেব মহামতি দণ্ডী এইপ্রকার স্তব ও প্রার্থনা করিলে, হিমালয় সাক্ষাৎকারে সমাগত হইয়া কহিলেন, রাজন্! তুমি বাস্তবিকই আশ্রয়দানের যোগ্যপাত্র। দুঃখীর দুঃখমোচন ও বিপন্নের বিপদুদ্ধারই প্রকৃত সদনুষ্ঠান। কোন্ ব্যক্তি তাহাতে পরাঙ্মুখ হয়? কিন্তু তুমি যাঁহার বিরোধী হইয়াছ, তাঁহারই করুণায় ও তাঁহারই প্রসাদে আমি এতকাল অবস্থিতি করিতেছি। তিনি মনে করিলে, তৎক্ষণাৎ আমার এই উচ্চ শির সুগভীর গহ্বর রূপে পরিণত হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কত শত লোকের আমা অপেক্ষাও অত্যুচ্চ মস্তক এই রূপে অবনত হইয়াছে, বলিবার নহে! অতএব আমার সাধ্য নহে, তোমাকে রক্ষা করি। তুমি অন্যত্র গমন কর। অথবা, তুমি অতিমাত্র বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছ। এ সময় তোমাকে সৎপরামর্শ প্রদান করাই কর্ত্তব্য। তথাহি, সুখ বা দুঃখ যে কোন অবস্থাই হউক, সকল সময়েই সৎ-পরামর্শ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবেই বিধেয়। অতএব যদি মঙ্গল চাও, আমার পরামর্শ গ্রহণ কর। তুমি এই মুহূর্ত্তেই গমন করিয়া, বাসুদেবের আশ্রয় লও। কৃপাময় অবশ্যই কৃপা করিবেন। জলের স্বভাবই শৈত্য। অতএব জল যদি কোন কারণে উষ্ণ হয়, তৎক্ষণাৎ শীতল হইয়া যায়। ভগবান অবশ্যই তোমাকে কৃপা ও অনুগ্রহ করি-বেন। বলিতে কি, বাসুদেবের আনুগত্য ও অনুগ্রহ ভিন্ন তোমার পরিত্রাণের অন্যবিধ উপায় বা পন্থা নাই। ফলতঃ অভক্তের বা ঈশ্বরভ্রষ্টের সহায় নাই। তুমি বোধ হয় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছ। কিন্তু কুত্রাপি সহায় প্রাপ্ত হও নাই। ইহাই এবিষয়ের প্রমাণ। স্বর্গের ইন্দ্রও তোমারে রক্ষা করিতে পারিবেন না; মৃত্যুর ইচ্ছা না থাকিলেও, বাসুদেবের ভয় ও অনুরোধে তোমাকে তাহায় গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব সত্বরে প্রভুপাদের শরণাপন্ন হও।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

অসহায়ের মরণই মঙ্গল।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! বিপদে পড়িয়া, দণ্ডীর বুদ্ধি শুদ্ধি রহিত হইয়াছিল। সেইজন্য, তিনি এইপ্রকার হিত বাক্যেও কশাহতবৎ ব্যথিত ও উত্তেজিত হইয়া, গিরিরাজকে সক্রোধে ও সোপহাসে কহিলেন, আমারই ভ্রম হইয়াছে। সেইজন্য পাষাণের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। তুমি অচল, সুতরাং তোমা হইতে যে কোনরূপ সাহায্য হইবে না, তাহা আমি জানি। কিন্তু ক্ষুধার্ত্তের যেমন ভোজ্যাভোজ্যজ্ঞান নাই, বিপন্নের তদ্রূপ পাত্রাপাত্রবিচার নাই। যাহা হউক, তুমি যেমন আছ, তেমনি থাক, আমি চলিলাম।

শুকদেব কহিলেন, রাজা দণ্ডী এই বলিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, বিধি প্রতিকূল হইলে, শতদিকে শত উপায়ও বিফল হইয়া থাকে। আমি ত চেষ্টার ত্রুটি করিতেছি না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। দেখা যাউক, আর একবার মানুষের দ্বারস্থ হইয়া, কত দূর কি করিতে পারি। রাজা দুর্য্যোধন স্বভাবতঃ অভিমানী, পরাক্রান্ত ও বাসুদেবের বিরুদ্ধ পক্ষ। তিনিই বা কি করেন ও কি বলেন? সহসা প্রাণত্যাগ বা নৈরাশ্য অবলম্বন করা উচিত হয় না। পুরুষকার-

সহকৃত-প্রযত্ন-পুরঃসর উদ্যোগ করিলে, কার্য্যমাত্রেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বসিয়া থাকিলে, কোন বিষয়ই সিদ্ধ হয় না। আলস্যই দুঃখ ও সাক্ষাৎ মৃত্যু। অলস লোকের সিদ্ধি নাই, ইহা বেদবাক্য।

এই প্রকার চিন্তানন্তর তিনি দুর্য্যোধনের শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহাকে আপন দুঃখ ও আপন বিপদ সমস্ত সবিশেষ জানাইলেন। দুর্য্যোধন কহিলেন, কৃষ্ণের বিপক্ষতা করা আমার ইচ্ছা বা সাধ্যও নহে। অতএব আপনি তাঁহারে ঘোটকী দিয়া, আশু-ভবিষ্যমাণ বিপদের পরিহার করুন।

দণ্ডী কহিলেন, হা ধিক্! আপনি ক্ষত্রিয় হইয়াও আমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে অনায়াসেই উপদেশ করিতেছেন! মহারাজ! ধর্ম্মই জীবন। সামান্য জীবনের জন্য তাদৃশ প্রকৃত জীবন বিসর্জ্জন করা কখনই শোভা পায় না। পুরুষের একই কথা। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে, সকলই নষ্ট হয়! অতএব আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া, কিরূপে সেই ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারি? তাহা হইলে, আমার সর্ব্বনাশ হইবে।

দুর্য্যোধন কহিলেন, তুমি জানিয়া শুনিয়াও, কিরূপে এরূপ বিরূপ ও অননুরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে? পতঙ্গ হইয়া, কিরূপে প্রজ্বলিত পাবকে পতিত হই! রাজন্! প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে, সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিব কি না, চিন্তা করা দুর্ব্বল সবল সকলেরই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ দুর্ব্বলের কোন কালেই গৌরব নাই। দুর্ব্বল তৃণ অপেক্ষাও লঘু। এই সকল চিন্তা করিয়া, কার্য্য করিলে, কোন ব্যক্তি-কেই অবসন্ন হইতে হয় না।

দণ্ডী কহিলেন, কৌরব! কোন্ সময়ে উপদেশ দিতে হয়, তাহা না জানা অতি দুঃখের বিষয়। আমি এখন বিপদাপন্ন ও শরণাপন্ন। আর উপদেশের সময় নাই। আমারে রক্ষা করিতে পারেন, ত,বলুন, নতুবা স্পষ্টই পরিহার দেন; আমি অন্যত্র গমন করি, কিন্তু রাজন্! আমি অন্যত্র গমন করিলে, আপনার নিন্দা ভিন্ন প্রশংসা হইবে না। কেননা, শরণাপন্নের রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের একমাত্র ধর্ম্ম ও একমাত্র কর্ম্ম। আমাকে রক্ষা না করিলে, আপনার ধর্ম্মহানি ও তৎসহকারে যশোহানি, গৌরবহানি ও পুরুষার্থহানি হইবে। যাহার ধর্ম্ম নাই, যশ নাই, পুরুষার্থ নাই, তাহার জীবন মরণ একই কথা। শাস্ত্রে তাহাকে মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ! সকল বিষয়েরই দুই অংশ আছে, প্রকৃষ্ট অংশ ও নিকৃষ্ট অংশ। অথবা সকল বিষয়েরই দুইটি মাত্র পথ, মুখ্যপন্থা ও গৌণপন্থা। যাহারা এই দুই অংশ বা পন্থা না দেখিয়া বা না শুনিয়া, কার্য্য করে, তাহাদিগকে প্রায়ই ঠকিতে হয়। তন্মধ্যে প্রকৃষ্ট অংশ বা মুখ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া, কার্য্য করাই বিধেয়। তোমায় রক্ষা না করিলে, অধর্ম্ম হইবে, সত্য; কিন্তু ভেক বা পতঙ্গ হইয়া, সর্পের বা অগ্নির সহিত বিবাদ করা যে সেই অধর্ম্ম অপেক্ষাও অধর্ম্ম, তাহা কি আপনি ভাবিয়া থাকেন? এইরূপ বিবাদে আত্মনাশই একান্ত সম্ভব। কোন্ শাস্ত্রে বা কোন্ বিধানে এইরূপ আত্মনাশ করিবার উপদেশ আছে, বলিতে পারেন? বলিতে কি, আত্মরক্ষাই সকল ধর্ম্মের সার,

বলিয়া উল্লিখিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব আমাকে বৃথা প্রলোভিত বা উত্তেজিত করিবেন না। সাধ্য থাকিলে, অবশ্যই আপনাকে রক্ষা করিতাম। দেখুন, সংসারে যত-প্রকার দোষ, যতপ্রকার বিপদ বা যতপ্রকার নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য আছে, অসাধ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া বা প্রবর্ত্তিত করা তৎসর্ব্বাপেক্ষা প্রধান দোষ বা প্রধান বিপদ। এইজন্য নিতান্ত পশুও অসাধ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় নাই। আপনাকে দিয়াই দেখুন; সমুদায় বুঝিতে পারিবেন। বাসুদেবের সহিত বিবাদ করা একান্ত অসাধ্য বিষয় ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সেই অসাধ্যসাধনে অভিলাষী হওয়াতেই আপনাকে এই প্রকার বিপদ্‌গ্রস্ত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া, কাক ও কুকুরের ন্যায়, দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে হইতেছে। আপনার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর অসাধ্যসাধনের অনিষ্টকারিতার সুবিশদ দৃষ্টান্ত কি হইতে পারে? ইহা বুঝিয়াই, আপনি প্রকৃতিস্থ হউন। নতুবা প্রজ্বলিত পাবকে পতঙ্গবৎ, বাসু-দেবের সাক্ষাৎকারমাত্রেই প্রাণত্যাগ করুন। আপনার ন্যায়, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দুর্ব্বলানুদুর্ব্বল পাপ পুরুষকে ধ্বংস করিতে জগৎপতি যদুপতির অণুমাত্র আয়াস আবশ্যক করে না। কেননা, মহাপ্রলয় তাঁহার সামান্য ভ্রুভঙ্গি-মাত্র।

শুকদেব কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন এই বলিয়া সরোষে প্রত্যাখ্যান করিলে, দণ্ডীর প্রাণ যেন কণ্ঠাগত হইল। তিনি নিরুপায় ভাবিয়া, আকাশ পাতাল শূন্য দেখিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, অসহায়ের মরণই মঙ্গল।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

গঙ্গাই সাক্ষাৎ মুক্তি।

পরীক্ষিত কহিলেন, ভগবন্! রাজা দণ্ডী অতঃপর কি করিলেন, শুনিতে অভিলাষ হইতেছে। তিনি কি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শরণ লন নাই?

শুকদেব কহিলেন, নরদেব! রাজা দণ্ডী দুর্য্যোধনের নিকট প্রত্যাখ্যাত ও তথা হইতে বহির্গত হইয়া, চিন্তা করিলেন, বুঝিলাম, সংসার সহায়শূন্য, ও আশ্রয়শূন্য হইয়াছে! অথবা, শুনিয়াছি, রাজা যুধিষ্ঠির পরমধার্ম্মিক ও অসহায়ের সহায়। তাঁহারই নিকট গমন ও রক্ষা প্রার্থনা করিব। তিনি অবশ্যই দয়া করিতে পারেন! অথবা, কৃষ্ণ ও পাণ্ডব, উভয়ে অভেদাত্মা। অতএব ধর্ম্মরাজ আমারে আশ্রয় না দিলেও, দিতে পারেন। অথবা, যুধিষ্ঠির পরমধার্ম্মিক ও ন্যায়পর। তিনি অবশ্যই আমাদের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন। অথবা, তাহা হইবে না। তিনি যদি ভ্রমবশতঃ আপনার সখা কৃষ্ণেরই পক্ষপাত করেন, তাহা হইলে, আমাকে ঘোটকী দিতে হইবে। কিন্তু তাহা কি রূপে হইতে পারে? আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, প্রাণ থাকিতে ঘোটকী দিব না। এ কথা যাবৎ সংসার ব্যাপ্ত হইয়াছে। এখন কিরূপে ইহার অন্যথা করিব? যাহা অদ্য কিংবা দশ দিন পরে হউক, অবশ্যই যাইবে, সেই

অসার অস্থায়ী ও ক্ষুদ্র প্রাণের জন্য প্রতিজ্ঞা লংঘন করা, কাপুরুষের কর্ম্ম। সচরাচর স্ত্রীলোকেরাই ক্ষীণপ্রাণ বলিয়া, বাক্য লংঘন এবং বালকেরাও তদনুরূপ বলিয়া, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করে। আমি কি বলিয়া, স্ত্রীসেবিত ও বালোচিত তাদৃশ জুগুপ্সিত অনুষ্ঠান করিব ? অতএব আমার এখন কি করা কর্ত্তব্য ? পাপাত্মা বলিয়া, কেহই আমায় আশ্রয় দিল না। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ? অথবা, আমি কি পাপ করিয়াছি, কিছুই না ? তবে কেন ঘোটকী প্রদান করিব ? রাজা রাবণ প্রাণ থাকিতেও, সীতাকে প্রদান করে নাই। আমি তাহারই অনুসরণ করিব। আমি অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিব।

এই বলিয়া, তিনি প্রাণসম-প্রেমভাজন পরম প্রীতিস্থান ঘোটকীর প্রতি ব্যাকুল-ব্যাকুল শূন্য দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, পরম কাতর বাক্যে কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে ! তুমি এখন কি করিবে ? আমি ত তোমারই জন্য প্রাণত্যাগ করিতে চলিলাম। কিন্তু তুমি কোথা যাইবে ও কি করিবে, ভাবিয়া অস্থির হইতেছি। অনেক যত্নে তোমায় পালন করিয়াছি। বলিতে কি, তুমিই আমার প্রাণ এবং তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। আমার মৃত্যু হইলে, তোমার কি দশা হইবে? এই কথা যখন মনে হইতেছে, তখনই আমার হৃদয়ের শোণিত শুকাইয়া যাইতেছে। হায়, আমি কি করিলাম ! হায়, আমার কি হইল ! সংসারে আমার ন্যায় এমন হতভাগ্য কে আছে, যে ইচ্ছা না থাকিলেও, প্রাণের বস্তু ত্যাগ করিয়া থাকে। হায়, আমি কি বৃথা মানুষ ! কি কাপুরুষ ! কি হতপৌরুষ ! আমার আত্মরক্ষার ক্ষমতা

নাই। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তরা! তোমরা সকলে সাক্ষী। তোমরা দিবা রাত্রি দেখিতেছ। আমার অপরাধ নাই। আমি অনেক চেষ্টা করিলাম; তথাপি আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলাম না। অতএব তোমাদের সাক্ষাতে পাপ প্রাণ দগ্ধ—প্রাণ—মৃত প্রাণ—বৃথা প্রাণ ত্যাগ করিব। যে প্রাণে বীর্য্য নাই, তেজ নাই, শক্তি নাই, সে প্রাণ কুকুর বিড়ালের প্রাণ অপেক্ষাও নিতান্ত নীচভাবাপন্ন, তাহা কি আর বলিতে হয়, সুতরাং তাহা কি আর রাখিতে হয়! এই জন্য, আমি উহা ত্যাগ করিব, এই মুহূর্ত্তেই ত্যাগ করিব। প্রিয়ে ঘোটকি! তোমার কি হইবে! তুমি স্বর্গের সামগ্রী। পাপ পৃথিবীতে আসিয়া, তোমার বড়ই লাঞ্ছনা হইল! হায়, কি কষ্ট! হায়, কি দুরদৃষ্ট! হায়, কি ভ্রষ্টতা ও নষ্টতা!

শুকদেব কহিলেন, মহামতি দণ্ডী এই রূপে বিপদে পড়িয়া, বুদ্ধিশুদ্ধিশূন্য হইয়া, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, অনবরত কেবল বিলাপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ঘোটকী মনুষ্য বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এ কি করিতেছ? স্ত্রীলোকেরাই বিপৎকালে বিলাপ ও রোদন করিয়া থাকে। অতএব নিবৃত্ত হও, যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কর। বৃথা কেন সময় নষ্ট করিতেছ? আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি কামে অন্ধ হইয়া তাহা শুনিলে না ও বুঝিলে না। এখন নিজ পাপের ফল অবশ্য ভোগ কর। মহারাজ! তোমার যে গতি, আমারও সেই গতি। আমি কখনই তোমা ভিন্ন বাঁচিব না ও থাকিব না। আর, পাপ পৃথিবীতে থাকিতেও

আমার অভিলাষ নাই। হায়! মহর্ষি দুর্ব্বাসা আমার কি করিলেন! অনাথা অবলা ভাবিয়া দয়া করিলেন না! আমি স্বর্গের জীব হইয়া, মর্ত্ত্যের হইলাম! আমার আর প্রাণে বাঁচিয়া কায কি? অতএব মহারাজ! চল, ঐ শোক নাশিনী জহ্নুনন্দিনী ত্রিলোকপাবনী ত্রিপথগামিনী ভগবতী ভাগীরথী খরতর পবিত্র স্রোতে প্রবাহিত হইতেছেন, উনি জীবের সাক্ষাৎ মুক্তি। উহারই সুখময় শীতল সলিলে পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া, সমগ্র সন্তাপ সংহার করি, চলুন। এতদ্ব্যতীত, বর্ত্তমান সময়ের উপযুক্ত বা প্রশস্ত পন্থা আর নাই।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

দণ্ডীর আশ্রয়প্রাপ্তি।

শুকদেব কহিলেন, নরদেব! দণ্ডী ও ঘোটকী উভয়ে এইপ্রকার পরামর্শ করিয়া, প্রাণত্যাগই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃকল্প ভাবিয়া, গঙ্গাগর্ভে সমাগত হইলেন। দেখিলেন, জননী জহ্নুনন্দিনী আপনার সুশীতল-সলিল-শীকর-সম্পৃক্ত সুখ-সেব্য সমীর সহায়ে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত সংসার শীতল ও সুখী করিয়া, সাক্ষাৎ সৌভাগ্যসমৃদ্ধির ন্যায়, মূর্ত্তিমতী মুক্তির ন্যায় ও বিগ্রহের আশ্রয়ের বা আশ্বাসের ন্যায়, মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছেন! আহা, মার কি মহিমা! কি গরিমা! কি সর্ব্বলোকার্তিনাশিনী সাধীয়সী সমৃদ্ধি! কাহারে বিরাগ নাই!

কাহারে পক্ষপাত নাই! কাহারে ঘৃণা নাই। কুষ্ঠী, আতুর, পঙ্গু, গলিত, স্খলিত, পতিত, অপতিত সকলেই সমভাব ও সমান স্নেহ। মনুষ্য বা পশু, রাজা বা প্রজা এবং ধনী বা দরিদ্র বলিয়াও কাহারে বিশেষ নাই! তোমারও যেমন, আমারও তেমন, অথবা সকলেরই তেমন। জননী কত পতন, কত উত্থান, কত জীবন ও কত মৃত্যু দেখিয়াছেন এবং কত বীর, কত দুর্ব্বল, কত রাজা, কত প্রজা, কত বিদ্বান্, কত মূর্খ অন্তকালে জননীর সুশীতল কোমল ক্রোড় আশ্রয় করিয়াছে, বলিবার নহে। আবার কত রাজ্য, কত নগর, কত গ্রাম ও কত পত্তন এবং কত হস্তী, কত অশ্ব ও কত নর জননীর সুদূরবাহী প্রবল প্রবাহে প্লাবিত, বাহিত, অধোগত ও বিনাশিত হইয়াছে, তাহাও বলিবার নহে। পুনশ্চ, কত দেশ, কত মহাদেশ, কত দ্বীপ ও কত জনস্থান জননীর আশ্রয়ে পালিত, বর্দ্ধিত ও উন্নত হইয়াছে, হইতেছে, ও হইবে, তাহাও বলিবার নহে। এই রূপে জননী পুণ্যের পরম আশ্রয় ও পাপের সাক্ষাৎ বিনাশ স্বরূপ।

পূর্ব্বাপর সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া, রাজা দণ্ডীর অন্তঃকরণে অতিমাত্র নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। আর তাঁহার প্রাণের মায়া রহিল না। আর তাঁহার দেহের মমতা রহিল না। আর তাঁহার বিষয়ে পিপাসা রহিল না। আর তাঁহার বিভবে স্পৃহা রহিল না। আর তাঁহার রাজ্যে, রাজপদে, প্রভুত্বে, ঐশ্বর্য্যে, ফলতঃ কিছুতেই কিছুমাত্র অভিলাষ বা বাসনা বা অপেক্ষা রহিল না। ইহারই নাম স্থানমাহাত্ম্য। রাজন্! রাজা দণ্ডী তৎক্ষণে সমুদায় ত্যাগ

করিয়া, প্রিয়তমা অশ্বীর সহিত প্রাণপরিহারে প্রবৃত্ত হইয়া, ভগবতী ভাগীরথীর যথাবিধি পূজাবিধি সমাধানান্তে তদীয় নির্ম্মল সলিলে অবতরণ করিলেন এবং সাশ্রু লোচনে কাতর বচনে ও ব্যাকুল বদনে বলিতে লাগিলেন, জননি! আমি পাপে তাপে জর্জ্জরিত, রোগে শোকে নিপীড়িত, মোহে ব্যামোহে পরিতাড়িত ও দুঃখে দুঃখে প্রব্যথিত হইয়া, শান্তিলাভ বাসনায় তোমার শীতল নির্ম্মল সুখময় সলিলে তাপিত প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিগ্রহ করিয়া, আশ্রয় দানে আমারে সুখী ও সচ্ছন্দ কর। সুখী ও সচ্ছন্দ করাই তোমার স্বভাব। মাতঃ! দুরন্ত সংসারব্যাধি অদ্যাবধি আমায় যে সন্তাপশত প্রদান করিয়াছে, তোমার প্রসাদে এত দিনে তাহা উপশমিত হউক।

শুকদেব কহিলেন, রাজা দণ্ডী এই প্রকার কহিয়া, স্বয়ং যথাবিধি স্নান করিয়া, সমভিব্যাহারিণী অশ্বীরেও তদনুরূপ বিধানে স্নান করাইয়া দিলেন। অনন্তর প্রাণপরিহারবাসনায় কণ্ঠ পর্য্যন্ত জলমগ্ন করিলে, চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য হইল। নিকটবর্ত্তী নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই ব্যাপার দেখিবার জন্য কৌতূহলপরায়ণ হইয়া, তথায় সমাগত হইল। দেখিতে দেখিতে ভাগীরথীর সেই সুবিস্তৃত তীরভূমি নিরবকাশ হইয়া উঠিল।

রাজন্! বিধাতার নির্ব্বন্ধ খণ্ডিত হইবার নহে। কৃষ্ণের প্রিয়ভগিনী ও অর্জ্জুনের প্রিয়মহিষী পরমভদ্রা সুভদ্রা দৈবক্রমে সে দিন তথায় স্নান করিতে আসিয়াছিলেন. এই ব্যাপারদর্শনে অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হওয়াতে,

তিনি স্ত্রীস্বভাব বশতঃ একান্ত অসহমান হইয়া, রাজা দণ্ডীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমস্ত সবিশেষ অবগত হইয়া, পূর্ব্বাপর না ভাবিয়াই,তাঁহারে অভয় ও আশ্বাস দিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনার ভয় নাই, আমি অবশ্য প্রাণ দিয়াও আপনার প্রাণ রক্ষা করিব। আপনি মরণসংকল্প ত্যাগ করিয়া, আমার সমভিব্যাহারে চলুন। আমি আপনার বিপক্ষ শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী; নাম সুভদ্রা। অবশ্য আমাকে আপনার বিশ্বাস না হইতে পারে? কিন্তু বিভীষণের দৃষ্টান্ত পর্য্যালোচনা করুন; শত্রুপক্ষ হইলেই অবিশ্বস্ত ও অনুপকারী হয় না, বুঝিতে পারিবেন।

রাজা দণ্ডী এই কথায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও মরণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, সুভদ্রার সমভিব্যাহারী হইলেন। ভদ্রপ্রকৃতি ভদ্রা তাঁহাকে গৃহে আনিয়া, পরম সমাদরে বাসস্থান দিয়া, তদীয় রক্ষাবিধির যথাবিধি উপায় চিন্তা করিয়া, অর্জ্জুনের শরণার্থিনী হইলেন। অর্জ্জুন সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, বজ্রাহতবৎ চকিত, কশাহতবৎ উত্তেজিত ও সর্পাহতবৎ বিভ্রান্ত হইয়া, সরোষে, সাভিমানে ও সাবমর্ষে কহিতে লাগিলেন, তুমি এ কি করিয়াছ? দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বাসুদেব দণ্ডীর দণ্ড করিবার জন্য আমারই সহিত পরামর্শ করিয়া, সম্প্রতি দেশে দেশে তাহার অন্বেষণার্থ দূতসকল প্রেরণ করিয়াছেন। আমিও তাহাদের মধ্যে একজন, জানিবে। ধিক্ স্ত্রীত্ব! ধিক্ তোমার ন্যায় স্বাধীন ভার্য্যা! যাও, আমা হইতে কোন উপকারই হইবে না।

পরম ভদ্রা সুভদ্রা এই কথায় অপ্রতিভ ও বাঙ্নিষ্পত্তি-

রহিত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর কিছু না বলিয়া, তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক এক বারে মহামনা ভীমের গোচরে সমাগত হইয়া, যথাযথ নিবেদন করিয়া কহিলেন, আপনি তত্ত্বশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। তজ্জন্য সংসারের দাস নহেন এবং তজ্জন্য যে সে ব্যক্তির ন্যায়, আপনার মতি গতিও বিচলিত বা বিপরীত হয় না। এইজন্য আপনার শরণার্থিনী হইলাম। প্রতিজ্ঞারক্ষা না হইলে, আপনারই সমক্ষে এই মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিব। দণ্ডী আশ্রয় পাইবেন, কি না, বলুন।

ভীম কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কি জান না, কৃষ্ণ আমাদের আত্মাস্বরূপ, অতএব আমাদিগকে জানাইয়া, দণ্ডীকে আশ্রয় দিতে অঙ্গীকার করিলেই, ভাল হইত। তুমি স্ত্রী জাতি; কিসে কি হয়, জান না। তজ্জন্য উপস্থিত অকরণীয় বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদর্শন করিয়া, ঐকান্তিক জুগুপ্সিত অনুষ্ঠান করিয়াছ? যাহা হউক, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ মহাপাপ। আমি সেই মহাপাপের প্রশ্রয় দিতে কোন কালে কোন রূপেই উৎসাহী বা অভিলাষী নহি। প্রতিজ্ঞা পালনই আমার স্বভাব। বাসুদেব এই কারণেই আমাকে প্রীতি করেন। এক্ষণেও অবশ্যই প্রীতি করিবেন। অতএব দণ্ডী আশ্রয় পাইলেন। তুমি প্রকৃতিস্থা হও এবং গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর। সাবধান, যেন আর কখনও এরূপ না হয়। অর্জ্জুনকে গিয়া, আমার কথা বলিও।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

আত্মীয় বিরোধ ভাল নহে।

শুকদেব কহিলেন, নরদেব! মহাবাহু ভীম এইপ্রকার কহিয়া, তৎক্ষণাৎ দণ্ডীকে আহ্বানপূর্ব্বক তথায় আনাইয়া সাদরে কহিলেন, রাজন্! ভাল আছেন? বহুদিনের পর আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। যাহা হউক,গৃহ মনে করিয়া, এখানে নির্ভয়ে অবস্থিতি করুন। দণ্ডী এই বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া, সবিনয়ে উত্তর করিলেন, মহাভাগ! আপনার ন্যায় উদারচরিত মহাত্মগণের এইপ্রকার অকৃত্রিম আত্মীয়তা-সহকৃত কুটুম্বভাব নূতন বা আশ্চর্য্য নহে। প্রার্থনা করি, লোকের যেন জন্ম জন্ম এইরূপ আত্মীয়তা সংঘটিত হয়। বলিতে কি, আপনার ন্যায়, সৎপুরুষসহবাস সংসারের অন্যতম সুখ। অতএব অদ্য আমি অপার সুখসম্পত্তি লাভ করিলাম।

শুকদেব কহিলেন, উভয়ে এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দূত আসিয়া, সানুনয়ে ভীমকে সংবাদ করিল, মহারাজ! প্রভুর আদেশ, এখনই যাইতে হইবে। ভীম তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দণ্ডীকে যথাবিধি আশ্বস্ত ও সেই স্থানেই বসিতে আদেশ করিয়া, যুধিষ্ঠিরভবনে সমাগত হইলেন। দেখিলেন, পরমস্নেহ-ময়ী জননী কুন্তী যুধিষ্ঠিরাদি পুত্রচতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত

হইয়া, বিচিত্র আসনে আসীন রহিয়াছেন। বোধ হয়, স্বয়ং শান্তি যেন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সমভিব্যাহারে বিরাজমান হইতেছেন। কিংবা, বিনয়, সৌজন্য শিষ্টভাব ও সৌশীল্য এই গুণচতুষ্টয়ে বেষ্টিত নীতি যেন শোভা পাইতেছে। মহামতি ভীম তাঁহাদের মধ্যে মূর্ত্তিমান পরমার্থের ন্যায়, সমুদিত হইলেন। রাজন্! সংসারে যেমন পঞ্চভূত আর প্রকৃতি, কুরুবংশে তেমন পঞ্চ ভ্রাতা আর কুন্তী। এরূপ সুখের, শান্তির ও ধর্ম্মের সংসার স্বর্গেও আছে কি না সন্দেহ। পঞ্চ ভ্রাতা দেহমাত্রে ভিন্ন; কিন্তু একপ্রাণ, একচিত্ত, একাত্মা, একহৃদয়, এককর্ম্মা, একগতি ও একমতি। নকুল ও সহদেব ভিন্নোদর হইলেও আচার ব্যবহার, ভাব ভক্তি, মতি গতি, রীতি নীতি, স্বভাব চরিত্র ইত্যাদি সকল বিষয়েই একতাপ্রযুক্ত সহোদর অপেক্ষাও সমধিক সৌভ্রাত্র ও অকৃত্রিম আত্মীয়তা সম্পন্ন। কাহার সাধ্য, উহাদিগকে সহোদর ভিন্ন অন্য বলিয়া সহসা বা সহজে অনুধাবন করে। যেখানে পরস্পর অকৃত্রিম বিশ্বাস সহকৃত প্রগাঢ় প্রণয়, সেখানেই একভাব এবং যেখানে একতা, সেইখানেই সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি ও সর্ব্বাবয়ব সৌভাগ্য বিরাজমান। বিধাতা ইহাই দেখাইবার জন্য যেন তাঁহাদের পঞ্চভ্রাতার সৃষ্টি করিয়াছেন।

রাজন্! স্বভাবতঃ বুদ্ধি বিদ্যা ও জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অসামান্য মনীষাবলে উদ্দেশেই সকল বিষয় বুঝিতে পারেন। সুতরাং ধর্ম্মরাজ আহ্বান করিবামাত্রই, মহাবাহু বৃকোদর তৎক্ষণাৎ বুঝিয়াছিলেন, যে, রাজা দণ্ডীর সম্বন্ধে অবশ্যই

কোন কথা বলিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে। এইজন্য তিনি সবিশেষ সাবধান হইয়া, কিংকর্ত্তব্য ও কিং বক্তব্য বলিয়াও সমাধান পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের সকাশে গমন করিয়াছিলেন। কোন ভ্রাতাই বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিবেচনাদিতে কোন অংশেই ন্যূন বা খর্ব্বীভূত নহেন। সকলেই যথাযথ প্রস্তাব, যথাযথ মীমাংসা ও যথাযথ উত্তর করিতে পারেন এবং সকলেই প্রত্যুৎপন্নমতি ও উপস্থিতপ্রতিবক্তা। মহাভাগ ভীম সমাগত হইলে, অর্জ্জুনাদি গাত্রোত্থান করিয়া সভাজন এবং স্বয়ং ধর্ম্মরাজ মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক হৃদয়ের সহিত ওপ্রাণের সহিত যথাবিধি আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহাভাগা দেবী কুন্তীও তদনুরূপে অশেষশুভাশীঃপ্রয়োগপূর্ব্বক পরম প্রিয় পুত্র ভীমসেনের কল্যাণ বর্দ্ধিত ও সৌভাগ্যসমৃদ্ধি সমুদ্ভাবিত করিলেন। তখন ভীম প্রথমে মাতৃবন্দন, পরে জ্যেষ্ঠবন্দন, তদনন্তর কনিষ্ঠদিগকে সংবর্দ্ধিত করিয়া, নির্দ্দিষ্ট পবিত্র আসনে এক মনে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাপ্রতীক্ষায় উপবিষ্ট হইলেন।

ভীম যথাসুখে উপবেশন করিলে, পরমবুদ্ধিমতী পাণ্ডবজননী সতী কুন্তিভোজনন্দিনী যুধিষ্ঠিরাদির সমক্ষে প্রীতিবিকসিত হসিত চক্ষে মৃদুমধুর অভীষ্ট বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, বৎস ভীম! সংসারে স্ত্রীজাতির যতপ্রকার সুখসৌভাগ্য আছে, তন্মধ্যে সৎপুত্রসৌভাগ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। বলিতে কি, স্ত্রীজাতির ন্যায়, অধম জীব সংসারে আছে কি না, সন্দেহ। সর্ব্বদাই ইহাদিগকে পরাধীন থাকিতে হয়। বিধাতা হস্তপদ থাকিতেও, ইহাদিগকে

যেন পঙ্গু করিয়াছেন। কেননা, ইহাদের স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া, কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা ও অধিকারও নাই। ইহাই স্ত্রীজাতির মূর্ত্তিমতী অধমতা। এই অধমতজনিত অসুখের সীমা নাই। একমাত্র সৎ পুত্রের প্রসব দ্বারাই এই অসুখের কথঞ্চিৎ নিরাকরণ ও পরিহার হইয়া থাকে। পুত্রকে দেখিলে, ক্রোড়ে ও আলিঙ্গন করিলে, এবং লোকমুখে তাহার প্রশংসা শুনিলে, মনে যে সুখ ও আনন্দ জন্মে, তাহার তুলনায় ঐ প্রকার অসুখ নগণ্য বলিয়া, বোধ হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমি তোমাদের ন্যায়, সৎপুত্রের জননী হইয়াছি। তোমরা আমার অন্ধের যষ্টি, রোগের ঔষধ, সন্তাপে শীতলক্রিয়া এবং বিকারে প্রকৃতিযোগ। তোমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া, মহারাজ পাণ্ডুর শোক আমার এক কালেই স্মৃতিপথ পরিহার করিয়াছে। অতএব জন্ম জন্ম যেন তোমাদের ন্যায়, সৎপুত্রের জননী হই এবং আমার ন্যায়, অন্যান্য রমণীও যেন এইরূপ সৎপুত্রের জননী হয়।

বৎস! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারিটীই সংসারের সার। তোমরা সকলেই এই চতুর্বর্গের সেবক বা পরিচারক। এইজন্য, তোমরা সকলের শ্রেষ্ঠপদবাচ্য। যেখানে ধর্ম্ম, সেই খানেই জয়। এইজন্য তোমরা সর্ব্বদাই জয়শালী। আবার,যেখানে ধর্ম্ম,সেইখানেই ভক্তি,শ্রদ্ধা ও প্রেম প্রভৃতি পারমার্থিক ভাবসকল বিরাজমান। তোমাদের তাহাতেও অভাব নাই; বরং অতিরেকই আছে। ফলতঃ, তোমরা যেমন মাতৃভক্ত ও পিতৃভক্ত, এমন আর কেহই নাই। অদ্য আমি সেই মাতৃভক্তিকেই প্রমাণ করিয়া, যাহা বলিব

অবধান কর। ইহা নিশ্চয় জানিও, জননী কখনও বিষ দেন না। যদিও বিষ দেন, তাহা বিষ নহে, অমৃত। ইহাই ভাবিয়া, তাহা গ্রহণ করিতে হয়। গ্রহণ করিলে, মঙ্গল ভিন্ন কখনও অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। ইহাও বলা বাহুল্য, সংসার অতি বিষম স্থান। এখানে সময়বিশেষে বিষও অমৃত, আবার অমৃতও বিষ হইয়া থাকে। অর্থাৎ অমঙ্গল হইতেও মঙ্গল ও মঙ্গল হইতেও অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়। ইহাই ভাবিয়া, যাহা বলিব, তাহা অহিত হইলেও, সর্ব্বথা গ্রহণ করিবে। উহাতে তোমাদের অবশ্যম্ভাবী মঙ্গলের সম্ভাবনা।

শুকদেব কহিলেন, পুত্রবৎসলা কুন্তী এইপ্রকার হেতু-যুক্তিসম্মত অর্থশালী উদার বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহাবাহু মহাত্মা ভীম পরমপ্রীতিমান্ ও শ্রদ্ধাবান্ হৃদয়ে অকৃত্রিম-ভক্তি সহকারে তাহা দৈববাণীর ন্যায়, বেদবাক্যের ন্যায় ও অভিমত বরসম্পদের ন্যায়, পরিগ্রহ করিয়া, তৎকালসমুচিত প্রিয় মধুর হৃদয়গ্রাহী বাক্যে উত্তর করিলেন, অয়ি দেবি! শুদ্ধ গর্ভে ধারণ ও পোষণ করিলেই, জননী বলে না। তাহা হইলে, পশুপক্ষ্যাদি ইতর জীবের জননীর সহিত মনুষ্যজননীর বিশেষ কি? যিনি স্তন্যদানসহিত বুদ্ধিদান, জ্ঞানদান ও বিবেকবিধান করিয়া, পিতার ন্যায়, পালন ও পৃথিবীর ন্যায়, ধারণ করেন এবং যাঁহাব সদ্‌দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া পুত্রের ভাবী জীবন উত্তরোত্তর সুখময় হইয়া থাকে, তিনিই প্রকৃত জননী। সৌভাগ্যক্রমে আপনি আমাদের তাদৃশী জননী হইয়াছেন! সৌভাগ্যক্রমেই

আমরা আপনার পবিত্র গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি! আমরা যেন জন্ম জন্ম এইরূপ জননী লাভ করি! বলিতে কি, আপনি আমাদের পিতা ও মাতা উভয়ই। কেননা, আমরা অতি শৈশবসময়ে পিতৃহীন হই। আপনি তদবধি পিতৃনির্ব্বিশেষ স্নেহ ও যত্নে আমাদের পালন করিয়াছেন। আমরা আপনার পালনগুণে পিতা পাণ্ডুকে ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের মধ্যে এমন পাষণ্ড কে আছে, যে, আপনার কথা না শুনিবে? যে না শুনিবে, সে আমার আত্মা হইলেও, অবশ্য বধ্য। অতএব আপনি যাহা ইচ্ছা, আদেশ করুন। তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, বলিয়া জানিবেন। এই যুধিষ্ঠির সাক্ষাৎ ধর্ম্ম; এই অর্জ্জুন সাক্ষাৎ ক্ষত্রতেজ এবং এই যমজ-যুগল এই সাক্ষাৎ প্রতাপ। আপনি এই লোকপালবিশেষ মহাপুরুষগণের জননী, আপনার কিসের অভাব?

মহাভাগা কুন্তী প্রিয়পুত্র ভীমের এই উৎসাহগর্ভ উদার বাক্যে আশ্বস্ত ও বিশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, বৎস! ভাল হউক, মন্দ হউক, কার্য্য করিবার পূর্ব্বে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। সহসা না বুঝিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। যাহাতে পরিণামে পরিতাপ বা অনুতাপ করিতে হয়, তাহা ভাল হইলেও, মন্দ, জানিবে। তুমি দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়া, ভাল কর নাই। সুভদ্রা স্ত্রীলোক, স্ত্রীর কথায় না বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা করাও পুরুষের কার্য্য হয় নাই। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। সত্য বটে, শরণাগতের রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; সত্য বটে, প্রতিজ্ঞা পালন করা লোকমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য পরম ধর্ম্ম; কিন্তু বিবেচনা করিয়া,

ঐ সকলে প্রবৃত্ত হওয়াও আবার পরম ধর্ম্ম। বিশেষতঃ যিনি সখা, সহায়, সর্ব্বদাই প্রাণপণে উপকারী, চিরদিনের আশ্রয় ও একমাত্র গতি এবং এই সকল কারণে যিনি প্রাণ অপেক্ষাও আত্মীয় ও প্রীতিভাজন, হৃদয় অপেক্ষাও বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ এবং আত্মা অপেক্ষাও প্রিয় ও প্রার্থনীয়, তাদৃশ ব্যক্তির সহিত সর্ব্বথা সম্প্রীত রাখাও আবার অবশ্য প্রতিপাল্য,পরম ধর্ম্ম। বৎস। বাসুদেব আমাদের তাদৃশ ব্যক্তি। আমরা বরং আত্মার সহিত ও প্রাণের সহিত বিরোধ করিতে পারি. তথাপি,বাসুদেবের সহিত বিরোধ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি অভিলাষ ও সাহস হয় না। ইহা তুমিও অনেকবার অনেককে উপদেশ দিয়াছ। তবে আজি কেন বিপরীত অনুষ্ঠান করিলে ? অথবা, ঋষিরও ভ্রম হইয়া থাকে। বোধ হয়, তোমার তাহাই হইয়াছে। লোকে সকল সময় সকল বিষয় বুঝিতে পারে না। কেননা, ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যই সকল দেহে আছে। তোমারও তাহাই ঘটিয়াছে। এইজন্য, আমরা উপদেশ করিতেছি।

শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে, গুরুতর বিষয়মাত্রেই পরামর্শসাপেক্ষ। বিশেষতঃ,একাকী কোন বিষয়েই মন্ত্রণা করিতে নাই। যেহেতু, কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহে। এইজন্য আত্মীয়ের পরামর্শ ও উপদেশ অবশ্য গ্রহণ করিবে। আমাদের অপেক্ষা তোমার আত্মীয় কে আছে ? অতএব মন্ত্রণা দিতেছি, তুমি দণ্ডীকে পরিত্যাগ কর ; না হয়, বাসুদেবের হস্তে ঘোটকী সম্প্রদান কর। ইহার অন্যতর পক্ষ অবলম্বন না করিলে, মহাপ্রলয় ঘটিবে, সন্দেহ নাই। তোমার ন্যায়, বুদ্ধিমান্

নীতিমান্ প্রিয়ধর্ম্ম ব্যক্তিকে অধিক বলা বাহুল্য এইজন্য সংক্ষেপে বলিতেছি, আত্মীয়ের সহিত বিরোধ করিও না। শুনিয়াছি, রাজা রাবণ পরমাত্মীয় বিভীষণের সহিত বিরোধ করিয়া, সবংশে ধ্বংস লাভ করেন। ভগবান্ করুন, আমাদেরও যেন তোমার দোষে সেরূপ না ঘটে।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

সহসা কোন কার্য্য করিবে না।

শুকদেব কহিলেন, পুত্রপ্রাণা কুন্তী এইরূপ বচনরচনা পুরঃসর বিনিবৃত্তা হইলে, মহাবাহু ভীম সবিশেষ বিচার সহকারে যথাযথবিনির্ণয় করিয়া,অর্থগৌরবগুম্ফিত তৎকালোচিত মধুর বাক্যে কহিলেন, দেবি! পুত্রের প্রতি ভবাদৃশী পরমবুদ্ধিমতী জননীর যেপ্রকার সদুপদেশ বিন্যাস করা উচিত, আপনি তাহাই করিলেন। অতএব আপনার এই আদেশ ও উপদেশ সর্ব্বথা আমার শিরোধার্য্য। বলিতে কি, আমি কখনই আপনার আদেশ বা উপদেশ লঙ্ঘন করি নাই, আজিও লঙ্ঘন করিতে কোন মতেই উদ্যত বা অভিলাষী নহি। তবে আমি যেজন্য বা যে উদ্দেশে দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়াছি, শ্রবণ করুন। কেননা, না জানিয়া, কথা কহিলে, স্বয়ং বৃহস্পতিকেও ঠকিতে হয়। আপনাদেরও যেন তাহা না ঘটে

আমার মতে কাহাকে বাক্যদাতা হইয়া, সেই বাক্য রক্ষা না করাই মৃত্যু। শাস্ত্রকারেরা বলেন, প্রাণ্‌ দিয়াও পরের উপকার করিবে। বাসুদেবও গুণের পক্ষপাতী ও দোষের একান্ত বিদ্বেষী। তিনি কখনই আশ্রিতত্যাগরূপ ঘোরতর অধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমাকে প্রবর্ত্তিত বা সম্মতি দান করিবেন না। তাঁহার ন্যায় বিশুদ্ধহৃদয় ও শুদ্ধবুদ্ধ মহাপুরুষ দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ, তিনি আমাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ও আত্মীয় এবং আমরাও তাঁহার তদনুরূপ। লোকে সত্যই বলিয়া থাকে, পাণ্ডবে ও যাদবে কোন ভেদ নাই। বাস্তবিক, আমাদের অপেক্ষা তাঁহার আত্মীয়, আশ্রিত, অনুগত ও তজ্জন্য অবশ্যরক্ষণীয়ও কেহই নাই। ইত্যাদি বিবিধ কারণে তিনি যখন আমাদের জন্য প্রাণ দিতে পারেন, তখন আমাদের অনুরোধে সামান্য ঘোটকীও ত্যাগ করিবেন, কোন্‌ আশ্চর্য্য কথা? আমার ইহাও বিলক্ষণ প্রতীতি আছে, যে, সুভদ্রা পরমভদ্রা। এইজন্য বাসুদেবের পরমপ্রীতিভাজন। অবশ্যই তাঁহার কথারক্ষা হইবে।

আমি এইরূপ ও অন্যরূপ নানারূপ চিন্তা করিয়া, আপনাদের অপেক্ষা না রাখিয়া দণ্ডীকে আশ্রয় দিতে পারি কি না, আপনারাই বলুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভাই! সত্য বলিয়াছ। কিন্তু কৃষ্ণের সহিত আমাদের যেপ্রকার আত্মীয়তা, তাহাতে, রাজা দণ্ডী ঘোটকী না দিয়া, যেন আমাদেরই বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, এইরূপ মনে করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি যতদূর জানি, তাহাতে, কৃষ্ণের শরীরে ভ্রমপ্রমাদ

নাই, বলিয়াই, স্থিরনির্দ্ধারণ করিবে। এরূপ অবস্থায় রাজা দণ্ডী সর্ব্বথা নির্দ্দোষ বলা যাইতে পারে না।

ভীম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি অবশ্যই মনে করিয়া লইলাম, রাজা দণ্ডী কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, আমাদেরও বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। যেহেতু, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবে কোন ভেদই নাই। কিন্তু এরূপ অবস্থায় ইহাও অবশ্য মনে করা যাইতে পারে যে, দণ্ডী যখন আমাদের আশ্রয় লইয়াছেন, তখন কৃষ্ণেরও আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। দণ্ডী বাস্তবিকই তাহাই করিয়াছেন। অপরাধীকে ক্ষমা করাই তাঁহার পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত। সে যদি আবার আপনা হইতেই আশ্রয় লয়, শতবার ক্ষমার যোগ্যপাত্র। ইহা বাসুদেবের ন্যায় প্রধান পুরুষগণের গুণ ও মত; তাহা আপনাকে বলা বাহুল্যমাত্র। আমি এই রূপে পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনা করিয়াই, দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়াছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভাই! ভালই করিয়াছ। কিন্তু বাসুদেব যখন আমাদের অপেক্ষা সকল বিষয়ই অধিক বা বিশিষ্টরূপ বুঝিয়া থাকেন, তখন দণ্ডীকে আশ্রয় দিবার পূর্ব্বে স্বয়ং যাইয়া বা লোক পাঠাইয়া, এবিষয়ে তাঁহার মত গ্রহণ করা উচিত কি না, তাহা তুমি নিজেই বল। অন্ততঃ আমাদের সহিত পরামর্শ করাও উচিত ছিল। তোমার ইহা বিলক্ষণ বিদিত আছে যে, সহসা কোন কার্য্য করিতে নাই।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

কামদেব ও কুন্তীসংবাদ।

শুকদেব কহিলেন, তাঁহারা এইপ্রকার কথোপকথন ও বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ বাসুদেবের পরমপ্রীতিময় পুত্র রুক্মিণীনন্দন কাম পিতৃদেবের আদেশ-পরতন্ত্র হইয়া, তথায় সমাগত হইলেন। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবে কোনরূপ ভেদ নাই। তজ্জন্য তিনি স্বীয় গৃহের ন্যায়, অবারিত ও অপ্রতিহত হইয়া, পাণ্ডবভবনে প্রবেশ করিলেন। বিশেষতঃ, কামদেব আকারে প্রকারে, সর্ব্বাংশেই বাসু-দেবের সদৃশ। তাঁহাকে দেখিলে, দ্বিতীয় কৃষ্ণ বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রূপের একে সীমা নাই, তাহার উপর বিম্বের অনুরূপ প্রতিবিম্বের ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে পিতার সদৃশ হওয়াতে, তিনি বাসুদেব অপেক্ষাও লোকের প্রীতিভাজন ও যার পর নাই প্রিয়দর্শন। সংসারে সর্ব্বথা নির্দ্দোষ পদার্থ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহার রূপ আছে, তাহার গুণ নাই এবং যাহার গুণ আছে, তাহার হয় ত রূপ নাই। আবার, রূপও আছে, গুণও আছে, কিন্তু সেইরূপ গুণের হয় ত তাদৃশ মিলন বা মধুরিমা নাই। যেমন ভস্ম মাখিলেই যোগী হয় না, অথবা বস্ত্রত্যাগপূর্ব্বক নগ্ন হইলেই, পরমহংস হয় না, তদ্রূপ সুবর্ণাদির ন্যায়, উজ্জ্ব-লতাদি বিশিষ্ট হইলেই, রূপবান্ হয় না। চন্দ্র এক,

তুই নহে। তথাপি, পূর্ণিমার চন্দ্র সকলেরই মনোহরণ করে কেন? রুক্মিণীনন্দন কামদেব রূপে সেই পূর্ণিমার চন্দ্র অপেক্ষাও সমধিক উৎকর্ষবিশিষ্ট। এইজন্য সকলেরই সমান প্রীতিপাত্র। তিনি মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায়, যেমন তিগ্মস্বভাব, পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায়, তেমন সৌম্যপ্রকৃতি। তিনি ঘৃতাহুত হুতাশনের ন্যায়,যেমন তেজীয়ান্, হিম সলিলেন ন্যায়, তদ্বৎ পরমস্নিগ্ধ প্রকৃতিমান্। তিনি পিতৃগুণে যেমন সকলেরই পালক, মাতৃগুণে তেমন সকলেরই ধারক। তাঁহার বদনমণ্ডল প্রভাতকালীন পুষ্পের ন্যায়, বিকসিত, পূর্ণিমার আকাশের ন্যায়, বিচিত্র কান্তিময়, বসন্তকালের ন্যায়, অপূর্ব্ব সৌকুমার্য্যসম্পন্ন এবং বিশ্বাস,সরলতা, স্নিগ্ধতা ও সর্ব্বলোকানুগ্রহতা ইত্যাদি সদ্‌গুণ সকলের দর্পণ স্বরূপ। তাঁহার লোচনযুগল উজ্জ্বল, উৎফুল্ল, শুভ্র, নির্ম্মল, সুস্নিগ্ধ, সুকুমার ও সরলতাময়। দেখিলেই, পরমাত্মীয়ের ন্যায়, আত্মদান করিতে স্বতই প্রবৃত্তি জন্মে। তিনি পুরুষগুণের আদর্শ, সকল সদ্‌গুণের দৃষ্টান্ত এবং বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টির সাক্ষাৎ নিদর্শন। তাঁহাকে দেখিলে, হৃদয় প্রফুল্ল হয়, তাঁহার সম্ভাষণ করিলেও, হৃদয় প্রফুল্ল হয়; তাঁহার সহবাস করিলেও, হৃদয় প্রফুল্ল হয়; তাঁহার বিষয় কথোপকথন করিলেও, হৃদয় প্রফুল্ল হয় এবং তাঁহাকে স্মরণ করিলেও, হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া থাকে। ইত্যাদি কারণে লোকে তাঁহাকে কামদেব বলিয়া থাকে। তিনি পিতা মাতা উভয়েরই সমান প্রীতিভাজন, শত্রু মিত্র সকলেরই আনন্দবর্দ্ধন, স্ত্রীপুরুষ উভয়জাতিরই হৃদয় হরণ ও লোচনলোভন,আত্মীয়-

পর সকলেরই আনন্দজনন এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল ভুবন-ত্রয়েরই মন প্রাণের প্রতি উদ্বহন করেন। এই কারণেই তাঁহাকে কামদেব বলিয়া থাকে।

যেখানে গুণ, সেই খানেই গুণের আদর। জল জলেই মিলিয়া থাকে। পাণ্ডবগণ স্বভাবতঃ গুণবিশিষ্ট। সেইজন্য এবংবিধ অশেষবিধ গুণবিশিষ্ট কৃষ্ণনন্দন কামকে দর্শন করিয়া, প্রভাকরপরিদর্শনে পদ্মের ন্যায় পরম প্রফুল্ল এবং শশধর সন্দর্শনে সরিৎপতির ন্যায় সাতিশয় সমুচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিলেন। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ কোমলপ্রকৃতি। অল্পেই দ্রবীভূত হওয়া কোমলতার লক্ষণ। নবনীত অতি কোমল। এই কারণে অল্পেই দ্রবভাব গ্রহণ করে। দেবী কুন্তীও এই কারণেই তাঁহাকে দেখিবামাত্র দ্রবীভূত হইয়া উঠিলেন। এবং এই কারণেই পুত্রগণ অপেক্ষাও সমধিক প্রফুল্ল হইয়া, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কাম-দেবকে প্রীতিভরে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, বারংবার মস্তক আঘ্রাণ ও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপতিত মনোবেগ কথঞ্চিৎ নিরাকৃত হইলে, তিনি অকৃ-ত্রিম-স্নেহ-কোমল পরমপ্রীত বাক্যে কামদেবকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, তাত! তাত! বৎস! বৎস! তুমি ভাল আছ? তোমার জননী, যিনি পরমভাগ্যবতী, সেইজন্য তোমার ন্যায় সৎপুত্রকে, আকাশ যেমন চন্দ্রকে, গর্ভে ধারণ করিয়াছেন; যিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়া সর্ব্বলোকে পরিচিত ও পরিপূজিত; সেই দেবী রুক্মিণী, বাসুদেবের হৃদয়-হারিণী ও তদীয় মহিষীগণের মধ্যে, তারামণ্ডলে শশাঙ্ক-

রেখার ন্যায়, সর্ব্বপ্রধান গৌরবশালিনী, তোমার সার্থক-গর্ভ-ধারিণী সেই দেবী রুক্মিণী ভাল আছেন? তোমার পিতা, ত্রিলোকের পিতা ও পাতা, স্বয়ং পূর্ণ ভগবান্ সর্ব্ব-শক্তিমান্ বাসুদেব সকল কল্যাণের বিধাতা ও সকল মঙ্গলের নিয়ন্তা। তাঁহাকে দর্শন করিলে, স্মরণ করিলে, মনন করিলে, কীর্ত্তন করিলে ও শ্রবণ করিলে, যখন সকল মঙ্গল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন তাঁহার মঙ্গল বা কল্যাণ-বার্ত্তা আর কি জিজ্ঞাসা করিব? তথাপি, মানুষ আমরা স্বভাবতঃ* মোহাচ্ছন্ন। তিনিও অবিদ্যাবশে মনুষ্যবেশে স্বীয় স্বরূপ প্রতিচ্ছন্ন করিয়া, সামান্য লোকের ন্যায়, মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিতেছেন। এবং তিনি সকলেরই পরম আত্মীয় ও প্রীতিভাজন আত্মা হইলেও, আমাদের সহিত গুরুতর সম্বন্ধ-বন্ধনে মায়াবশে বদ্ধ হইয়াছেন। এইজন্য মনঃ স্বভাবতই তাঁহার কল্যাণকামনায় ধাবমান হয়। এইরূপ চঞ্চলচিত্ততাই মনুষ্যের স্বভাব। এইজন্য ব্যাকুল হইয়া, তোমারে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার পিতৃদেব আদিদেব সেই বাসুদেব সর্ব্বথা কল্যাণ-সমৃদ্ধি ভোগ করিতেছেন? আহা, বসুমতী কি সৌভাগ্য-বতী! যিনি দেব মনুষ্য সকলেরই আরাধ্য, সেই পরমদেব বাসুদেব স্বস্থান ত্যাগ করিয়া, পরমপবিত্র পদার্পণ দ্বারা এই পাপ পৃথিবীর পরিতাপহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! বৈকুণ্ঠ তদীয় পাদপদ্মের পরাগস্পর্শবিরহে সম্প্রতি সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আহা! আমি ও আমার এই পুত্রগণও কি ধন্য ও বহুসৌভাগ্যসম্পন্ন! কেননা, যদিও

তিনি সকলেরই, এইজন্য কাহারও প্রতি যদিও তাঁহার পক্ষপাতের লেশমাত্রও নাই ; কিন্তু আমাদের প্রতি তিনি বিশেষ প্রীতিমান্ ও করুণাবান্। আমার পুত্রেরা যেমন তাঁহাকে ভিন্ন জানে না, তিনিও তেমন ইহাঁদের ভিন্ন আর কাহাকেও যেন অবগত নহেন। যিনি সকল দেবতার দেবতা, তাঁহার সহিত মানুষ, অধম মানুষ আমাদের এইপ্রকার আত্মীয়তা বা একপ্রাণতা বহু ভাগ্যের, বহু পুণ্যের ও বহু তপস্যার ফল, তাহা কি আর বলিতে হয় ? আহা, ইহা ভাবিলেও, আত্মা প্রফুল্ল হয় এবং দেহের ভিতর, প্রাণের ভিতর ও হৃদয়ের ভিতরও যেন অমৃতের বা ততোধিক অন্য কোন প্রীতিময় ও প্রাণময় পদার্থের সঞ্চার হইয়া থাকে! বুঝিলাম, পৃথিবীতে কুরুবংশই ধন্য ! সেই কুরুবংশের মধ্যে মহাত্মা পাণ্ডুই ধন্য ! কেননা, তিনি এবংবিধ বাসুদেবপ্রিয় প্রিয় পুত্রগণের জন্মদান দ্বারা আত্মাকে সার্থক ও পরলোকে পরম স্থান অধিকার করিয়াছেন ! আহা, আমার ন্যায়, রমণীও সার্থক ! আহা, আমি যেমন ললনাকুলের অধম ছিলাম, আজি তেমন উত্তম হইয়াছি। আহা ! আমার রমণীজন্ম সার্থক হইল ! কেননা আমি ঈদৃশ কৃষ্ণপ্রিয় সৎপুত্রগণের জননী হইয়াছি। আমার যেন জন্ম জন্ম এইপ্রকার শুভসৌভাগ্য সংঘটনা হয়। বৎস ! আমার রাজ্য নাই, ধন নাই, ঐশ্বর্য্য নাই। তজ্জন্য আমার কোনই ক্ষতি নাই ও কষ্টও নাই। আমি যে বাসুদেবপ্রিয় পুত্রগণের জননী হইয়াছি ; ইহাই আমার স্বর্গসমৃদ্ধি, তাহার সন্দেহ কি ? কোন্ নির্ব্বোধ, কোন্

হতভাগ্য ঈদৃশী পরমসাধীয়সী, পরমমহীয়সী ও পরমগরী-য়সী বা পরমশ্রেয়সী স্বর্গসমৃদ্ধির পরিবর্ত্তে তাদৃশী পরম-পাপীয়সী রাজ্যাদি পার্থিব অসার সমৃদ্ধির অভিলাষী বা প্রত্যাশী হয়? এইজন্য, আমি রাজপদ প্রাপ্ত না হইলেও, কোন অংশেই কোন কালে দুঃখিনী বা বিষাদিনী নহি। আমি জানি, কৃষ্ণ যাহাদের পক্ষপাতী, তাহারা সামান্য রাজপদ অপেক্ষা অন্য কোন দেবদুর্লভ, মনুষ্যদুর্লভ অথবা সর্ব্বলোকদুর্লভ পরমপদপ্রাপ্তির যোগ্য বা প্রকৃত পাত্র। এইজন্যই আমি পুত্রগণের রাজপদ প্রার্থনা করি না।

বৎস! তোমাদের অপেক্ষা জগতে আমাদের আত্মীয় আর কে আছে? বহু দিনের পর তোমারে দর্শন করিয়া, এক কালে অনেক কথাই আমার মনে হইতেছে। অগ্রে কি জিজ্ঞাসিব, ভাবিয়াই পাইতেছি না। এইজন্য সংক্ষেপে বলিতেছি, উত্তর কর। তোমার সহোদর ও সহোদরাগণ সকলেই ভাল আছেন? আমার পিতৃবর্গ ও মাতৃবর্গেরাও সকলে ভাল আছেন? অধিক আর কি বলিব? সমস্ত দ্বার-কাই কুশলে আছে? কৃষ্ণ যেখানে বাস করেন, সেখানকার তরু লতারাও নমস্য, সম্ভাষ্য ও অবশ্য জিজ্ঞাস্য, সন্দেহ কি? এইজন্য আমি সমস্ত দ্বারকার কল্যাণকথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। অথবা, কৃষ্ণের মঙ্গলেই সকলের মঙ্গল। অত-এব বিশেষ করিয়া বল, বাসুদেব ত ভাল আছেন? অথবা, আমি স্ত্রীস্বভাববশতঃ কি অন্যায় ও অসঙ্গত জিজ্ঞাসা করি-তেছি? বাসুদেব যাহাদের নেতা ও অধিষ্ঠাতা, তাহাদের আবার অকুশল ও অসৌভাগ্য কি?

বৎস! তুমি কত দিন হইল, দ্বারকা হইতে বহির্গত হইয়াছ? আসিবার সময় পথিমধ্যে তোমার ত কোনরূপ কষ্ট হয় নাই? তুমি ত অনায়াসে পাণ্ডবভবনে প্রবেশ করিতে পাইয়াছ? কেহ ত তোমার কোনরূপ প্রতিষেধ করে নাই? অথবা, তুমি নিজের গৃহে আসিয়াছ; কোন্ ব্যক্তি প্রতিষেধ করিতে পারে?

বৎস! আসিবার সময় কৃষ্ণের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল? তিনি তখন কি করিতেছিলেন? আসিবার সময় তিনি কি বলিয়া দিলেন? তুমি কি এখানে আপনিই আসিয়াছ? না, তিনি তোমায় পাঠাইয়া দিলেন? অনেক দিন বন্ধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। সেইজন্যই কি তুমি আসিয়াছ? না, তোমার আগমনের অন্যবিধ উদ্দেশ্য আছে? তাত! তোমার জননী আমাদিগকে অতিশয় স্নেহ করেন। তিনি কি বলিয়াছেন? বৎস! বধূ সকলে ত ভাল আছেন? তুমি অনেক দিনের পর আসিয়াছ। রিক্তহস্তে আসিয়াছ কেন? কৈ, কৃষ্ণ বা তোমার জননী আমাদের জন্য কি দ্রব্য পাঠাইয়াছেন, দেখি? বৎস! তুমি কি অন্য কোথায় যাইতেছ? পথিমধ্যে আমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছ? যাহাই হউক, তোমাকে এখন এখানে কিছু দিন থাকিতে হইবে।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

যুদ্ধঘোষণা।

শুকদেব কহিলেন, নরদেব! দেবী কুন্তী স্বভাবতঃ পিতৃকুলের, বিশেষতঃ, স্বীয় পুত্র অপেক্ষাও বাসুদেবের পক্ষপাতিনী। তথাহি, প্রিয়জনসম্বন্ধী প্রিয়বার্ত্তা বারংবার জিজ্ঞাসা ও শ্রবণ করিতেও স্বভাবতই ইচ্ছা হইয়া থাকে। এই কারণে তিনি পুনঃ পুনঃ আত্মীয়বর্গের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াও, পরিতৃপ্ত হইলেন না। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণও অতিমাত্র উৎসুক হইয়া, অকৃত্রিমপ্রীতিপ্রদর্শনপুরঃসর মহাভাগ কামকে যথাযথ আপ্যায়িত করিয়া, জননীর ন্যায়, প্রিয় মধুর উদার বাক্যে বারংবার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের কাহারই প্রীতির ন্যূনতা নাই। বাসুদেব তাঁহাদের সকলেরই বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ। মহাভাগ কাম সেই কৃষ্ণের প্রাণসম আত্মজ। এইজন্য তাঁহারা কৃষ্ণজ্ঞানে কামকে সমধিক আদর ও অনুরাগসহকারে প্রাণাধিক আপ্যায়িত ও সভাজিত করিয়া, স্ব স্ব মনকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তাত! স্বয়ং বাসুদেব, তাঁহার পরিজন, পরিবার ও পরিবারবর্গ, ফলতঃ, তাঁহার অখণ্ড রাজ্য, সকলেই কুশলে আছে? তাঁহার মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল। আমরা বৃক্ষ, তিনি আমাদের মূল। অথবা তিনি প্রাণ-

আমরা দেহ। তাঁহার মঙ্গলই কায়মনে প্রার্থনীয়। অতএব তাঁহার কল্যাণবার্ত্তা অগ্রে আমাদের গোচর কর। পরে অন্যান্য সংবাদ শ্রবণ করিব।

বৎস! তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। নতুবা, আমাকে স্বয়ংই যাইতে হইত। এই আমি জননী কুন্তীর সহিত যাইবারই পরামর্শ করিতেছিলাম। তুমি ইতিমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলে। শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করেন, যাহার যেমন ভাবনা, তাহার তেমন সিদ্ধিও হইয়া থাকে। তাঁহাদের এই বাক্য যথার্থ। আমি ভাবিতেছিলাম, তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমার ভাবনার অনুরূপ ফলও ঘটিল। তুমি স্বয়ংই আসিয়া সাক্ষাৎ করিলে।

শুকদেব কহিলেন, মহাভাগ যুধিষ্ঠির এইপ্রকার বাগ্‌বিন্যাসপুরঃসর মহামতি কামকে পুনরায় মৃদু মধুর বাক্যে কহিলেন, তাত! তুমি স্বভাবতঃ সাতিশয় সুকুমার। বহুপথ অতিক্রম করাতে, অবশ্যই অতিমাত্র পরিশ্রান্ত হইয়াছ। অতএব যথাসুখে বিশ্রাম কর। বিশ্রামান্তে পুনরায় সাক্ষাৎ করিও। আমার বিশেষ বক্তব্য আছে।

তাঁহারা মাতাপুত্রে যেপ্রকার আত্মীয়তা করিতে ছিলেন এবং ভীমাদি অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয়ও তাহাতে যেরূপ যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাতে, কামদেব তাঁহাদিগকে গুরুজনোচিত অবশ্যকর্ত্তব্য প্রণামাদি করিতে এতক্ষণ কিছুমাত্র অবসর প্রাপ্ত হন নাই। অধুনা, যুধিষ্ঠিরের কথা ও সভাজনাদি সমাপ্ত হইলেই, তিনি সময় পাইয়া, তাঁহাদের প্রত্যেককেই যথাযোগ্য প্রণাম ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, ভক্তি ও শ্রদ্ধা-

ভরে কহিতে লাগিলেন, আপনারা যাহাদের হিতৈষী, তাহাদের অকুশল বা অসৌভাগ্যের সম্ভাবনা কোথায়? আপনাদের অনুগ্রহে ও আশীর্ব্বাদে সমস্ত দ্বারকাই অখণ্ড কুশল সমৃদ্ধি সম্ভোগ করিতেছে। তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই। অধুনা আপনাদের কুশল বিজ্ঞাপিত করিয়া, আমারে আপ্যায়িত, অনুগৃহীত ও কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হউক। পিতৃদেব ও মাতৃদেবী উভয়েই বিশেষ করিয়া, আপনাদের সকলেরই কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এবং বলিয়া দিয়াছেন, যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়। অতএব আপনারা যেন সর্ব্বদা ধর্ম্ম পালন করেন। ধর্ম্মের বিনাশ নাই। সত্য-বটে, আপনারা ধর্ম্ম ও সত্যের অবতার। তজ্জন্য কোন কালেই আপনারা অসুখী বা অকুশলী নহেন। তথাপি মানুষের মন। বিশেষতঃ, পৃথিবী স্বভাবতই অতিপাপ স্থান। তজ্জন্য ঋষিতুল্য ব্যক্তিকেও সময়ে সময়ে বিকলিত বা স্খলিত হইতে হয়। আপনাদের যেন কোনকালেই তাহা না ঘটে। পিতৃদেব ও মাতৃদেবী উভয়েই বিশেষ করিয়া, এই কথা বলিয়া দিয়াছেন। আরও যাহা বলিয়াছেন, পরে বলিতেছি।

শুকদেব কহিলেন, কামদেব এইপ্রকার কহিয়া, বিশ্রামান্তে সুখে উপবিষ্ট হইলে, ধর্ম্মরাজ প্রথমেই তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া, ভ্রাতৃগণ ও মাতৃদেবী কুন্তী ইহাঁদের সকলের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, বৎস! শ্রবণ কর, আমি যে উদ্দেশে তোমার পিতৃসকাশে স্বয়ং যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম, আদ্যোপান্ত যথাযথ কীর্ত্তন করিব। উহা শ্রবণ

করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য হয়, অবধারণ কর। কেননা, তুমিও আমাদেরই একতর। আমার উদ্দেশ্য এই, কৃষ্ণের সহিত আমাদের কোনরূপ ভিন্নভাব নাই, ভিন্নভাব কেবল দেহমাত্রে। অধিক কি, আমাদের আত্মারও সহিত কোনপ্রকার ভিন্নভাব ঘটিতে পারে, যদি কখন এরূপও সম্ভব হয়, তথাপি, কৃষ্ণের সহিত কোন রূপে কোন কালে ভিন্নভাব ঘটনা সম্ভব নহে। ইহা জানিয়াও, মহারাজ দণ্ডী আমাদের আশ্রয় লইয়াছেন এবং পরমভদ্রা সুভদ্রাও ঐরূপ জানিয়াই, তাঁহাকে যেমন আশ্বাস দিয়াছেন, ভীমও তেমন ঐরূপ জানিয়াই, সুভদ্রার বাক্যে সম্মতি দান ও দণ্ডীকে রক্ষা করিব বলিয়াও বাক্যবন্ধ করিয়াছেন। যদিও এই সকল আমাদের অজ্ঞাতসারেই ঘটিয়াছে; কিন্তু শরণার্থীকে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইপ্রকার ধর্ম্মজ্ঞানে এখন আমরা জানিয়াও, ভীমকে এবিষয়ে নিবৃত্ত করি নাই। বিশেষতঃ, আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, আমরা জানিয়াও, শত অপরাধ করিলে, পাণ্ডবৈকপরায়ণ মহামতি বাসুদেব অবশ্যই ক্ষমা করিবেন। ইত্যাদি নানাপ্রকার পর্য্যালোচনা করিয়া, দণ্ডীকে আমরা আশ্রয় দান করিয়াছি এবং এই কথা বলিবার জন্যও স্বয়ং যাইতে মনস্থ করিয়াছি। ইতিমধ্যেই তুমি সমাগত হইলে। ভালই হইয়াছে। অধুনা কর্ত্তব্য অবধারণ কর।

শুকদেব কহিলেন, নরদেব! ধর্ম্মদেব যুধিষ্ঠির এই প্রকার কহিয়া, মৌনাবলম্বন করিলে, দেবপ্রকৃতি কামদেব প্রবিবচন প্রদান পুরঃসর দেবী কুন্তীকেই সানুনয় বচনে বলিতে লাগিলেন, অয়ি মহাভাগে! আমি অদ্য আত্মীয়ভাবে

এখানে আসি নাই। দৌত্যভারবহনপূর্ব্বক একান্ত অনিচ্ছাতেই আসিয়াছি। সেই জন্য আপনার নিমিত্ত কোনরূপ প্রিয়দ্রব্য আনয়ন করিতে পারি নাই। পিতৃদেব যদিও আমাকে বহুমত অভিমত বস্তু দান করিয়া, আপনাদের প্রত্যেকের হস্তে ভাগক্রমে অর্পণ করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, কিন্তু মাতৃদেবীর মত না হওয়াতে, তাহা আমি আনি নাই। এবং এই কারণেই এক্ষণেও আপনার আদেশপালনে সমর্থ নহি। আমাকে এখনই যাইতে হইবে—থাকিবার আর তিলমাত্র সময় নাই এবং আদেশও নাই। যে জন্য নাই, বলিতেছি শ্রবণ করুন।

আপনারা সকলেই জানেন, পিতৃদেব বাসুদেব রাজা দণ্ডীকে সমুচিত দণ্ড দিতে সম্যগ বিধানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। আপনারাও সকলেই এবিষয়ে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। তথাপি, মধ্যম পাণ্ডব মহাশয় দণ্ডীকে রক্ষা করিতে বাক্যবদ্ধ হইলেন, ইহা কিরূপ কথা বা কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে? যাহাহউক, আত্মীয়ের উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে! যদি দণ্ডীকে আশ্রয় দিতে একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, অন্ততঃ আত্মীয়তার অনুরোধে পূর্ব্বেই একবার লোকমুখেও পিতৃদেবকে এবিষয় কোনরূপে বিদিত করা, বোধ হয়, কর্ত্তব্য ছিল। আপনাদের সহিত যে-প্রকার অকৃত্রিম আত্মীয়তা, যদিও আপনারা তাহার মর্য্যাদা-ভঙ্গ করেন, কিন্তু আত্মীয়গত ও বন্ধুগত-প্রাণ পিতৃদেব অবশ্যই তাহার অনুরোধে দণ্ডীকে মার্জ্জনা করিতেন, সন্দেহ নাই। যেখানে পরস্পারের একপ্রাণতা, সেখানে,

বোধ হয়, অবশ্যকর্ত্তব্যতার অনুরোধে এইপ্রকার পূর্ব্বপ্রসঙ্গ একান্ত বিধেয় হইয়া থাকে। আর, জানিয়া শুনিয়াও, এইরূপ পাপ বা অন্যায় অনুষ্ঠান করিলে, বন্ধুতার হানি হইয়া থাকে, ইহাও, বোধ হয়, আপনাদের ন্যায় বিজ্ঞ জনের কোন মতেই অবিদিত নাই।

অথবা, এ সকল কথায় আবশ্যক নাই। পিতৃদেবের মূল বক্তব্য এই, তিনি আপনাদের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন; অগ্নি জল ও জল অগ্নি হইয়াছে!! অতএব আপনারা অবিলম্বেই প্রস্তুত হউন। আমার প্রত্যাগমন-মাত্রেই যাদববাহিনী অপার সাগরের ন্যায়, উচ্ছলিত গমনে আপনাদের আক্রমণ করিবে; এবিষয়ে আর কোনরূপ বিচারণা নাই। আমরা অনেক বুঝাইয়াছি, কিন্তু তিনি আমাদের অপেক্ষা অনেক বুঝেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ মহাপাপ। অতএব উভয় পক্ষেরই প্রতিজ্ঞা রক্ষা হওয়া বিধেয়। কিন্তু যুদ্ধ ভিন্ন তাহার আর সহজ উপায় নাই। এইজন্যই দেহ প্রাণে ঘোর বিরোধ উপ-স্থিত হইবে। সকলই কালের ঘটনা। ইহাই ভাবিয়া আপনারা আশ্বস্ত হউন।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর কখনও অমঙ্গল করেন না।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! রতিপতি এই কথা কহিয়াই, উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন।

এবং আমাকে এই মুহূর্ত্তেই যাইতে হইবে, পিতৃদেবের এইপ্রকার আদেশ, ইহাই কহিয়া, ক্ষণবিলম্বপরিহারব্যতিরেকে গৃহের বহির্গত হইলেন। যথাবিধানে বিদায় গ্রহণ করিতেও তাঁহার অবসর হইল না। তাঁহাকে দর্শন করিয়া, প্রভাকরদর্শনে দিবসের ন্যায়, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও জননীর সহিত যেরূপ প্রফুল্ল ও বিকসিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে নিতান্ত অনাত্মীয়ের ন্যায়, ঐরূপে গমন করিতে দেখিয়া, শিশিরসমাগমে পদ্মের ন্যায়, তদ্বৎ ম্লান ও অপ্রফুল্ল হইলেন। কিয়ৎক্ষণ কাহারই মুখে বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। সকলেই কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। কি করিবেন এবং কি করিলেই বা ভাল হইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কৃষ্ণনন্দন কাম যে ভাবে উঠিয়া গেলেন,তাহাতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করাও সম্ভব নহে এবং প্রতিনিবৃত্ত করিলেও, কোনরূপ ফল হইবে কি না সন্দেহ; এই সকল ভাবিয়াও তাঁহারা অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এবং পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু দেবী কুন্তী স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভবিষ্যৎ যাহাই হউক,তদ্বিষয়ে বিধাতার ইচ্ছাই বলবতী। বিশেষতঃ, কৃষ্ণ অপেক্ষা প্রাণও আত্মীয় নহে, অতএব তাঁহার পুত্রের অনুগমন ও নীরাজন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। না করিলে, স্নেহের প্রাণে মমতার হৃদয়ে, কোনরূপে সহ্য হইবেই বা কেন? ইত্যাদি বিবিধ কারণে দেবী কুন্তী তৎক্ষণাৎ আসনত্যাগপূর্ব্বক উত্থান করিয়া, গাভী যেমন বৎসের, তদ্বৎ কামদেবের অতিত্বরিত অনুগামিনী হইলেন। পরম-

বুদ্ধিমান্ কামদেব ইতিপূর্ব্বেই স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবলে জানিতে পারিয়াছিলেন, যে, কুন্তী কখনও স্থির থাকিতে পারিবেন না। স্ত্রীলোকের হৃদয় অতিকোমল, তজ্জন্য পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনাপরিশূন্য হইয়া থাকে। ইত্যাদি চিন্তা করিয়া, কামদেব সতর্ক হইয়া, ধীরপদসঞ্চারে গমন করিতেছিলেন। সুতরাং কুন্তী কিয়ৎপদ গমন করিয়াই, তাঁহারে প্রসারিত ভুজযুগলে দৃঢ়রূপে যেমন ধারণ করিলেন, রতিপতি অমনি চকিত হইয়া উঠিলেন।

রাজন্! সংসারের ভাগবতী মায়া অবলোকন করুন। এই মায়াকেই লোকে যোগমায়া ও মহামায়া বলিয়া থাকে। যিনি বজ্রকেও বিদারিত, সাগরকেও শোষিত বা পৃথিবীকেও পরিচালিত করিতে পারেন, তাঁহারও সাধ্য বা ছেদন বা শক্তি নাই, এই মায়াকে পরিহরণ করেন। এই মায়াই স্নেহরূপে, মমতারূপে, প্রীতিরূপে, প্রেমরূপে, ভক্তিরূপে, শ্রদ্ধারূপে, প্রণয়রূপে, অনুরাগরূপে, আসক্তিরূপে ও আগ্রহরূপে সংসারে বিচরণ করিয়া, শতবেষ্টনে ইহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। গৃহী যে দিকে যে রূপেই যাউক, এই মায়ার দুর্ভেদ্য বন্ধন বা দুরতিভাব্য অবরোধে পতিত হইয়া থাকে। এবিষয়ে কাহারই কোনরূপে পরিহার নাই। বিশেষতঃ, যেখানে জ্ঞান বিজ্ঞানের আধিক্য, সেইখানেই যেন এই বন্ধনের অধিকতর দুর্ভেদ্যতা দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণনন্দন কাম সাক্ষাৎ জ্ঞানের অবতার। এইজন্য ভক্তির অতিমাত্র দাস। পিতামাতাদি গুরুজনের প্রতি তাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধার সীমা নাই। তিনি সাক্ষাৎ দেব-

তার ন্যায়, জনক জননী ও তাঁহাদের গুরুদিগকে অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার জ্ঞান আছে, সংসারে ঐরূপ ভক্তি শ্রদ্ধাই মনুষ্যত্ব। যাহারা মনুষ্য হইয়া, পিতা মাতাকে ভক্তি করে না, তাহারাই পশু। বলিতে কি, যাহার পিতৃ-ভক্তি নাই, তাহার ঈশ্বরভক্তিও নাই। পুনশ্চ, যাহার ভক্তি নাই, শ্রদ্ধা নাই, সেই ব্যক্তিই নাস্তিক।

রুক্মিণীনন্দন কাম এই জ্ঞানে মহাগুরুপদবাচ্যা দেবী কুন্তীকে বাস্তবিকই দেবীর ন্যায়, ভক্তি করিতেন। এই জন্য, তাঁহার বাহুপাশ ছেদন করিতে পারিলেন না। মায়া-বিদ্ধের ন্যায়, যেন অবশ হইয়া পড়িলেন, একপদও চলিবার শক্তি রহিল না। কুন্তী তদবস্থ তাঁহাকে ধারণ করিয়া, অপার স্নেহভরে বারংবার মস্তকে আঘ্রাণ করিতে লাগি-লেন। অনর্গল-বিনির্গলিত অশ্রুসলিলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিতপ্রায় হইল। বোধ হইল, তাঁহার অন্তর্হৃদয় যেন দ্রবীভূত হইয়া, নেত্রপথে বহির্গত হইতেছে। ইহারই নাম স্নেহের ও মমতার দুর্ভেদ্য বন্ধন। যে বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, লোকে লোকের একবারেই ক্রীতদাসবৎ, বাধ্য ও বশীভূত হইয়া পড়ে। জননী যে পুত্রের জন্য প্রাণদানেও পশ্চাৎ-পদ হয়েন না, এই বন্ধনই তাহার হেতু। সতী যদি মরিতে হয়, তাহাতেও শতবার ও সহস্রবার স্বীকৃত, তথাপি পতির আলিঙ্গনপাশ পরিহার করিতে ভ্রমেও সম্মত নহে। ঐরূপ বন্ধনই ইহার কারণ। মহাভাগা সাবিত্রী মৃত পতিকেও পরিত্যাগ করেন নাই। যাঁহাকে দেখিলে, বজ্রও চকিত, পর্ব্বতও কম্পিত ও মহাসাগরও যেন শোষিত হইয়া থাকে,

সেই সর্ব্বসংহর মহাভৈরব যমকে দর্শন করিয়াও, তাঁহার সুকোমল অবলাহৃদয় কিছুমাত্র ভীত, চকিত বা বিচলিত হয় নাই; প্রত্যুত, অপার আনন্দভরে যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঐরূপ বন্ধনই ইহার কারণ। রাজন্! সংসারে সর্ব্বত্রই ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাভাগা কুন্তী এই বন্ধনে বদ্ধ হইয়াই, কামকে বাহু-পাশে একবারেই বদ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং কামও এই বন্ধনেই বদ্ধ হইয়া, একবারেই বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। এই-প্রকার স্নেহের যুদ্ধে ও মমতার সংগ্রামে এবং প্রীতির বিবাদে ও শ্রদ্ধার কলহে কাহারই জয় বা পরাজয় হইল না। তজ্জন্য উভয়েই মৌনী হইয়া, স্তম্ভিত হইয়া, চকিত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ নির্জীবের ন্যায়, জড়ের ন্যায়, স্থাণুর ন্যায়, চিত্রি-তের ন্যায়, দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর প্রথমে দেবী কুন্তীর মৌনভঙ্গ হইল। তিনি তখন মত্তার ন্যায়, গদ্গদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস! আমাকে না বলিয়া কোথায় যাইতেছ? কৃষ্ণ কি তোমাকে এইপ্রকার অস্নেহের ও অভ-ক্তির ব্যবহার করিতে উপদেশ করিয়াছেন, না, তোমার নির্দ্দয়হৃদয়া জননী বলিয়া দিয়াছেন? অথবা, তুমি আপ-নারই বালকবুদ্ধিতে এইপ্রকার অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হই-য়াছ? যাহাই হউক, আমি তোমাকে কোন মতেই ছাড়িব না। আমি এই মুহূর্ত্তেই আমার নিজের প্রধান বার্ত্তাহর দূতকে কৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দিতেছি। তোমাকে এখানে থাকিতে হইতেছে। তুমি কোন মতেই যাইতে পাইবে না। আমার দূত যাইয়া বলিবে, আমি স্বয়ং দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়াছি। অথবা

আমি এই মুহূর্ত্তেই সপরিবারে যদুপুরে গমন করিব। দেখিব, কৃষ্ণ কাহার সহিত বিবাদ করেন। অথবা, যদি একান্তই বিবাদ হয়, তোমাকে আমাদের সহায়তা করিতে হইবে। দেখ, সকল বিপদেই কৃষ্ণ আমাদের সহায়তা করেন। আমরা বিপদে পড়িলেই, তাঁহাকে আহ্বান ও আগ্রহ করিয়া থাকি। কৃষ্ণ ও তোমাতে বিশেষ নাই। অতএব উপস্থিত বিপদে তোমাকেই সাহায্য করিতে হইবে। তোমরা ভিন্ন আমাদের বিপদের বন্ধু আর কে আছে?

শুকদেব কহিলেন, মহাভাগ পরমবুদ্ধিমতী কুন্তীর কথা সমাপ্ত না হইতেই, কৃষ্ণনন্দন কাম সানুনয় মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! আপনার অভিপ্রায় ও অভিমত সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হইবে—কৃষ্ণই স্বয়ং আপনাদের সহায়তা করিবেন। পাণ্ডবের সহায় ও বন্ধু বাসুদেব, একথা সকলেই জানে ও বলিয়া থাকে। অতএব আপনি কিজন্য উৎকলিত হইতেছেন? বিপদে পড়িব, শুনিলেই, লোকের বুদ্ধির ভ্রম হইয়া থাকে। আপনি কি তাহারই অভিনয় করিতেছেন? না, আমাদের পরীক্ষা করিতেছেন? দেবি! অগ্নি কখনও জল হয় না এবং জলও কখন অগ্নি হয় না। সেইরূপ ঈশ্বর কখনও অমঙ্গল করেন না। ইহা কি আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন? কৃষ্ণ হইতে কোন্ দেশে কোন্ কালে কোন্ ব্যক্তির কোনরূপ অপকার হইয়াছে, কখনও কি কেহ শুনিয়াছে না দেখিয়াছে? তিনি অপকার করিলেও, মহোপকারে পরিণত হইয়া থাকে। ইহাই ঈশ্বরস্বরূপের পরিচয়।

অথবা, অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করিলেই, বুঝিতে পারিবেন। আসিবার সময় মাতৃদেবী রুক্মিণী পিতৃদেব বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! আমার যদি জানিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে, বলিতে অনুমতি হউক, আপনি আত্ম-নাশ করিতে পারেন, তথাপি কখনও পাণ্ডবের বিপক্ষে অভ্যুত্থান করিতে সমর্থ নহেন। অগ্নির শৈত্য যেমন সম্ভব নহে, অধার্ম্মিকের সমৃদ্ধি যেমন সম্ভব নহে, পাপ-কারীর আত্মপ্রসাদ যেমন সম্ভব নহে, অসঞ্চয়ীর সুখ যেমন সম্ভব নহে, অলসের সৌভাগ্য যেমন সম্ভব নহে, দাসের বা ভৃত্যের বিশ্রাম যেমন সম্ভব নহে, তদ্রূপ পাণ্ডববিনাশ আপনার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। অতএব কি উদ্দেশে তাহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন? আপনার ন্যায়, মহাত্মারা কখনও অমঙ্গল ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েন না। যেখা-নেই ঐরূপে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই খানেই পরিণামে পরম মঙ্গল সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহারই নাম প্রকৃত মাহাত্ম্য। দেবগণ চন্দ্রকে ভক্ষণ করেন এবং অমাবস্যায় যেমন এক-বারেই নিঃশেষ করিয়া ফেলেন, তেমনি তিনি পূর্ণিমার ষোল কলায় সমুদিত হইয়া, সমস্ত সংসার আমোদিত ও আলোকিত করেন। আপনারও কার্য্য এইরূপ পরিণামে মঙ্গলময়! অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করুন, আপনার অভিপ্রায় কি? বলিতে কি, আমায় না বলিলে, আমি কখনই কামকে তথায় যাইতে দিব না।

জননী বীণার ন্যায়, এইপ্রকার মধুর বাক্য প্রয়োগ

পূর্ব্বক বিনিবৃত্তা হইলে, পিতৃদেব সহাস্য আস্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া, জলদগম্ভীর উদার স্বরে কহিলেন, অয়ি মানিনি! তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয় স্বরূপ। তোমাকে কোন কথা গোপন করা কখন সম্ভব নহে। আমি কোন কালে কোন বিষয়ই তোমার নিকট গোপন করি না। অতএব শ্রবণ কর। অয়ি মত্তকাশিনি! তোমার ন্যায়, সতীজনের নির্ম্মল হৃদয় স্বামিহৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ। উহাতে পতির সমস্ত মনোগতই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। অতএব তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ, তাহা যথার্থ। আমি কখনই দুরুদর্ক বা পরিণামবিরস কার্য্য করি না। পাণ্ডবগণের ভাবিমঙ্গলসম্পাদন জন্যই আমার এইপ্রকার উদ্যোগ। তুমি জান, কার্য্যসিদ্ধির পন্থা দ্বিবিধ। এক, বলপূর্ব্বক ও দ্বিতীয়, কৌশলপূর্ব্বক। তন্মধ্যে দ্বিতীয় পন্থাই শ্রেষ্ঠ। প্রথম পন্থাকে পণ্ডিতেরা পশুচেষ্টিত বলিয়া থাকেন। সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুগণই বলপূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধি করিয়া থাকে; বুদ্ধিমানেরা কৌশলে ঐরূপ করেন। পাণ্ডবদিগকে ভবিষ্যতে প্রবল শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া, রাজপদ গ্রহণ প্রভৃতি অনেক গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। সকল কার্য্যই বলপূর্ব্বক সাধন করা কখন সম্ভব নহে। শত্রুকে কোনরূপে বিভীষিত করিতে পারিলেও, বিনা আয়াসে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়া থাকে। সচরাচর আত্মপক্ষের বীর্য্যবত্তা ও বলশালিতার পরিচয়প্রদানরূপ আড়ম্বরপ্রদর্শন দ্বারা ঐরূপ কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা। ইহারই নাম কৌশলপূর্ব্বক কার্য্যসাধন করা। আমাকে সকলেই সর্ব্বলোকো-

ত্তর বল, বীর্য্য ও প্রভাবাদির আধার বলিয়া অবগত আছে। আমি ঘোটকীর উপলক্ষে সমস্ত দেবতার সহিত মিলিত হইয়া, পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক পরাজিত হইব। তাহাতে, পাণ্ডবগণের সর্ব্বলোকোত্তর গৌরব প্রখ্যাপিত হইবে! শত্রুগণ সহসা তাঁহাদের বিপক্ষে অভ্যুত্থান করিতে পারিবে না। বলিতে কি, অনেক শত্রু ভয়প্রযুক্ত বিনা যুদ্ধে আপনা হইতেই তাঁহাদের বশীভূত হইবে। ফলতঃ, সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যাঁহাদের নিকট পরাজিত, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদের বিপক্ষতা করিতে সাহসী হয়। রাক্ষসকুল-ধুরন্ধর দশকন্ধরের নাম শ্রবণ করিয়াও, অনেকে আপনা হইতেই তাহার আনুগত্য করিত। বজ্রের আঘাত করিতে হয় না; তাহার শব্দ শুনিলেই, ভুবনের লোক কম্পিত হইয়া থাকে। ভাবিনি! আমি এইপ্রকার কৌশলেই কার্য্য-সাধন করিব, তুমি আশ্বস্ত হও।

দেবি! পরমপূজ্যপাদ পিতৃদেব এইপ্রকার বলিয়া, বিনিবৃত্ত হইলে, পরমপূজ্যপাদ মাতৃদেবীর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তিনি আমার অপেক্ষাও আপনাদিগকে স্নেহ ও ভক্তি করেন। তাঁহার এই স্নেহ ও ভক্তি স্বাভা-বিক ও অকৃত্রিম। অতএব আপনি আশ্বস্ত হউন। আপ-নার পুত্রেরা ভুবনজয়ী হইবেন, সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাহা আমার অবিদিত নাই। এবং ইহাও আপনি জানিবেন, যে, ঈশ্বর কখন অমঙ্গল করেন না।

শুকদেব কহিলেন, কৃষ্ণনন্দন কাম এইপ্রকার কহিয়া, কুন্তীকে অশেষ বিশেষে আশ্বাসিত করিয়া, সত্বরে প্রস্থান

করিলেন। আত্মীয়বৎসলা ও যাদববল্লভা কুন্তী কোন মতেই তাঁহাকে পরিহার করিতে পারিলেন না। যতদূর সাধ্য, ততদূর তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। অনন্তর তিনি অতি কষ্টে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, কামদেব যাবৎ নয়নপথের অতীত না হইলেন, তাবৎ একদৃষ্টে পুত্তলিকার ন্যায়, চাহিয়া রহিলেন। স্নেহের অপার মায়া ও অসীম প্রভাব! কামদেব নয়নপথের অতীত হইলেও, মহাভাগা কুন্তীর নয়নপথে যেন পূর্ব্ববৎ লীলায়িত হইতে লাগিলেন। তদীয় প্রিয় মধুর-মোহিনী মূর্ত্তি যেন তখনও সেইরূপে দেখা যাইতে লাগিল! তিনিও একতান লোচনে উদ্‌গ্রীব হইয়া, তখনও সেইরূপেই তাহা দেখিতে লাগিলেন। রাজন্! আসক্তি ও অনুরাগের লক্ষণ বা স্বভাবই এই, উহা আপনার অভিমত বস্তুকে দূরবর্ত্তী বা নয়নের অতিবর্ত্তী হইলেও, সে সর্ব্বদাই যেন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করে; কিন্তু অনভিমত বস্তু সম্মুখে থাকিলেও, দেখিতে পায় না। কৃষ্ণ ও তাঁহার আত্মবর্গের প্রতি কুন্তীর অনুরাগ ও আসক্তির সীমা ছিল না। সেইজন্য, তিনি তাঁহাদিগকে না দেখিয়াও, সর্ব্বদাই দেখিতেন। সেইজন্য, তিনি নয়নের অতিবর্ত্তী কামদেবকে তখনও সেই ভাবেই দেখিতে লাগিলেন। কোন মতেই স্নেহভারমন্থর লোলুপদৃষ্টিকে প্রত্যাহৃত করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে অন্যমনস্কার ন্যায়, শূন্য হৃদয়ার ন্যায়, মত্তার ন্যায়, প্রমত্তার ন্যায়, উন্মত্তার ন্যায়, বিহ্বলার ন্যায়, বিষবেগব্যাহতার ন্যায়, রাজপথের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন তিনি অতিকষ্টে স্বকীয় বাসভবনের অভিমুখিনী হইয়া,

জলভারমন্থরা ঘনঘটার ন্যায়, মৃদুগতি গমন করিতে লাগিলেন, এবং বারংবার ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কামদেব যথার্থই বলিয়াছেন, ঈশ্বর কখনও অমঙ্গল করেন না।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের রণসজ্জা।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ বাসুদেব কামদেবকে উল্লিখিত রূপে দৌত্যকার্য্যে বিনিযোজিত করিয়াই, যুদ্ধঘোষণা করিয়া দিলেন। তাঁহার আদেশমাত্র তৎক্ষণাৎ ত্রিভুবনবিজয়িনী নারায়ণী সেনা যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। শাম্ব, অনিরুদ্ধ, গদ, শারণ, সাত্যকি, হার্দ্দিক্য, অক্রূর ইত্যাদি যদুবীরগণ, পৃথিবীর বীর বলিয়া পরিগণিত। উহাঁরা প্রত্যেকেই মূর্ত্তিমান্ ক্ষাত্র তেজ বা মূর্ত্তিমান্ রণবীর্য্য অথবা সাক্ষাৎ সংগ্রাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁরা বজ্র অপেক্ষাও দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য, পর্ব্বত অপেক্ষাও উন্নত ও দুরধিগম্য, পৃথিবী অপেক্ষাও সহিষ্ণু ও ভারবহ, অগ্নি অপেক্ষাও তেজস্বী ও প্রজ্বলিত; আবার, চন্দ্র অপেক্ষাও সৌম্য, জল অপেক্ষাও শীতল, বেতস অপেক্ষাও নম্র এবং লতা অপেক্ষাও কোমল স্বভাব। এইরূপ স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট বলিয়া পৃথিবীতে ইহাঁদের তুলনা নাই এবং কুত্রাপি কোন রূপে পরাভব বা পরিহারও নাই। ইহাঁরাও

স্ব স্ব সৈন্যগণের সহিত যথাবিধানে সুসজ্জিত হইয়া, বহির্গত হইলেন। ক্ষণমধ্যেই মেদিনীমণ্ডল অশ্বময়, হস্তীময়, রথময় ও পদাতিময়, আকাশমণ্ডল পতাকাময়, ধ্বজময়, চূড়াময়, হেতিময় এবং দিঙ্মণ্ডল বৃংহিতময়, হ্রেষিতময়, ক্ষ্বেড়িতময়, গর্জ্জিতময়, চীৎকৃতময়, শীৎকৃতময় ও ঘর্ঘরিতময় হইয়া উঠিল। সকলেই মনে করিল, অকালপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে।

ঐ সময়ে ভগবান্ বাসুদেবের আদেশে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব সমাগত হইলেন। তাঁহার হস্তে ত্রিভুবনবিদারণ ও সর্ব্বসংহরণ মহাশূল এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে অসংখ্য ভূত, প্রেত, দক্ষ, শঙ্ক এবং অন্যান্য উপদেবগণ। তাহাদের মূর্ত্তি অতি বিকট, প্রকৃতি অতি উৎকট ও স্বভাব অতি উচ্চট। তাহারা বিবিধ শব্দে, বিবিধ বেশে ও বিবিধ বাদ্যধ্বনি সহকারে মহাদেবের সমভিব্যাহারে আগমন করিল। তাহাদের মধ্যে কেহ গজমুখ, কেহ গোমুখ, কেহ গবয়মুখ, কেহ মহিষমুখ, কেহ মৃগমুখ, কেহ সিংহমুখ, কেহ ব্যাঘ্রমুখ, কেহ দ্বিমুখ, কেহ ত্রিমুখ, কেহ একপদ, কেহ দ্বিপদ, কেহ ত্রিপদ, কেহ চতুষ্পদ, কেহ ততোধিকপদ, কেহ কাণ, কেহ খঞ্জ, কেহ মগ্ন, কেহ ভগ্ন, কেহ রুগ্ন, কেহ নগ্ন এবং কেহ বা লম্বোদর বা নিরুদর।

ঐ সময়ে পিতামহ ব্রহ্মা ও দেবরাজ ইন্দ্র ও স্বগণে পরিবৃত হইয়া, তথায় সমাগত হইলে, সরিৎপতি বরুণ সহস্র সহস্র নদ হ্রদ ও সাগরাদি সমভিব্যাহারে আগমন করিলেন।

অনন্তর মহাবল কুবের বিবিধদেহ, বিবিধবেশ ও বিবিধ-প্রকৃতি যক্ষগণ পরিবৃত হইয়া, আগমন করিলেন। ধর্ম্ম-রাজ যমও স্বয়ং মহিষবাহনে সমাগত হইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে জ্বর ও মহাজ্বর নামে দুই প্রধান সেনাপতি এবং সকলের প্রধান বা নায়ক মহামৃত্যু আগমন করিলেন। নাগরাজ বাসুকিও তক্ষকাদি সর্পবল সমভিব্যাহারে যদুপুরে পদার্পণ করিলেন। রাক্ষসপতি বিভীষণ ও কপিপতি হনূ-মানও স্বগণে পরিবৃত হইয়া, দ্বারকায় উপনীত হইলেন। এই রূপে পৃথিবীর কোন বীরই দ্বারকায় আসিতে নিরপেক্ষ বা অবশিষ্ট রহিলেন না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, অপারকৌশলী বাসুদেবের অন্তঃকরণে আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, অদ্য প্রিয়তম পাণ্ডবগণের ত্রিভুবনব্যাপী প্রাধান্য স্থাপিত ও অখণ্ড বিজয়সমৃদ্ধি সমুদ্ভাবিত হইবে। কেননা, অদ্য ত্রিভুবনের বীর তাঁহাদের নিকট পরাজিত হইবে। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, তিনি সৈন্যগণের ভয়ংকর হলহলাশব্দে আকাশমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও মেদিনীমণ্ডল প্রতি-ধ্বনিত করিয়া, যুদ্ধাভিলাষে পাণ্ডবসকাশে তাঁহাদের অধিকৃত প্রদেশে গমন করিলেন এবং ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকেই পাণ্ডব-দিগকে বলিয়া পাঠাইলেন,আমি সসৈন্যে সমাগত হইয়াছি। হয়, দণ্ডীকে প্রদান, না হয়, যুদ্ধ কর। ইহার একতর পক্ষ অবলম্বন না করিলে, সমূলে বিনষ্ট হইবে।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

—— * ——

পাণ্ডবগণের রণসজ্জা।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! কুন্তী সেই রূপে কামদেবকে বিদায় দিয়া, তদীয় অনুরোধে পুত্রদিগকে কোন কথা না বলিয়াই, স্বকীয় ভবনে প্রবেশ করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, যুদ্ধ অবশ্যই হইবে, বুঝিতে পারিয়া, ভ্রাতৃদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?

অর্জ্জুন কহিলেন, কর্ত্তব্য কিছুই নাই; কৃষ্ণই যাহা হয় করিবেন।

ভীম কহিলেন, যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য। যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়, যদি ইহা সত্য হয়, তবে চিরধর্ম্মনিরত পাণ্ডবগণের অবশ্যই জয়লাভ হইবে। আমি এই বিশ্বাসে অবশ্য যুদ্ধ করিব।

নকুল ও সহদেব মৌনী হইয়া রহিলেন এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে যাহা হয়, করিবেন, স্থির করিলেন।

যুধিষ্ঠির পুনরায় কহিলেন, ভাই ভীম! তোমার সহায় কৈ, সম্পদ কৈ,? সৈন্য কৈ? সেনাপতি কৈ? তুমি যুদ্ধ করিবে কি রূপে? বিশেষতঃ, বাসুদেবের সহিত যুদ্ধ, ত্রিভুবনের দেবতা ও বীর কৃষ্ণের পক্ষ হইয়াছেন, শুনিয়াছি। না হইলেও, ক্ষতি নাই। কৃষ্ণ একাকীই ত্রিভুবনের বীর ও দেবতা, ইহা তুমিও জান।

ভীম কহিলেন, আমি একাকীই যুদ্ধ করিব। ধর্ম্ম আমার সহায় ও সম্পদ।

অর্জ্জুন কহিলেন, যদি যুদ্ধ করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, দুর্য্যোধনের সাহায্য গ্রহণ করা যাউক।

নকুল কহিলেন, তাহা হইতে পারে না। সে আমাদের চিরশত্রু। তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা আর আত্ম-হত্যা করা একই কথা!

সহদেব কহিলেন, যে ব্যক্তি বাসুদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, সে দুর্য্যোধনেরও সাহায্য গ্রহণ ও আত্মহত্যা করিতে পারে। আপনাদের কোন কথাই আমার ভাল লাগিতেছে না। যুদ্ধসময়ে আমি কোন পক্ষই অবলম্বন করিব না। দেবী কুন্তীর নিকট কেবল বসিয়া থাকিব। তাঁহার যে গতি, আমারও সেই গতি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, এ সময়ে বিবাদ করা ভাল নহে। অতএব তোমরা নিবৃত্ত হও। জননীকে জিজ্ঞাসা করা যাউক, তিনিই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। তিনি বলেন, যুদ্ধ করিব, না বলেন, না করিব।

এইপ্রকার কহিয়া তিনি জননীর নিকট গমন ও সমস্ত নিবেদন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! এখন কর্ত্তব্য কি, বলুন। যাহাদের আপনার ন্যায় জননী তাহাদের আবার ভাবনা কি?

কুন্তী কহিলেন, বৎস! জ্ঞাতির তুল্য শত্রু নাই, আবার জ্ঞাতির তুল্য মিত্রও নাই। অতএব দুর্য্যোধনের নিকট দূত পাঠাইয়া দাও। বিপদে বিষও অমৃত হয় আবার অমৃতও বিষ হইয়া থাকে।

শুকদেব কহিলেন, মাতা পুত্রে এই প্রকার পরামর্শ করিয়া, দুর্য্যোধনের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দুর্য্যোধন দূতমুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া, সভাসমক্ষে ভীষ্মাদির পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রথমে শকুনি প্রতিবচন প্রদান করিয়া কহিল, ভালই হইয়াছে। কৃষ্ণের সহিত বিবাদে পাণ্ডবের বিনাশ অবশ্যম্ভাব্য। অতএব তুমি কৃষ্ণেরই সহিত মিলিত হইয়া, অনায়াসে শত্রু নাশ কর। পরহস্তে শত্রুনাশ হইবে, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য ও সুপ্রভাত কি আছে!

বিদুর কহিলেন, যাহার যেমন প্রকৃতি, তাহার আচার ব্যবহারও তদ্রূপ। সর্প কখনও অমৃত নির্গলন করে না, বিষই বমন করিয়া থাকে। তুমি স্বভাবতঃ কুটিলপ্রকৃতি। তদনুরূপ বাক্যও প্রয়োগ করিলে। কিন্তু ইহা কোন-মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। শত্রু যখন শরণাপন্ন, তখন তাহার আর গৌরব কি? বিশেষতঃ, পাণ্ডবগণ ভ্রাতা ও জ্ঞাতি। বিপদে তাহাদিগকে সাহায্য করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। তাহারা সহস্রবার এইপ্রকার সাহায্যদানের যোগ্যপাত্র। তুমি সাহায্য না কর, সে অন্য কথা; আমাদিগকে কিন্তু উচিত বলিতে হয়; জানিয়া শুনিয়া যথার্থ না বলিলে, রৌরবনরকের কীট হইতে হয়। শত্রু হউক, মিত্র হউক, আর কিছুই না হউক, শরণাগতের রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।

দুর্য্যোধন বিদুরবাক্যে সবিশেষ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে সাহায্য করাই শ্রেয়ঃকল্প ভাবিয়া সৈন্যদিগকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিয়া, আপনিও ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণাদি বীর গণের সহিত সজ্জিত ও যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন।

তাঁহার অনুগত রাজগণও ইহাতে যোগ দান করিলেন। এদিকে পাণ্ডবগণও পঞ্চ ভ্রাতা রণসজ্জা করিয়া, বাহির হইলেন। তাঁহাদের সমভিব্যাহারে মহাবীর ঘটোৎকচ জঙ্গম পর্ব্বতের ন্যায়, গমন করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, পঞ্চ সিংহ যেন একমাত্র শাবকের সহিত অরণ্যের বাহির হইয়াছে।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

—— * ——

অষ্টবক্র ও উর্ব্বশীর উদ্ধার।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! সুবিখ্যাত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্য স্থিরীকৃত হইল। পাণ্ডব যাদব উভয় পক্ষ যুদ্ধাভিলাষে সেই পুণ্যপ্রদেশে সমাগত হইলেন। উভয়েই হলহলাশব্দে দশ দিক্ প্রপূরিত করিতে লাগিলেন। ত্রিভুবনের যাবতীয় বীর একাগ্র সমবেত হওয়াতে, সে এক অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কৃত হইল। মনুষ্যের সহিত সুর, অসুর ও গন্ধর্ব্বাদির যুদ্ধ পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখা দূরে থাক্,ভাবিয়াছেও কি না, সন্দেহ।

যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে পিতামহ ভীষ্ম সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া, অবশ্য কর্ত্তব্য শিষ্টাচারের ও আত্মীয়তার অনুরোধে কৃষ্ণের নিকট দূত পাঠাইতে সংকল্প করিলেন। মহামতি বিদুর ইহাতে সম্মত হইয়া,স্বয়ংই পাণ্ডবগণের দূতরূপে বাসুদেবের সকাশে সমাগত হইলেন। পরস্পর যথাবিহিত সম্ভাজনাদির বিনিময় হইলে,বিদুর কহিলেন, প্রভু! আপনি

কখন্ কি অভিপ্রায়ে কোন্ কার্য্য করেন, তাহা আপনিই জানেন। সুতরাং, এই যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে, বলিতে পারি না। যাহাই হউক, লোকতঃ দেখিতে, শুনিতে ও বলিতে, ফলতঃ, সর্ব্বাংশেই অতিশয় ঘৃণা হয় যে, কৃষ্ণও অনুগতের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া থাকেন। অতএব যুদ্ধে ক্ষান্ত হউন।

কৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন, অয়ি মতিমন্! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে। আমি চিরকালই পাণ্ডবের নিকট পরাজিত। আজিও পরাজিত হইব। অতএব তুমি নির্ভয়ে গমন ও যুদ্ধঘোষণা কর।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে দেবী কুন্তী সহসা তথায় সমাগত হইলেন এবং তদ্দর্শনে কৃষ্ণ গাত্রোত্থান করিতে না করিতেই, তাঁহাকে দৃঢ়করে ধারণ করিলেন। অনন্তর কুন্তী কোন কথা না কহিতেই, বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, দেবি! আশীর্ব্বাদ করুন, অদ্য পাণ্ডবগণের যেন জয়লাভ হয় এবং আমি যেন তাঁহাদের নিকট পরাজিত হই। প্রদ্যুম্ন, বোধ হয়, আমার অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য আপনাকে জ্ঞাত করিয়াছে। অতএব আপনি আশ্বস্ত ও গৃহে প্রত্যাগত হউন। আপনার কোন ভয় বা চিন্তা করিবার বিষয় নাই।

কুন্তী কহিলেন, তাত! আমি সকলই জানি। তথাপি স্ত্রীস্বভাবসুলভ চঞ্চলতা আমাকে অতিমাত্র ব্যাকুল করিয়াছে। তোমার নাম করিলে, যখন শোকনাশ হয়, তখন আর কি বলিব? বিশেষতঃ, তুমি কখনও পাণ্ডবের মন্দ

চেষ্টা বা মন্দ চিন্তা কর না। অতএব আমি আর অধিক কি বলিব?

এই বলিয়া তিনি অতিকষ্টে বিদায় লইয়া, মহাভাগ বিদুরের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বিদুর তাঁহাকে নিজ স্থানে স্থাপন করিয়া, স্বয়ং যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং ভীষ্মাদিকে কৃষ্ণের অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিয়া কহিলেন, তাঁহার কোন মতেই সন্ধি করিতে ইচ্ছা নাই। অতএব আপনারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউন।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! মহাত্মা বিদুর এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে যাদবপক্ষ হইতে তুমুল নিস্বনে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত ও রোদোরন্ধ্র বিদারিত করিয়া, ঘন-ঘোর-গভীর বিরাবী রণভেরী নিনাদিত হইয়া উঠিল। তাহার ঘোর-ঘর্ঘরধ্বনি শ্রবণ করিয়া, ভীরুগণের ভয় বর্দ্ধিত ও বীরগণের রণোৎসাহ সন্ধুক্ষিত হইল। হস্তী ও অশ্ব সকল কেহ মূত্র পুরীষ বিসর্জ্জন ও কেহ বা তার স্বরে সবেগে উল্লম্ফন করিতে লাগিল। রণভূমি কিয়ৎক্ষণের জন্য কম্পিত, সাগর সকল বিক্ষোভিত, পর্ব্বত সকল প্রচলিত ও আকাশ যেন লম্বিত হইয়া উঠিল।

কৃষ্ণনন্দন কাম অবসর বুঝিয়া, কৌতুক দেখিবার জন্য, আপনার ত্রিভুবনমোহন অনন্যসাধারণ সম্মোহন অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। প্রয়োগমাত্র তৎক্ষণাৎ রণস্থলসমাগত যাবতীয় ব্যক্তির দুর্নিবার মোহাবেশ উপস্থিত হইল। দেব অদেব সকলেই বিহ্বলপ্রায় হইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুন ও সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণ সকলেই গতিশক্তিশূন্যের ন্যায়,

কিংকর্ত্তব্যবিহীন হইয়া, একস্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। সহসা এরূপ হইল কেন, আপাততঃ তাহা বুঝিতে পারি-লেন না।

অনন্তর কামদেব পিতার আদেশে অস্ত্র প্রতি সংহার করিবামাত্র, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়া, এক বারে রোষামর্ষে অধীর হইয়া,সকলে মিলিয়া,সংকুলসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মানবগণের সহিত দেবগণের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিতহইল স্বয়ং মহাদেব পিতামহ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগি-লেন। ভগবতী ভাগীরথী শিবের জটাজূটকোটরে অবস্থান-পূর্ব্বক নির্ম্মল কটাক্ষবিক্ষেপে বিপক্ষপক্ষীয় ভূতগণের বল অপহরণ ও আত্মপক্ষীয় কুরুসৈন্যগণের শক্তি সংবর্দ্ধন করিয়া, আত্মজ ভীষ্মের উৎসাহবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে মহাদেব অমৃত দৃষ্টি করিলে, তদীয় অনুবল ভূতবল প্রবল হইয়া, কুরুবলবিনাশে প্রবৃত্ত হইল। তখন কুরু-সৈন্যগণ ভূতের উপদ্রবে ও উৎপাতে বিব্রত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া, দশ দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। ভগবান্ বাসুদেব পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণকে ব্যাকুল দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ আত্ম-পক্ষীয় বীরগণের সংগ্রামশক্তি সংহরণ করিলেন। তখন মহাদেব ভীষ্মের দারুণ সংগ্রামে পরাজিতপ্রায় হইয়া, আপ-নার মহাশূল গ্রহণ করিলেন।

এই রূপ, মহাবল বলদেব ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে-ছিলেন। তিনিও কৃষ্ণের মোহনী মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া,পরা-জয় মানিয়া, মহামুষল গ্রহণ করিলেন।

কামের সহিত কর্ণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছিল।

তিনিও মায়াবশে হতশক্তি হইয়া, আপনার ত্রিভুবনমোহন সম্মোহন শর গ্রহণ করিলেন।

মহাপ্রভাব কার্ত্তিকেয় অর্জ্জুনের সহিত দারুণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, বিবিধ দৈবাস্ত্রপ্রয়োগপুরঃসর কুরুবল ক্ষয় ও অর্জ্জুনেরও প্রাণশক্তি লয়প্রায় করিয়াছিলেন। তাঁহার বাণে বাণে ঘোর ধূম, ঘোর অন্ধকার ও ঘোর আলোক যুগপৎ সমুত্থিত হইয়া, ক্ষণে ক্ষণে পৃথিবী রসাতল করিতেছিল। তিনিও বাসুদেবের মোহনী মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া, অর্জ্জুনের নিকট পরিহার মানিয়া, ক্রোধভরে ক্রৌঞ্চ-বিদারণ মহাশক্তি ধারণ করিলেন।

এদিকে স্বয়ং বাসুদেব ও দ্রোণে, ইন্দ্র ও দুর্য্যোধনে, শাম্ব ও শিশুপালে, সত্যবান্ ও দন্তবক্রে, অনিরুদ্ধ ও জরাসন্ধে এবং বিভীষণ ও ঘটোৎকচে, আকাশ পাতাল ব্যাপ্ত করিয়া,সমুদায় পৃথিবী কম্পিত করিয়া,ত্রিভুবন শঙ্কিত করিয়া, ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের বিজয়সমৃদ্ধি ও যাদবপক্ষের পরাজয় হইল। স্বয়ং বাসুদেব দ্রোণের সমরে পরাজিত হইলেন। তদ্দর্শনে সরিৎপতি সমুদায় নদ, হ্রদ, তড়াগ ও সরোবরাদিকে সমভিব্যাহারে লইয়া, ভয়ংকর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রবল প্রবাহে, উত্তাল উচ্ছ্বাসে ও তরলতর তরঙ্গসমূহে রণভূমি প্লাবিত হইলে, হয়, হস্তী, রথ, রথী, পদাতি ও সারথির সহিত বীরগণ অনায়ত্ত ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। কোন পক্ষেরই আর রক্ষা রহিল না। তদ্দর্শনে বাসুদেব তাঁহারে নিবারিত করিলেন।

রাজন্! এই রূপে দেবদেব বাসুদেবের অপার মায়ায় সমুদায় দেবগণ মানবগণের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, মনে মনে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে স্বয়ং পিতামহ শল্যের সমরে পরাজিত হইলেন এবং মৃত্যুপতি যম ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট পরিহার স্বীকার করিলেন। এই ব্যাপার সংঘটিত হইলে, পিতামহ ও মহাদেবপ্রমুখ সমস্ত প্রধান দেবতা পাণ্ডব বিনাশের জন্য যাঁহার যে বিশেষ অস্ত্র বা বজ্র ধারণ করিলেন। তাহাতে শূল, শক্তি, চক্র, পাশ, অঙ্কুশ, দণ্ড ও অশনি এই সপ্ত বজ্র সমবেত হইল। এই সপ্ত বজ্রের সম্মিলনে সমস্ত ভুবন কম্পিত হইয়া, এক কালে লয় পাইবার উপক্রম হইল। তদ্দর্শনে ঘোটকী-রূপধারিণী উর্ব্বশীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অষ্টম বজ্র খড়্গ সমবেত হইলেই, অষ্টবজ্রসন্দর্শনে তাহাব শাপমুক্তি হইবে, ভাবিয়া, সে এক মনে ও এক ধ্যানে দেবী ভগবতীর স্তব করিতে লাগিল। ভগবতী ইতিপূর্ব্বেই আপনার প্রধানা সহচরী বিজয়ার মুখে দেবগণের ঐপ্রকার পরাভবঘটনা জানিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে বাসুদেবের অভিপ্রায়সিদ্ধি ও উর্ব্বশীর শাপমোচন মানসে খড়্গহস্তে বিকট বেশে আলুলায়িত কেশে সহসা সেই ভয়ঙ্কর সময়ে সমাগত হইয়া, অট্টহাসে দশ দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া, দেবগণমধ্যে দণ্ডায়মানা হইলেন। এবং যেমন পাণ্ডববিনা-শের জন্য খড়্গ উত্তোলন করিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই অষ্টবজ্র দর্শনে উর্ব্বশীর শাপমুক্তি হইল। সে স্বীয় পূর্ব্বস্বরূপ পরিগ্রহ ও ঘোটকীগ্রহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দেবীর পাদপ্রান্তে

পতিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল,ভগবতি ! ক্ষান্ত হউন। আপনারই সৃষ্টি আপনি লয় করিবেন না। আপনার প্রসাদে আমার শাপমুক্তি হইল। আমি চলিলাম। এই বলিয়া, ঊর্ব্বশী সকলের সমক্ষে আকাশপথে উত্থিত হইল। যাইবার সময় দণ্ডীকে বলিয়া গেল, মহারাজ ! আশ্বস্ত হও। যেখানে মিলন, সেইখানেই বিরহ; যেখানে সম্পদ্ সেইখানেই বিপদ্। পৃথিবীর স্বভাবই এই, সৃষ্টির গতিই এই। ইহা ভাবিয়া, তুমি আমাকে বিস্মৃত হও এবং শোক ত্যাগ কর। এই কথা শুনিয়া, দণ্ডীর বুদ্ধিশুদ্ধি যেন লোপ পাইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায়, দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর ইহাই নিয়তি ভাবিয়া, মনোবেগ সংবরণ করিলেন।

এদিকে পাণ্ডবগণ, যাদবগণ ও সমবেত দেবগণ বাসুদেবের অপার মায়াবশে অনায়ত্ত ও যুদ্ধে বিনিবৃত্ত হইয়া, ঊর্ব্বশীর স্বর্গারোহণ দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষই পরস্পর সপ্রণয়ে সম্ভাষণ ও সভাজনাদি করিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন।

এই দণ্ডিপর্ব্ব পাঠ করিলে, আয়ুর্বৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধি, ও বংশবৃদ্ধি হয়।

হরিঃ হরিঃ হরিঃ।

সমাপ্ত।